CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 January, 2021 ■ আগরতলা, ২০ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ৬ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কাল কৃষক সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক সুপ্রিম কোর্টের তৈরি করা কমিটির

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.)।। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তৈরি হওয়া বিশেষ কমিটি বিক্ষোভরত কৃষকদের সঙ্গে ২১ জানুয়ারি রাজধানী দিল্লিতে বৈঠকে বসবে। মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছেন ওই কমিটির অন্যতম সদস্য অনিল ঘানওয়াট।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনিল ঘানওয়াট জানিয়েছেন, বিক্ষোভরত কৃষকদেরকে আলোচনার টেবিলে বসানোটাই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। কৃষক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে প্রথম বৈঠক ২১ জানুয়ারি ধার্য করা হয়েছে। সেই সকল কৃষক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসা হবে যারা আলোচনার টেবিলে বসতে ইচ্ছুক। মুখোমুখি যারা বসতে ইচ্ছুক নয় তাদের জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যবস্থা রাখা হবে। সরকার এসে যদি বৈঠকে অংশগ্রহণ করে তবে তাকে স্বাগত জানানো হবে। সরকার তরফের বক্তব্যও শোনা হবে। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১২ জানুয়ারি নতুন তিনটি কৃষি আইনের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। পরিস্থিতির সমাধান এর জন্য কমিটি গড়ার নির্দেশ দেয় আদালত। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানের জন্য এই কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে। দুই মাসের মধ্যে দেশের শীর্ষ আদালতকে রিপোর্ট দেবে এই কমিটি। কমিটির তরফ স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাবে।

মঙ্গলবার আগরতলায় ককবরক দিবস পালনের অনুষ্ঠানে শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। ছবি নিজস্ব।

ককবরক ভাষা আজ সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়েছে ঃ রাজস্বমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.)।। ককবরক ভাষা দীর্ঘ বছর ধরে সকলের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আজ সমৃদ্ধ হয়েছে। ত্রিপুরায় ককবরক ভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রত্যয়ের সুরে এ-কথা বলেন রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা।

আজ ১৯ জানুয়ারি ককবরক ভাষা দিবস। উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ ত্রিপুরায় ককবরক ভাষা দিবস উদযাপিত হয়েছে। রাজ্যভিত্তিক ৪৩ তম ককবরক ভাষা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে আগরতলার উমাকান্ত অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণে। ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দফতর এবং উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক ককবরক ভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ককবরক ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা, শিক্ষা দফতরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা ও পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ড় শৈলেশ কুমার যাদব।

রাজ্যভিত্তিক ককবরক ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা বলেন, আজকের দিনটি রাজ্যবাসীর কাছে, বিশেষ করে জনজাতি সম্প্রদায়ের কাছে আনন্দের দিন। আজকের দিনেই ৪৩ বছর আগে ককবরক ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি এই দিবসটি উদযাপনের তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে বলেন, ককবরক ভাষা দীর্ঘ বছর ধরে সকলের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আজ সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়েছে। সাহিত্য চর্চায়ও ককবরক ভাষা আজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। তবে এই ভাষা সেই ৪৩ বছর আগে থেকে আজ কতটা উন্নতি লাভ করতে পেরেছে তার মূল্যায়ন করতে হলে দশকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে দূর্ঘটনায় হত এক, আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। দেবেন্দ্রনগর ডাম্পিং স্টেশন এলাকায় একটি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে দিন মজুরের। নিহতের নাম অজিত কল। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এলাকার লোকজন নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবী তুলেছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ বর্জ পরিবহণকারী গাড়ির ধাক্কাতেই ওই দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে।

কল্যাণপুর ও উদয়পুরে দুটি পৃথক পথদুর্ঘটনায় তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে দুজন স্কুল ছাত্র। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কল্যাণপুরে দুটি অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহতের নাম অতুল দেববর্মা। পেশায় সবজি ব্যবসায়ী। কল্যাণপুর থেকে সবজি কিনে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ওই ব্যক্তি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার টিকা নিয়ে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত, তাই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না

আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.)।। করোনা-র টিকা সম্পর্কে এখনও মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত। তাই, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী টিকাকরণ হয়নি। আক্ষেপ করে মঙ্গলবার এ-কথা বলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। সাথে তিনি যোগ করেন, আরও ৪৬, ৫০০টি করোনা টিকা ত্রিপুরায় এসে পৌঁছেছে। ফলে এখন ৫৫ শতাংশের বদলে ১০০ শতাংশ স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রথম ধাপে টিকা দেওয়া সম্ভব হবে। এদিন তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, করোনা-র টিকা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত এবং উপকারী।

সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও ১৬ জানুয়ারি থেকে কোভিড-১৯ টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। টিকাকরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন রয়েছে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করে কোভিশিল্ড টিকা সুবিধাভোগীদের দেওয়া হচ্ছে। সপ্তাহে চার দিন যথাক্রমে সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার এই টিকা রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেওয়া হচ্ছে। ১৬ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে কোভিড-১৯ টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭ হাজার ৮২৯ জন। তাঁদের মধ্যে ৪ হাজার ২৬৯ জন সুবিধাভোগীদের টিকা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত রাজ্যে টিকাকরণের গড় হার ৫৪.৫৩ শতাংশ। ১৬ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে ৯৯টি টিকাকরণ কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হয়েছে। আজ, মঙ্গলবার গোটা রাজ্যে ৪৯টি কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হয়েছে।

এদিন গোটা রাজ্যে টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ হাজার ৬৮৮ জন। তাঁদের মধ্যে টিকা নিয়েছেন ১ হাজার ৯৯৮ জন। আজ রাজ্যে টিকাকরণের গড় হার ৫৪. ১৮ শতাংশ। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিশিষ্ট চিকিৎসকও কোভিশিল্ড টিকা নিয়েছেন। মঙ্গলবার টিকা দেওয়া হয়েছে এনএইচএম-এর মিশন ডিরেক্টর ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, জিবি হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের এইচওডি ডা. তপন মজুমদার, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. দেবাশিস রায়, জিবি হাসপাতালের ডেপুটি এমএস ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, এনসিডি-র স্টেট নোডাল অফিসার ডা. সুপ্রিয় মল্লিক প্রমুখ।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তার কথায়, এখনও করোনা-র টিকা সম্পর্কে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত। ফলে টিকাকরণে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যাচ্ছে না। সাথে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে টিকাকরণ সম্পন্ন হবে। মানুষের মনে দ্বিধা দূর হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় করোনা-র টিকা নেওয়ার পর এখনও কারোর দেহে পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি।

করদাতারা হচ্ছেন সমাজের রোল মডেল ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। নাগরিকদের প্রদেয় করের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন সাধিত হয়। করদাতারা হচ্ছেন সমাজের রোল মডেল। আজ রবীন্দ্র ভবনের ২নং হলে স্বল্প সঞ্চয়, গ্রুপ ইনসুরেন্স ও ইনস্টিটিউশন্যাল ফাইন্যান্স এবং কর দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ত্রিপুরা স্বল্প সঞ্চয় লাকি ড্র প্রকল্পে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের পুরস্কার বিজয়ীগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে আমানতকারীদের মধ্যে কুপন বিলি করা হয়। আজকের অনুষ্ঠানে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রথম স্থানাধিকারী ৩ জনকে ১ লক্ষ টাকা করে, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ৪ জনকে ৫০ হাজার টাকা করে, ৩য় স্থানাধিকারী ৭ জনকে ২৫ হাজার টাকা করে পুরস্ক'ত করা হয়। তাছাড়াও ত্রিপুরা স্বল্প সঞ্চয় লাকি ড্র প্রকল্পে আরও কয়েকটি বিভাগে আগেই ১৬৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। এছাড়াও ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ অর্থবছরে যারা সময়মত আয়কর প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০ জনকে আজকের অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা আরও বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে কলকারখানা কম হওয়ায় সরকারি ক্ষেত্রের বাইরে কর্মসংস্থান কম। সরকার আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়তে প্রয়াস নিয়েছে। রাজ্যের মানুষ যাতে স্বনির্ভর হতে পারে তার জন্য ঋণ ব্যবস্থা সরলীকরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি পরিবার ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সাথে যুক্ত হয়েছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সমাজ এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিসিসি সভাপতির উপর হামলার ঘটনায় জড়িত তিনজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ জানুয়ারি।। রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাসের উপর আক্রমন এবং গাড়ি ভাঙচুর ঘটনায় আটক করা হয় ৩ জনকে। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি বিশালগড় এলাকায়। এরা হলেন জামাল হোসেন(৩২) ,শরিফ মিয়া(৩৫) এবং কুমার জিৎ সাহা উরুফে কিসান।

এদিকে জামাল এর পরিবারের পক্ষ থেকে জানা যায় জামাল হোসেন গত পাঁচ দিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলোনা তার পরেও বিশালগড় থানার পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জানা যায় যাদেরকে আটক করা হয়েছে তারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয় কিন্তু পুলিশ কি কারণে তাদেরকে আটক করেছে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়।

আরো জানা যায় প্রকৃত আসামীদেরকে আটক করতে না পেরে অসহায় পরিবারের যুবকদের আটক করে পুলিশ। তবে মঙ্গলবার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে এক প্রকার ছি ছি রব উঠেছে। জানা যায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা নাম্বার ৪/২১। বিশালগড় থানায় ৩২৫/৩০৭/৪২৭/৩৪ আইপিসি ধারায় মামলা নিয়ে বিশালগড় আদালতে তোলা হয়। তাদেরকে পাঁচ দিনের জন্য জেল হেপাজতে পাঠায় আদালত।

বড়দোয়ালিতে হাতেনাতে ধৃত ২ নেশা ব্যপারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বড়দোয়ালি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় দুই নেশা কারবারিকে হাতেনাতে আটক করেছে স্থানীয় জনগণ। আটক দুই নেত্রীর নাম সুমন মিয়া এবং বিশ্বজিৎ চৌধুরী। তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।জানা গেছে তারা বিভিন্ন এলাকায় মধুচক্রের আসর বসাত। এ বিষয়ে যুব মোর্চা কর্মীদের কাছে সুনিদৃষ্ট খবর ছিল।

সেই খবরের ভিত্তিতে নেশা কারবারিদের আটক করার জন্য তারা উৎপেতে বসেছিল। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ নেশা কারবারিরা যখন স্কুল সংলগ্ন এলাকায় আসে তখন তাদেরকে নেশাজাতীয় সামগ্রীসহ হাতেনাতে আটক করা হয়। নেশা সামগ্রীসহ আটক দুই যুবককে গণধোলাই দেন উত্তেজিত জনতা। তাতে তারা দুজনেই আহত হয়। তাদেরকে আটক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ স্টান্ডিংয়ে

১ নম্বরে ভারত

ব্রিসবেন, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.)।। ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের চতুর্থ তথা অন্তিম টেস্ট ম্যাচে জয়লাভ করল ভারত। পন্থের অপরাজিত ৮৯ রানে ভর করে ব্রিসবেনে গাব্বার মাঠে ঐতিহাসিক জয় পেল ভারত। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি ভারতের দখলেই থেকে গেল। গাব্বায় ভারতের এই ঐতিহাসিক জয়ের পর আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ স্টান্ডিংয়ে ১ নম্বর স্পটে পৌঁছল ভারত। এই জয়ের পর ভারতই ক্রিকেট টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ''অসাধারণ জয়'' আখ্যা দিয়েছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিসিসিআই- এর পক্ষ থেকে ৫ কোটি টাকা টিম বোনাস ঘোষণা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার গাব্বার মাঠে ইতিহাস তৈরি করেছেন অজিঙ্ক রাহানেরা। অস্ট্রেলিয়ার ৩২৮ রানের লক্ষ্য পার করে ৩ উইকেটে এই জয় বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি রইল ভারতের দখলে। সেইসঙ্গে চার ম্যাচের সিরিজ ২-১ জিতে নিল ভারত। চোটে জর্জরিত ভারতীয় দলের কাছে শেষ দিনে ৩২৮ রান তাড়া করে জয় ছিল শুধুই স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিলেন শুভমন গিল। চেতেশ্বর পূজারা যখন সব চেয়ে বেশি বল খেলে ৫০ করছেন, শুভমন তখন টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরির পথে। সেই সেঞ্চুরি না এলেও, জয়ের আশা দেখা শুরু করেছিল ভারত। রাহানের ২৪ বলে ২২ রানের ইনিংস যেন বুঝিয়ে দিল ড্র নয় জিতেই ফিরতে চান তিনি। পূজারা, রাহানেরা শুরু করলেও শেষ করতে পারেননি। ৮৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ভারতের জয় নিশ্চিত করেই ফিরলেন পন্থি।ভারতীয় ক্রিকেট টিমকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর - গাব্বার মাঠে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের ঐতিহাসিক জয়ের পর অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ''অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট টিমের সাফল্যে আমরা সবাই ভীষণ খুশি। অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি ও প্যাশন দেখা গিয়েছে। টিমকে অভিনন্দন! ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা।ভারতীয় ক্রিকেট টিমকে অভিনন্দন সৌরভের, ৫ কোটির বোনাস ঘোষণা।

''অসাধারণ জয়।'' বিসিসিআই প্রধান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় টিম ইন্ডিয়াকে এভাবেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। এভাবে টেস্ট সিরিজ জয়, ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। টিমের জন্য ৫ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার দাবীতে হেডকোয়ার্টারের সামনে বিক্ষোভ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। সিপিএম নেতৃত্ব মঙ্গলবার পুলিশের সদর কার্যালয়ের সম্মুখে বিক্ষোভ দেখিয়ে নিরাপত্তা দাবি জানায়। বিক্ষোভ প্রদর্শনের ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস জানান ২০১৮ সালে বিধানসভার ফলাফল প্রকাশের পর শাসকদলের দুর্বৃত্তরা ক্রমাগত বিরোধী রাজনৈতিক উপর ফ্যাসিসট সুলভ আচরণ করে চলছে। গত তিন বছরে অনেক খুন হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীরা প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে।

তিনি বলেন, হাজার হাজার বিরোধী কর্মীর বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। পঙ্গু হয়ে গেছে বহু কর্মী-সমর্থক। দোকানপাট, জীবিকা, ঘর বাড়ি সমস্ত কিছু আক্রান্ত। আক্রান্ত হওয়ার পর বিরোধী সমর্থকদের বাড়িতে জনপ্রতিনিধিদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না। শুধু তাই নয় নির্বাচনি এলাকায় যেতে পারছে না বিধায়করা। হীন রাজনৈতিক শুরু হয়েছে রাজ্যে। দু'শতাধিক দলীয় অফিস ভাঙচুর করেছে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বহু কর্মী সমর্থকদের বাড়িঘর। কিছু কিছু মহাকুমার এবং জেলা অফিস খুলতেও দেওয়া হচ্ছে না।

সরকার এবং পুলিশের কাছে আইন শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে দাবি জানালেও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। মানুষ সব বুঝতে পারছে বলে জানান তিনি। গত রবিবার ও রাজ্যসভার সদস্য ঝর্ণা দাশ বৈদ্যের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। দেহরক্ষী আক্রমণ হয়েছেন। শহর দক্ষিণাঞ্চলে অফিস আক্রমণ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। রাজ্য পুলিশ তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করছে না। পুলিশের দায়িত্ব আইনের শাসন রক্ষা করা। কিন্তু পুলিশকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে দাবী জানানো হচ্ছে। বিরোধীদের মিটিং মিছিল করার কর্মসূচির অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ। কিন্তু শাসক দল নিয়মিত কর্মসূচি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিইওকে চিঠি লিখে হোয়াটসঅ্যাপের নতুন প্রাইভেসি পলিসি প্রত্যাহারের আর্জি জানাল উদ্বিগ্ন কেন্দ্র সরকার

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি(হি. স.)।। হোয়াটসঅ্যাপের নতুন প্রাইভেসি পলিসি নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র সরকার। এই নীতি প্রত্যাহার করার আর্জি জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার। মার্ক জুকারবার্গের সংস্থা যে নতুন গোপনীয়তা নীতি নিয়ে এসেছে সে বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সংস্থাকে চিঠি লিখেছে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি মন্ত্রক। চিঠিতে এই নীতি প্রত্যাহার করার আর্জি জানিয়েছে সরকার।

তথ্য নিরাপত্তা ও ভারতীয়দের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হোয়াটসঅ্যাপের কাছে আর্জি জানিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে ১৪টি প্রশ্ন করা হয়েছে সংস্থার কাছ থেকে। এর মধ্যে রয়েছে ঠিক কী তথ্য জোগাড় করা হচ্ছে, কী কী অ্যাপের বিষয় অনুমতি নেওয়া হচ্ছে ইউজারদের থেকে ও সেগুলি দিয়ে কী করা হচ্ছে সেই নিয়ে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের ক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপের প্রাইভেসি পলিসির কী ফারাক আছে, সেই নিয়েও প্রশ্ন করেছে সরকার।

এদিন মন্ত্রকের লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে য়াটসঅ্যাপের একটা বিরাট সংখ্যক ইউজার রয়েছে, যে সংখ্যাটা ৪০০ মিলিয়নও ছাড়িয়ে গিয়েছে। কেন্দ্র য়াটসঅ্যাপ লেখা চিঠিতে পরিষ্কার জানাচ্ছে, ভারতে তাঁদের বাজার বিরাট, অথচ সেই ভারতীয়দেরই সম্মান দিচ্ছে না এই ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম। পাশাপাশিই কেন্দ্রের হুঁশিয়ারি, ভারতের য়াটসঅ্যাপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী ও শাশুড়ির খুনিকে কোর্টে তুলল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। পারিবারিক বিবাদের জেরে গত ১১ ই জানুয়ারি জামাইয়ের হাতে খুন হয়েছিল শাশুড়ি ও স্ত্রী। আমবাসা কলোনি এলাকায় জোড়া হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে ছিল মহকুমায়। জামাতা নারায়ন দাস তার শাশুড়ি ও স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করেছিল। এ ঘটনার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে খুনি জামাতা নারায়ন দাস। এতদিন তার চিকিৎসা চলছিল আগরতলা জিবি হাসপাতালে। গতকাল রাতে তাকে জিবি হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়, এবং আমবাসা থানায় নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১০৩ ◘ ২০ জানুয়ারি ২০২১ ইং ◘ ৬ মাঘ ◘ বুধবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অখণ্ডতা রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ

ভারতীয় সেনা দেশের গর্ব। সীমান্ত সুরক্ষায় তাঁহাদের তরফে এতটুকু ত্রুটি নাই। দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সেনার ভূয়সী প্রশংসাই প্রাপ্য। ভারতও বরাবর চাহিয়াছে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখিতে। কিন্তু ভারতকে স্বস্তিতে থাকিতে দিতেছে না মূলত দু'টি প্রতিবেশী দেশপাকিস্তান ও চীন। করোনা মহামারীকালেও ভারতকে বারবার অশান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে পাকিস্তান। ভারতভূমিতে জঙ্গি-অনুপ্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে পাকিস্তানের জুড়ি মেলা ভার। এই পাকিস্তানেরই দোসর চীনের আগ্রাসন নীতিই এখন ভারতের মাথাব্যথার কারণ। লাদাখ সীমান্তে লাল ফৌজের অতি সক্রিয়তা বা আক্রমণাত্মক আগ্রাসন মোকাবিলায় ভারত কতটা কড়া মনোভাব দেখাইবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। করোনা ভ্যাকসিনের অনুমোদনের ঘোষণার পর 'আত্মনির্ভর ভারতের' জয়গান করিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যত সোচ্চার হইতে দেখা গিয়াছে চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুখ খুলিতে এখনও সেভাবে দেখা যায়নি। সীমান্তের পরিস্থিতি এই মুহূর্তে আদৌ সন্তোষজনক কি না তাহা দেশবাসী জানিতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে দেশবাসীর নজর ঘোরাইতে প্রধানমন্ত্রী করোনা ভ্যাকসিনকে প্রচারের হাতিয়ার করিতেছে বলিয়া ইতিউতি সমালোচনা হইতেছে।

দেশের অখণ্ডতা রক্ষা, সার্বভৌমত্ব ও সংহতির প্রশ্নে কোনও আপস করা চলে না। সেক্ষেত্রে নরম মনোভাব দেখাইলে শত্রুপক্ষ তাহাকে দুর্বলতা বলিয়াই ভাবে। দেশের মানুষেরও জানা উচিত লাদাখ সীমান্তে সঙ্কটটা কতটা গভীরে। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বর্ষশেষের রিভিউ রিপোর্টই বলিতেছে, শীতে ফের লাদাখে স্থিতাবস্থা বদলের চেষ্টা করিতেছে চীন। প্রশ্ন হল, ভারতীয় সেনার উপর এবারও কি লালফৌজ অপ্রথাগত অস্ত্র ব্যবহার করিয়া হামলা চালাইয়াছে? কারণ গত জুনে গলওয়ান উপত্যকায় লাল সেনা অপ্রত্যাশিত আস্ফালন দেখাইয়া ভারতীয় সেনার উপর পাথর, লোহার রড, বড় পেরেক লাগানো লাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া হামলা করিয়াছিল। এমনকী প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা না মানিয়া ভারত ভূখণ্ডে ঢুকিয়া ঘাঁটি গেড়ে বসিয়াছিল বলিয়াও অভিযোগ। সে সময়েও প্রধানমন্ত্রী মোদি খোলসা করিয়া ভারতবাসীকে কিছু জাননি।

সীমান্ত সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনওরকম ধোঁয়াশা রাখা অনুচিত। এটা ঠিক, লাদাখ সীমান্তে ভারত নজরদারি বাড়াইয়াছে। ট্যাঙ্ক বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি নিয়া প্রস্তুত আছে ভারতীয় সেনা। কিন্তু যে দেশ কোনওরকম প্রোটোকল, চুক্তি মানিতে চায় না তাহাদের সব শেখানোর কাজটি খুব একটা সহজ নয়। করোনার শুরুতে বিশ্বের নানা দেশের সমালোচনায় বিদ্ধ হয়ে চীন একটু কোণঠাসা

হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা সামলাইয়া উঠিয়া এখন ফের স্বমহিমায়! চীনের সমরসজ্জা থেকে স্পষ্ট তাহাদের আগ্রাসন নীতিকে সফল করিতে এই শীতের মরশুমটিকেই বাছিয়া নিয়াছে তাহারা। সে কারণে ভারতকেও এর মোকাবিলায় প্রবল ঠান্ডাতেও লাদাখে অতন্দ্র প্রহরায় সেনা মোতায়েন রাখিতে হইতেছে। চীনের ট্যাঙ্ক মোতায়েনের পাল্টা জবাব দিতে রণসরঞ্জাম পাঠাইবার প্রস্তুতি নিতেছে ভারত। সীমান্তে এমন পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশবাসীকে অন্ধকারে রাখা হইয়াছে। দীর্ঘ সংগ্রাম আর অনেক আত্মবলিদানের পর এই দেশ স্বাধীন হইয়াছে। ভারতবাসীর কাছে তাই ভারতভূমির অখণ্ডতা রক্ষার গুরুত্ব সবার আগে।

আমেরিকায় বজায় থাকছে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, ট্রাম্প-এর দাবি দাবিকে উড়িয়ে জানালেন বিডেনের প্রেস সচিব

ওয়াশিংটন, ১৯ জানুয়ারি(হি. স.): করোনার কারনে যে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল তা এখনই তুলে নেওয়া হবে না। ডোনাল ট্রাম্প-এর দাবি দাবিকে উড়িয়ে দিয়ে এমনটাই জানিয়ে দিল টিম বিডেন।রাত পোহালেই শপথ নিতে চলা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের প্রেস সচিব জেন সাকি টুইট করে জানিয়ে দিয়েছেন, মেডিক্যাল টিমের পরামর্শ মেনে এখনই নিষেধাজ্ঞা তুলবে না প্রশাসন।

আমেরিকায় মোট কোভিড সংক্রমণ আড়াই কোটি ছুঁইছুঁই। দৈনিক সংক্রমণ ১ লক্ষেরও বেশি।এই অবস্থায় সোমবার ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ও ব্রাজিলের উপর করোনার কারণে যে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল তা তুলে নেওয়া হবে। ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, ২৬ জানুয়ারি থেকে ওই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার কথা। সেই দাবিকে উড়িয়ে দিয়ে বিডেনের প্রেস সচিব জেন সাকি টুইট করে জানিয়ে দিয়েছেন, মেডিক্যাল টিমের পরামর্শ মেনে এখনই নিষেধাজ্ঞা তুলবে না প্রশাসন। উলটে তাঁর আরও দাবি, "বরং কোভিড-১৯ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া আটকাতে বিদেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য বিধি আরও কড়া করার কথা ভাবা হচ্ছে।" ট্রাম্পকে কার্যত বিঁধে সাকি লেখেন, "অতিমারীর পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। আরও বেশি ছোঁয়াচে ভ্যারিয়্যান্ট ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বজুড়ে। বিদেশে ভ্রমণের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তোলার এটাই সময় নয়।"

সাঁইথিয়ায় অগ্নিদগ্ধ ছেলেকে বাঁচাতে মৃত্যু হল বাবারও

সিউড়ি, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): বাবার বকুনি খেয়ে নিজের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল নেশাগ্রস্ত ছেলেকে। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের।সোমবার রাতের এই মর্মান্তিক ঘটনায়। হাসপাতালে মৃত্যু হয় বাবা-ছেলের। যার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সাঁইথিয়ায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার মৃতদেহ দুটির ময়না তদন্ত হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম গৌতম সিং এবং ছেলে মৈত্রিশ সিং। বাড়ি সাঁইথিয়া শহরের ছত্রি পাড়ায়। গৌতম সিং লোহার ব্যবসা করতেন। সোমবার রাতে ছেলে মৈত্রিশ নেশাগ্রস্ত হয়ে চিৎকার করতে করতে বাড়ি ঢোকে। নেশা করা নিয়ে বাবা সঙ্গে অশান্তি শুরু হয়। সেসময় হঠাৎই ছেলে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে নেয়। ছেলে গায়ে আগুন জ্বলছে দেখে তাকে বাঁচাতে যান বাবা গৌতম সিং। তিনিও অগ্নিদগ্ধ হন। তাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। দুজনকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় প্রথমে সাঁইথিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক বাবা ও ছেলেকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। মঙ্গলবার মৃতদেহ দুটির ময়না তদন্ত হয়।

প্রতিবেশী রাজেন দে বলেন, "ছেলে নেশাগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। বাবা ও ছেলের মধ্যে অশান্তি হয়। তখনই গায়ে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে নেয় ছেলে। বাবা বাঁচাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন। দুজনের মৃত্যু হয়েছে"।

এলাকার বাসিন্দা প্রাক্তন কাউন্সিলর মানস সিংহ বলেন, "শুনলাম বাড়িতে অশান্তির জেড়েই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু। প্রকৃত কারণ কি তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ"।

একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন বিবেকানন্দ

অরূপ কুমার ভৌমিক

ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বজনীন আদর্শ ত্যাগ এবং সেবা। এই দুইটি দিকে ভারতীয় জীবন প্রবাহকে পুষ্ট করিয়া তোল, দেখিয়ে আর সবদিকেই আপনা আপনিই উন্নত হইবে---এই কথাগুলি বলেছিলেন দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ। তিনি সারা দেশ ঘুরে উপলব্ধি করেছিলেন এবং যুবকদের আহ্বান করে বলেছিলেন, ''তোমাদের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধার জন্য তোমরা যতই আন্দোলন কর না কেন, স্মরণ রাখিও, যতদিন না তীব্র জাতীয় সন্মাবোধ জাগাইয়া আমরা সত্য সত্যই নিজেদের উন্নত করিতে পারিতেছি, ততদিন এই সুযোগ ও অধিকার লাভের আশা দিবাস্বপ্নের তুল্য।

বিবেকানন্দ অন্তরে অনুভব করেছিলেন যে প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক উন্নতির সাহায্যে ভারতবর্ষ একদিন বিভিন্ন ধর্ম সংস্কৃতির জন্মভূমি ও মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। একমাত্র সেই আধত্মকি অনুভূতির শক্তিকেই ভারবর্ষের পুনরুত্থান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠান সম্ভবপর। তাই তিনি বলেছিলেন--- ধর্মের মাধওমেই ভারবর্ষে জাতীয় ঐক্য সম্ভব। ধর্ম বেঁচে আছে বলেই বৈদেশিক আক্রমণের এত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে ভারতবর্ষে বেঁচে আছে।

১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে পাশ্চত্যে দেবান্ত প্রচার করে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছিলেন। সেখান থেকে নিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষের হারিয়ে যাওয়া আত্মমর্যদা। কন্যালকুমারিকা থেকে হিমালয় গোটা জাতির হৃদয় মন্থন করে সেদিন উঠেছিলেন একটি ধ্বনি 'বিবেকানন্দ জয়'।

সারা ভারতবাসী তাঁকে বরণ করে নিয়েছিল আবেগে ভালোবাসায় ও শ্রদ্ধায়। সেই থেকে শুরু হয়েছিল দেশব্যাপী গণ জাগরণ। ফলে দেশের বহু নেতা ও সাধারণ মানুষ বিবেকানন্দর জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের যারা দদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তাই সুভাষচন্দ্র বসু মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন---'বিবেকানন্দের পুণ্য প্রভাবে আমরা জীবনের প্রথম উন্মেষ আজ যদি তিনি জীবতি থাকতেন নিশ্চয়ই তিনি আমার শুরু হতেন।

সমাজ ও ধর্মভারতীয় জীবনের দুই প্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয়েছিল তাঁর চিন্তাধারা। ইতিহাস চেতনা ছিল খুবই প্রখর। সমাজবিজ্ঞানেরও ছিলেন সুপণ্ডিত। বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের স্থবিরত্বের অচলায়তন ভাঙবার জন্য দরকার ইউরোপের চিন্তা, কর্মকুশলতা ও বুদ্ধির জঙ্গমশক্তি।

ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা বিষয় নিয়ে মাদ্রাজে ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক বিরাট সমাবেশে বিবেকান্দ বলেছিলেন—হিন্দুধর্মেণ মূল ভিত্তি উপনিষদ। উপনিষদ হল বেদের সারভাগ। হিন্দুধর্মে অন্যান্য শাস্ত্রও আছে। কিন্তু উপনিষদই প্রামাড়িক। উপনিষদের সঙ্গে সেই শাস্ত্রগুলির বক্তব্যে বিরোধ হলে উপনিষদের বক্তব্যই গ্রাহ্য হবে।

তাঁর মতে উপনিষদের বাণী শক্তির বাণী। উপনিষদ বলে—হে মানব, তেজস্ব হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। উপনিষদ আরও বলে যে মুক্তি তোমাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই অন্তনিহিত দেবত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও। প্রত্যেকে নিজের নিজের মুক্তিসাধন করবে। উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতা।

অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা প্রখর বুদ্ধি ও মেধার অধিকারী ছিলেন বিবেকানন্দ। ঈশ্বরকে জানার আকাঙ্ক্ষায় যৌবনে কিছুকাল ব্রাহ্মণসমাজে যাতায়াত করেন। কিন্তু

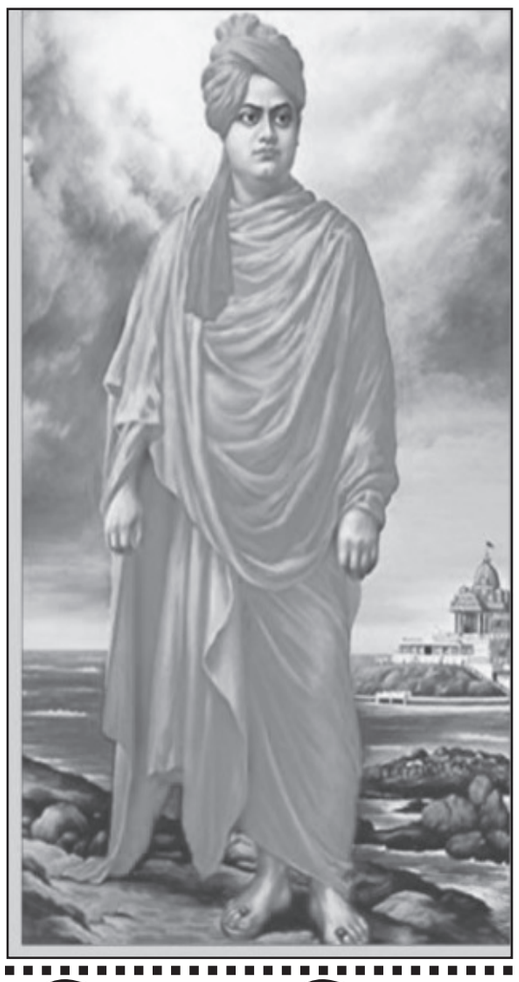

তাঁর যুক্তিবাদী মনের কৌতুহল কেউই নিবৃত্ত করতে পারেনি।

ধর্ম আচরণের প্রতি নিষ্ঠু ছিল বিবেকানন্দের। কোনও সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। তাই তিনি বলেছিএলন, 'ধর্ম' আচরণের মধ্যে নিষ্ঠা, গভীরতা এবং আন্তরিকতা থাকবে—কিন্তু কোনওরকম সংকীর্তা থাকবে না। আমি চাই গোঁড়ার নিষ্ঠুটুকু ও তাঁর সঙ্গে জড়বাদীর উদারভাব, হৃদয় সমুদ্রের মতো গভীর অতচ আকাশের মতো বিস্তৃত হওয়া চাই। আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নতশীল হতে হবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবহমানকালে সংস্কারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে।

ভারতবর্ষের চিরন্তর ঐক্যের মহিমাকে তিনি গভীরভাবেই উপলব্ধি করলেন, এত বৈচিত্রের মধ্যে এই যে ঐক্যের স্বর্ণসূত্র, এত ধর্ম বা ধর্মীয় ভাবকে আশ্রয় করেই রচিত হয়েছে।—এই অভিজ্ঞতা নিয়ে বিবেকানন্দ বললেন ভারতবর্ষের লক্ষ কোটি নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের বেদনা, কুসংস্কারের জঞ্জালকে দূর করতে হলে শুধু স্বার্থ ত্যাগ নয়, সকলকে সর্বত্যাগী হতে হবে। তিনি বুঝেছিলেন জড়বাদী সভ্যতা আর আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য---এই দুইয়ের সমন্বয় সাধনের পথই ভারতবর্ষের প্রকৃত কল্যাণের পথ। সমাজতন্ত্রী ভারতের একটি প্রকৃতি ছবি বিবেকানন্দের মধ্যে প্রথম দেশবোধ উদ্ভাসিত হয়েছিল।

সারা জীবন স্বদেশ সেবায় উৎসর্গ করেছেন বিবেকানন্দ। তিনি বলতেন, দেশের কল্যাণে যদি নরকে যেতে হয়, তাও আমার পক্ষে শ্রেয়। যে শিক্ষা দশের ও দেশের উন্নতিবিধানে সহায়ক হবে। এমন শিক্ষার দরকার যাতে মানুষের বিচারক্ষমতা বাড়ে, দু মুঠো অন্ন যোগাতে পারে, যাতে তার চরিত্র গঠন হয় সেই শিণাই চাইতেন।

মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ অনুভব করতেন, প্রতিটি জীবদেহের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং এই জীব সেবাকেই তিনি ভগবৎ সেবারূপে দেখতেন। এই সেবাধর্মের মহান আদর্শের দ্বারা তিনি মানবমনে সুপ্ত অতিমানব তেচনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন---দীন, দরিদ্র, মুচি, মেথর সবাই মানুষ। এবং সকলের মধ্যে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি বিরাজিত, সকলেই পরস্পরের ভাই।

বিবেকানন্দ চাইতেন ধনী-দরিদ্রের থাকবে সমানাধিকার। মূল উৎপাদিত দ্রব্যের সমবন্টন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের উপর ন্যস্ত হবে সমান নীতি। সমাজের সর্বত্র সাস্যতা ফিরিয়ে আমার জন্য তিনি চালিয়েছিলেন আপামর সংগ্রাম। 'লাহোর ব্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছিলেন---বিবেকানন্দের প্রদত্ত শিক্ষা অপেক্ষা প্রবলতর ও প্রভাশালী ছিল তাঁর বিরল ব্যক্তিত্ব---তা প্রাণদ্যুতিময়, গতিশীল, চৌম্বকধর্মী, অপরিচিত প্রকৃতি প্রচণ্ড শক্তিশালী উদ্দীপক এবং অনিবার্য বেগে আকর্ষক।

তাই বিবেকানন্দের প্রাতিস্বিকতার ছাপ পাওয়া যায় লেখায় চিন্তায় ভাবনায় মানব উন্নয়নে ও মানব কল্যাণে। তিনি দেশপ্রেমের বার্তাবাহক ও আধুনিক ভারতের স্বপ্নদ্রষ্ট। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সোশ্যাল মিডিয়া কি ধ্বংস করতে চলেছে একটা গোটা প্রজন্মকে?

বরুণ দাস

এমন একটি সময়ানুগ প্রশ্ন উঠে আসছে আজকের সমাজ সংসারের অনেক চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে। নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় এমন উদ্বেগ ও আশঙ্কার কথা তাঁর বার বারই টেনে আনছেন। সংবাদমাধ্যমে দু'একজন বিষয়টা নিয়ে আলোকপাতও করছেন। কিন্তু বিষয়টি যতটা মারতমক ততটা গুরুত্ব পাচ্ছে না আজকের সমাজ সংসারের কাছে। আসলে সোশ্যাল মিডিয়া এমন একটি শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় মাধ্যমে যাকে কোনও ভাবে উপেক্ষা করার কথা ভাবতেও বুঝি বা অনেকের ভয় হয়।

অনেকেই স্বীকার করবেন যে প্রত্যেক সমাজেই কিছু সংখ্যক মানুষ থাকেন, যাঁরা নিজেদের ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডির বাইরেও ভাবতে অব্যস্থ এবং ভাবতে ভালোবাসেনও। তাঁরা হয়তো সংখ্যায় কম। শতাংশের বিচারে আসেন না। এই কতিপয় সংখ্যক মানুষ সমাজের ভালোমন্দ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। নিজেদর মতো করে প্রতিকারের পথও খোঁজেন। সামাজিক সুস্থতাই এঁদের কাছে অগ্রাধিকার পায়। কারণ তাঁরা একান্তভাবেই বিশ্বাস করেন, একমাত্র সুস্থ সমাজই পারে নতুন প্রজন্মকে সুস্থভাবে বাঁচার পথ দেখাতে। আজকের প্রজন্মই তো দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার প্রধান কারিগর। এই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা হয়তো আক্ষরিক অর্থে সমাজতান্ত্রিক নন, কিন্তু সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলি দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে আগ্রহ দেখান। এঁরা হয়তো বিশিষ্টজন এর তালিকায়ও নেই। প্রচারের আলো সেভাবে এঁদের মুখে পড়ে না। কারণ দেখনদারি মানসিকতা নেই। সরকারি কিংবা বেসরকারি পর্যায়ে মঞ্চে উঠে সংবর্ধনা ও পান না। কিন্তু নিজস্ব তাগিদেই কাজ করে যান। যদিও এঁদের ভাবনাচিন্তাকে সাধরণ মানুষ গুরুত্ব দিতে অনচ্ছিুক। স্বীকার্য, নতুন শতকে

উন্নত বিজ্ঞানও প্রযুক্তির অন্যতম সেরা উপহার সোশ্যাল মিডিয়া। এর আত্ম প্রকাশ আধুনিক প্রযুক্তির এক যুগান্তকারি অবদান। এর ব্যবহার ও কার্যকারিতা নিয়ে চারদিকে যখন হইচই, মাতামাতি, আনন্দ, উল্লাস বেড়েই চলেছে এবং একই সঙ্গে ধনী নির্ধন নির্বিশেষে এর ব্যবহারের গ্রাফও ঊর্ধ্বমুখি, ওই কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তখন এর ক্ষতিকর দিকগুলি নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ আশঙ্কার কথা নিরন্তর ব্যক্ত করে চলেছেন। কখনও ঘরোয়া সভা সমাবেশ সেমিনারে কখনও বা সংবাদমাধ্যমে। কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জন আর সেসবে ধ্যান বা নজর দেন? সোশ্যাল মিডিয়ায় মগ্ন মানুষ সেসব উদ্বেগ-আশঙ্কাকে গুরুত্ব দিতে নিতান্তই নারাজ। আসলে কোনও কিছুতে মাতনে মত্ত মানুষের নিজেদর ভালোমন্দেরও কোনও রকম হুঁশ থাকে না। আজকের প্রভাবশালী সোশ্যাল মিডিয়াও বয়সকালে নির্বিশেষে আপামর মানুষকে অক্টোপাসের মতোই আঁকড়ে ধরেছে এবং তার শক্ত বাহু থেকে মুক্তি পাওয়া ও হয়তো বা সম্ভব। কিন্তু প্রিয় সন্তানের ভবিষ্যতের স্বার্থে আমাদের যদি হুঁশ না ফেরে তো মুশকিল। মুশকিল তো বটে কিন্তু তা মানছেন ক'জন ? সবাই তো আসলে মোবাইলেই মত্ত। সম্প্রতি একটি বহুল প্রচারিত প্রথম শ্রেণির পত্রিকাতেও এক অনাবাসী বিদগ্ধ ভারতীয় ছোটদের সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার নিয়ে তাঁর উদ্বেগ আশঙ্কার কথা বিশদে ব্যক্ত করেছেন এবং কীভাবে একটা গোটা নতুন প্রজন্মকে সোশ্যাল মিডিয়া দ্রুত ধ্বংসের দিকে ঠেসেল দিচ্ছে তার বেশ কিছু নজিরও উল্লেখ করেছেন। এর ফলে দেশের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেকথাও স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন তাঁর উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে। আমাদের অবশ্য জানা নেই, কতজন পাঠক পড়েছেন কিংবা এ নিয়ে সদর্থক চিন্তাভাবনা করেছেন। বিশেষ করে আজকের শিক্ষিকও সচেতন অভিভাবকরা। যাঁরা আবদার করতেই প্রিয়সন্তানের হাতে সহজেই তুলে দেন এই জগতে (সাশ্যালমিয়ায়) প্রবেশের ছাড়পত্রটি। কারণ এঁদের ওপরই অনেকটা নির্ভর করছে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের যথার্য নিয়ন্ত্রণ। আক্ষরিক অর্থেই যেখানে একটি দুধের বাচ্চাকে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্মার্টফোন এবং ওই বয়স থেকেই ওই শিশুটির মনে আসক্তি জন্মাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি।

বলা বহুল্য, অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, চার-পাঁচ বছর বয়সেই একটি অবুঝ শিশু নিজের হাতে ঘাঁটতে ঘাঁটতে পৌঁছে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার নানারকম রকমারি আকর্ষণীয় প্রোগ্রামে এবং কৈশোরে পা রাখার আগেই জেনে যাচ্ছে এর ব্যবহারের যাবতীয় কলাকৌশল। এর কোতায় টাচ করলে কী হয় অর্থাৎ কী দেখা যায়, তার সবটাই তাদের নখদর্পণে। ওই বয়সে তাদের আগ্রহ ও কৌতুহল অনেক বেশি। ফলে অপরিণত বয়সে যা কোনও ভাবেই দেখার নয়, তাই দেখতে নিজেদেরকে অভ্যস্থ করে ফেলছে।

আধুনিক ও অভূতপূর্ব কোনও যন্ত্রে প্রতি ছোটদের আগ্রহ ও আসক্তি স্বাভাবিক। বিশেষ করে সেলফোনের মতো কোনও আকর্ষণীয় যন্ত্র হলে তা কথাই নেই। তার আদুরে বায়না মেটাতে আপনি হয়তো কিনেও দিয়েছেন তা। বিদ্যাসাগর মশায়ের সতর্কবাণী গ্রাহ্য করেননি-স্নেহ বড় বিষম বস্তু। একদিকে ক্রমাগত বায়না তো অন্য দিকে সন্তানের সহপাঠীদের সঙ্গে তাল মেলাতে আপনি প্রিয়সন্তানের বায়নাকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়েও এসেছেন। এর ক্ষতিকারক দিকগুলি যদিও আপনার নেহাত অজানা নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্রজন্মের শিশুরা অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে। অনেক বিষয়েই তারা অনেক বেশি অগ্রণী। অপরিণত বয়সেও তাদের কোনও কোনও কথা কিংবা আচরণ আপনাকে ভাবিয়ে তুলতে সক্ষম। একটি বালক বালিকা কিংবা কিশোর কিশোরিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের পরিণত বয়সের বাবা মায়েদের ঘোল খাওয়াতে পারদর্শী। অন্যদিকে অধিকাংশ বাবা মায়েরাই মনে করেন, তার সন্তানটি তখনও বুঝি বা কিছুটি বোঝা না। আজকের শিক্ষিতও সচেতন অভিভাবকদের এই গড় পরতা ধারণাই সর্বনাশের মূল কারণ।

বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁরা অনেক সময়েই অবাস্তোবিত আচরণ করে থাকেন। তাঁদের এই আচরণ সন্তানদের কাচে যে কতটা ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁদের কোনও ধারণাই নেই। অথচ নিজেদেরকে তাঁরা শিক্ষিত ও সচেতন বলে দাবি করেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা অশিক্ষিত ও অসচেতন অভিভাবকের মতোই আচরণ করে থাকেন। বড়দের এমনতর আচরণেই ক্ষতি হয়ে যায় ছোটদের। সে সন্তান সঠিক পথে জীবনের ধাপগুলো পার হতে পারত,তা অঅর তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি নেশা বা আসক্তি যে কোনও মাদকদ্রব্যের ওফর আসক্তি থেকে কোনও অংশেই কম নয় বরং বেশিই বলা যায়। ছোটবড় সবার কাছেই। তবে ছোটদের কাচে অপেক্ষাকৃত বেশি। কারণ তাদের কৌতুহল ও বিস্ময়ের জগৎ বড়দের চেয়ে অনেক বড়। অনেক বেশি। সেই অপার কৌতূহল ওবিস্ময়শতঃই তাদের স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি তীব্র আকর্ষণও সীমাহীন আগ্রহ। যেখানেই নিষেধের বেড়া সেখানেই তাদের যাতায়াত বেশি। এই স্বাভাবিকতাকে কীভাবে অস্বীকার করবেন?

যে নিষিদ্ধ জগতের লোভাতুর হাতছানি সম্পৃক্ত আছে সোশ্যাল মিডিয়ার পরতে পরতে তাকে এড়িয়ে চাল ছোটদের পক্ষে কোনওভাবেই সম্ভব নয়। ওই বয়সের স্বাভাবিক ধর্মকে অস্বীকার করবেন কীভাবে? কোন যুক্তিতে? কোন জোরে? যে পথের সুলভ সন্ধান দিয়েছেন আপনি নিজের হাতে তাকে সে পথ থেকে ফেরাবেনেই বা কীভাবে? অসময়ে যদি তেমন জেদ কিংবা জোর করেন তো কোনও অঘটন আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে, তা হয়তো নিজেও জানেন না। তা কি কোনও ভাবে সামলাতে পারবেন?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় করোনা টিকাকরণে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

৫ নম্বর বদরপুর আসনে টিকিটের দাবিদার অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রশিদ

করিমগঞ্জ (অসম), ১ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ৫ নম্বর বদরপুর আসনে কংগ্রেসের টিকিটের দাবি নিয়ে মাঠে নামলেন এআইসিসির সদস্য তথা অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-র সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রশিদ চৌধুরী। অসম বিধানসভা নির্বাচন দেড়গোড়ায়। রাজ্যের ১২৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে চলছে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জোরদার প্রচার অভিযান। দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রেও বিভিন্ন দলের টিকিট প্রত্যাশীদের তালিকা ধীরে ধীরে লম্বা হচ্ছে।

২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে জেলার পাঁচটি আসনের মধ্যে বিজেপি এবং কংগ্রেস দুটি করে আসনে জয়ী হয়েছিল। একটি আসন এআইইউডিএফের দখলে যায়। মিশন ১০০ প্লাসের লক্ষ্যে এবার শাসকদল বিজেপি জেলার পাঁচটি আসনেই জয়ের লক্ষ্য নিয়ে রণকৌশল তৈরি করছে। জেলার প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেস দলও ভালো ফলের আশায় ইতিমধ্যেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। উত্তর করিমগঞ্জ এবং বদরপুর আসন পুনরায় নিজেদের দখলে রাখতে জেলা কংগ্রেস মাটি অঁকড়ে পড়ে রয়েছে। এই দুটি আসন নিজেদের দখলে রাখার পাশাপাশি জেলার অন্য তিন আসনেও দলীয় প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত করতে জেলা কংগ্রেসের পদাধিকারীরা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে জনসম্পর্ক অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। উত্তর করিমগঞ্জে কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের বিকল্প নেই। প্রার্থিত্বের শক্ত দাবিদার তিনিই। তবে বদরপুর আসনের বর্তমান বিধায়ক জামালউদ্দিন আহমেদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় এবার এই আসনে লড়াইয়ের ময়দানে নামলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র আমিনুর রশিদ চৌধুরী। মুক্তাদির চৌধুরী দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনে চারবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এমন-কি উত্তর করিমগঞ্জ আসনেও একবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছিলেন আব্দুল মুক্তাদির। তাই রাজনীতিতে পারিবারিক অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রীপুত্র আমিনুর রশিদের।

বদরপুরের তিনবারের বিধায়ক জামালউদ্দিনের বিরুদ্ধে এবার প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়াও রয়েছে। বিধায়ক পুত্রকে মাঠে নামাতে একটি মহল তৎপর। তবে খোদ বিধায়কই বারবার এতে বাধা দিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় বদরপুর আসনে দলীয় কর্মী সমর্থকরা বেশ কিছুদিন থেকে নতুন মুখের সন্ধানে ছিলেন। ইদানীং আমিনুর রশিদকে নিয়ে বদরপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে জোরদার প্রচারও দেখা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকার বেশকিছু অঞ্চল বদরপুরের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমিনুর রশিদ বদরপুর বিধানসভা কেন্দ্র সম্পর্কে ভালোই ওয়াকিবহাল। এ ব্যাপারে আমিনুর রশিদ চৌধুরী জানান, তিনি নিজে থেকে ভোটের ময়দানে নামতে আগ্রহী ছিলেন না। বদরপুরের বেশ কয়েকজন প্রবীণ কংগ্রেস কর্মীর পরামর্শ এবং অনুরোধে সম্মতি জানিয়েছেন। নির্বাচিত হলে বদরপুরের জনগণের মৌলিক সমস্যাবালি সমাধান করাই হবে তাঁর প্রাথমিকতা, জানান আমিনুর। বলেন, বর্তমান বিধায়ক জামালউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে তাঁর কোনও মতবিরোধ বা মতান্তর নেই। বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় বর্তমান বিধায়ক অনেক বড়। দলীয় হাইকমান্ড যদি তাঁকে টিকিট প্রদান করে তা-হলে জামালউদ্দিন কোনও ধরনের আপত্তি করবেন না বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আমিনুর। আর যদি দল বর্তমান বিধায়কের উপরই আস্থা রাখে, তা-হলে তিনিও সর্বশক্তি দিয়ে দলীয় প্রার্থীকে সাহায্য করবেন, জানান আমিনুর রশিদ।

কৃষকদের উৎপাদিত ফসল ক্রয় করছে না এফসিআই, নেওয়া হবে ইতিবাচক ব্যবস্থা, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আশ্বাস পেয়ে বলেছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : রোদ, বৃষ্টি, ঝড় উপেক্ষা করে দেশের অন্নদাতা কৃষকরা ফসল উৎপাদন করে থাকেন। কিন্তু এখন কৃষকরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারছেন না। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল ক্রয় করছে না ভারতীয় খাদ্য নিগম (এফসিআই)। করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের এ সকল কৃষকদের ত্রাতা হিসেবে পাশে দাঁড়ালেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে বিষয়টি নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সঙ্গে ফোনে আলাপ করেন বিধায়ক পাল। চাষিদের সমস্যা সমাধান করতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকপত্রও প্রেরণ করেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু। সমস্যার সূত্রপাত বদরপুরঘাটে অবস্থিত ভারতীয় খাদ্য নিগমের প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র কর্তৃক চাষিদের কাছ থেকে ধান কিনতে অপারগতাকে কেন্দ্র করে। করিমগঞ্জ জেলার শতাধিক কৃষক সেখানে তাঁদের ধান বিক্রি করতে গিয়ে জানতে পারেন যে এফসিআই এখন আর ধান কিনছে না। এতে উপায়ন্তর না পেয়ে অসহায় কৃষকেরা পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের শরণাপন্ন হন। তাঁরা বিষয় সমাধানের জন্য বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে তাঁর হাতে একটি স্মারকপত্রও তুলে দেন। কৃষকদের কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অবগত হয়ে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সঙ্গে ফোন মারফত আলোচনা করেন। কৃষ্ণেন্দু জেলার কৃষকদের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। কৃষকদের সমস্যা দ্রুত সমাধানে ইতিবাচক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

করোনা পরবর্তীতে কৃষকদের ফসল ন্যায্যমূল্যে বাজারজাত করতে না পারলে তাঁদের জটিল সমস্যায় পড়তে হবে। এমতাবস্থায় তাঁদের সমস্যা সমাধানে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এগিয়ে আসায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন জেলার কৃষককুল।

অন্যতম সেরা সিরিজ জয়, প্রতিক্রিয়া শচিনের

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি(হি. স.): ব্রিসবেন টেস্টে জয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিরিজেও জয় পেল ভারত। ভারতের এই ঐতিহাসিক জয়কে অন্যতম সেরা সিরিজ জয় হিসেবে অভিহিত করলেন মাস্টার ব্লাস্টার শচিন তেন্ডুলকর।ভারতকে জানিয়ে টুইট করেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়াকে চুরমার করে ব্রিসবেন টেস্টে ঐতিহাসিক জয় ভারতের। এই জয়ের ফলে চার ম্যাচের সিরিজ ২-১ জিতে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি নিজেদের দখলেই রেখে দিল ভারত। এই ঐতিহাসিক জয়ের পর টুইটারে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন মাস্টার ব্লাস্টার। ম্যাচ শেষ হওয়ার পরেই টুইট করেন শচিন তেন্ডুলকর। লেখেন, ‘প্রতিটি সেশনে আমরা নতুন নায়ক খুঁজে পেয়েছি। যখনই আমরা ধাক্কা খেয়েছি, আমরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভয়ডরহীন খেলার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে সীমা আছে, তা ছাপিয়ে গিয়েছি। কিন্তু আমরা অসাবধানতার ক্রিকেট খেলেনি। শান্ত এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে চোট-আঘাত এবং অনিশ্চয়তাকে জয় করেছি। অন্যতম সেরা সিরিজ জয়। অভিনন্দন ভারত।’

১,০৬,৯০০ জনকে ভূমিপাট্টা প্রদান করতে ২৩ জানুয়ারি অসমে আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, শিবসাগরে প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী সর্বার

শিবসাগর (অসম), ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামী ২৩ জানুয়ারি অসমে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে তৈরি রাজ্য সরকার। উজান অসমের শিবসাগর জেলার জেরেঙা মাঠে অনুষ্ঠেয় বিশাল সমাবেশস্থলের প্রস্তুতি পর্ব খতিয়ে দেখতে আজ মঙ্গলবার এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনেয়াল। এদিনের সভায় ১,০৬,৯০০ জন সুবিধাভোগীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিপাট্টা প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী।

জেরেঙা ময়দানে এসে সভাস্থল তথা মণ্ডপসজ্জা ইত্যাদি নানা বিষয়ের কাজকর্ম পর্যালোচনা করা ছাড়াও শিবসাগর জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে প্রস্তাবিত প্রধানমন্ত্রীর সভাকে সফল করা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনার পর উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শিবসাগর সফর উপলক্ষ্যে গোটা জেলা এবং এর পার্শবর্তী অঞ্চলে এখন থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে শিবসাগরের ঐতিহাসিক জেরেঙাপথার (ময়দান)-এর বিশাল সমাবেশে যোগদান করবেন। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ জনতার সমাবেশে অনুষ্ঠেয় সভাটি যাতে সর্বাঙ্গীন সফল হয় সেজন্য সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন এবং এলাকার জনসাধারণকে দায়বদ্ধতা সহকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এদিনের সভায় ১,০৬,৯০০ জন সুবিধাভোগী পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিপাট্টা প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রীহক।

এদিকে প্রশাসনের সঙ্গে পর্যালোচনা করার সময় মুখ্যমন্ত্রী এই সভার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের মধ্যে যাতে সমন্বয় থাকে সে ব্যাপারেও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে সভাস্থলে আগত সকলে মাস্ক পরিধান করেন এবং ভূমিপাট্টা প্রাপক সকলের যাতে আরটিপিসিআর টেস্ট করা হয় তা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, পূর্ত, বিদ্যুৎ, পরিবহণ ইত্যাদি বিভাগ কর্তৃক রূপায়িত কাজকর্মের অগ্রগতিরও খোঁজখবর নিয়েছেন সর্বানন্দ। এছাড়া প্রস্তুতি পর্ব যাতে সঠিক এবং ক্ষিপ্রগতিতে সম্পন্ন হয় তার প্রতি বিশেষ নজর রাখাতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ জেরেঙাপথারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতরের প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র) যোগেন মহন, সাংসদ তপন কুমার গগৈ, সাংসদ তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকিয়া, রাজ্যসভার সদস্য কামাখ্যাপ্রসাদ তাসা, বিধায়ক কুশল দুওরি ও প্রশান্ত ফুকন, অতিরিক্ত পুলিশ-প্রধান (আইন-শৃঙ্খলা) জিপি সিং, জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন বিভাগের পদস্থ আধিকারিকগণ।

মহারাষ্ট্রের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের জয়জয়কার বিজেপির, তলানিতে কংগ্রেস

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): মহারাষ্ট্রের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার। ভোটের ফলাফলের নিরিখে এক নম্বর দল হিসেবে উঠে এসেছে গেরুয়া শিবির। ফলাফলের নিরিখে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে এনসিপি এবং শিবসেনা। এককালে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনে এক নম্বরে থাকা কংগ্রেস এবারের নির্বাচনে চূড়ান্ত পরাজিত হয়েছে। শতাব্দীপ্রাচীন এই দলটি চার নম্বরে নেমে গিয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে পাওয়া চূড়ান্ত ফলাফলে জানা গিয়েছে বিজেপি রাজ্যের ৩২৬৩ গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়লাভ করেছে। এর আগে ২৫৭ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে গেরুয়া শিবির। ফলে সব মিলিয়ে বিজেপির ঝুলিতে এসেছে ৩৫২০ গ্রাম পঞ্চায়েত। এনসিপি জিতেছে ২৯৯৯। বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় শরদ পাওয়ারের দল জয়লাভ করেছে ২১৮। ফলে সব মিলিয়ে এনসিপির ঝুলিতে গিয়েছে ৩২১৭ গ্রাম পঞ্চায়েত। শিবসেনা ২৮০৮ গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়লাভ করেছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছে ২৭৮। সব মিলিয়ে শিবসেনার ঝুলিতে এসেছে ৩০৮৬ গ্রাম পঞ্চায়েত। কংগ্রেস ২১৫১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়লাভ করেছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছে ১২৪। সব মিলে কংগ্রেসের ঝুলিতে গিয়েছে ২২৭৫। মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা জিতেছে ৩৮। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে ৫। সবমিলিয়ে রাজ ঠাকরে দলের ঝুলিতে গিয়েছে ৪৩।

দলের এই সাফল্য ব্যক্ত করতে গিয়ে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র কেশব উপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাজ্যের জনতা বিজেপির প্রতি আস্থা দেখিয়ে তাকে সর্বাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়যুক্ত করেছে। রাজ্যের শাসক জোট মহা বিকাশ আখারি কাজকর্মে অসুন্তুষ্ট রাজ্যবাসী। তার প্রভাব ভোটে এসে পড়েছে।

রাহুল গান্ধীর নিন্দায় সরব কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): ভারতীয় সীমা লংঘন করে অরুণাচল প্রদেশে চিনা অনুপ্রবেশ এবং বসতি স্থাপন করা নিয়ে রাহুল গান্ধী যে দাবি করেছেন তার পাল্টা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি একজন জাতীয় স্তরের নেতা হওয়া সত্বেও কি করে সংবেদনশীল বিষয়ে অজ্ঞাত থাকতে পারেন রাহুল গান্ধী। আসলে লাদাখের পর অরুণাচল প্রদেশের চিনা আগ্রাসন সংবাদের শিরোনামে এসেছে। এ নিয়ে কেন্দ্রের নিন্দায় সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধী। সীমান্ত নিয়ে কেন্দ্রের ঢিলেঢালা মনোভাবের জন্যই এমনটা হয়েছে বলে দাবি করেন কংগ্রেসের এই প্রাক্তন সাংসদ।

এই প্রসঙ্গে পাল্টা রাহুলকে কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, মাঝে মধ্যে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখা উচিত। অন্যের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলার সহজ। নির্ধারিত যে অঞ্চল নিয়ে রাহুল যে দাবি করে চলেছেন তা কংগ্রেসের আমলে চিন দখল করে নিয়েছিল।

ব্রিসবেনে ভারতের ঐতিহাসিক জয়ে শুভেচ্ছা মমতার

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি(হি. স.): ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের চতুর্থ তথা অন্তিম টেস্ট ম্যাচে জয়লাভ করল ভারত। এরপরেই ভারতীয় ক্রিকেট দলকে টুইট করে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ’অস্ট্রেলিয়ায় ঐতিহাসিক ক্রিকেট টেস্ট এবং সিরিজ জয়ের জন্য টিম ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন। এই দুর্দান্ত টিমের প্রচেষ্টার জন্য আমরা আপনারা সবাইকে নিয়ে তাই গর্বিত। জয় হিন্দ’। প্রসঙ্গত, পন্থের অপরাজিত ৮৯ রানে ভর করে ব্রিসবেনে গাব্বার মাঠে ঐতিহাসিক জয় পেল ভারত। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি ভারতের দখলেই থেকে গেল। গাব্বায় ভারতের এই ঐতিহাসিক জয়ের পর আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ স্টান্ডিংয়ে ১ নম্বর স্পটে পৌঁছল ভারত। এই জয়ের পর ভারতই ক্রিকেটে টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ”অসাধারণ জয়” আখ্যা দিয়েছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে ৫ কোটি টাকা টিম বোনাস ঘোষণা করা হয়েছে।

চলতি বছরের ঈদে মুক্তি পাবে সলমনের রাধে

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): সলমান খানের বহুপ্রতীক্ষিত ছবি রাধে মুক্তি পেতে চলেছে চলতি বছরের ঈদে। মঙ্গলবার এই ঘোষণা সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে করলেন সলমন খান নিজে।

উল্লেখ করা যেতে পারে আসমুদ্রহিমাচলে থাকা সলমনের অনুগামীরা এই ছবির জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষায় বসে ছিল। এদিন নিজেই বড় পর্দায় ছবির মুক্তির নির্ঘন্ট ঘোষণা করেন সলমন। পাশাপাশি সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন তিনি। ছবিটি মুক্তির দেরি হওয়ার জন্য এবং এই সংক্রান্ত কোন তথ্য আগে প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের না জানানোর জন্য এই ক্ষমা চান বলিউডের ভাইজান। দেশজুড়ে করোনা সংকট পরিস্থিতির মধ্যে প্রেক্ষাগৃহ মালিকরা যে বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে তা আন্দাজ করেছেন সলমন।

এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের আর্থিক ভাবে সাহায্য করতেই ছবিটি বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে দর্শকদের যাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় সে বিষয়েও উল্লেখ করেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, যশ রাজ ফিল্মস প্রযোজিত রাধে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ২০২০ সালের ঈদে। কিন্তু করোনা এসে তা বানচাল করে দিয়েছে। ছবিতে সলমন ছাড়াও থাকবে দিশা পাটানি, রণদীপ হুডা, জ্যাকি শ্রফ প্রমুখ।

দুর্দান্ত দলগত চেষ্টা, ভারতের এই ঐতিহাসিক জয়ে প্রতিক্রিয়া ভিভিএস লক্ষ্মণের

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): ব্রিসবেন টেস্টে জয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিরিজেও জয় পেল ভারত। ভারতের এই ঐতিহাসিক জয়কে দুর্দান্ত দলগত চেষ্টা বলে উল্লেখ্য করে এই টেস্টের নায়ক ঋষভ পন্ত, শুভমন গিল ও অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানেকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন প্রাক্তন ভারতীয় তারকা ভিভিএস লক্ষ্মণ। এদিন তিনি প্রশংসা করেন রবি শাস্ত্রী এবং সাপোর্ট স্টাফদের। প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন ভারতের বোলিং বিভাগ ও তরুণ ক্রিকেটারদের ।

পন্থের অপরাজিত ৮৯ রানে ভর করে ব্রিসবেনে গাব্বার মাঠে ঐতিহাসিক জয় পেল ভারত। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি ভারতের দখলেই থেকে গেল। গাব্বায় ভারতের এই ঐতিহাসিক জয়ের পর আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ স্টান্ডিংয়ে ১ নম্বর স্পটে পৌঁছল ভারত। এদিন ঋষভ পন্তের জয় সুচক শট বাউন্ডারির বাইরে যাওয়ার পরেই টুইট করেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। তিনি লেখেন, ”ঐতিহাসিক সিরিজ জয় টিম ইন্ডিয়ার। যখন সবথেকে বেশি

ছয়ের পাতায়

পত্র বোমার পাল্টা পত্রাধাত! অমর্ত্য সেনের কড়া চিঠির পাল্টা ”সাফ ”জবাব দিল বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.) : নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সঙ্গে জোড়া বিতর্কে বিশ্বভারতী। একদিকে অমর্ত্য সেনের সঙ্গে ফোনালাপ পাশাপাশি পৈতৃক জমি কান্ড- উভয় ক্ষেত্রেই নিজে থেকে এগোবেন না বিশ্বভারতী। উল্টে ফোনালাপের সত্যতা প্রমান করতে নোবেলজয়ীর কোর্টে বল ঠেললেন উপাচার্য।তবে ঘুরিয়ে নোবেলজয়ীকে তার পৈতৃক জমি রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে মাপজোপের প্রস্তাব দিলেন উপাচার্য। তবে জমি পুনরুদ্ধারে বিশ্বভারতী যে বদ্ধপরিকর তা এই চিঠিতে পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী পাল্টা পত্রাধাত করে অমর্ত্য সেন কে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। ’অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের আন্তরিক মনোযোগের জন্য’ শিরোনামে লেখা চিঠিতে উপাচার্য ফের ফোনালাপের তথ্য ও ফোন নাম্বার উল্লেখ করেন। পাশাপাশি অমর্ত্যবাবুকে ফোনালাপ অস্বীকার করার জন্য কাঠগড়ায় তুলেছেন উপাচার্য। তিনি লিখেছেন, ’অধ্যাপক সেন যেভাবে ফোনকলের বিষয়টিকে অস্বীকার করতে চাইছেন তা আমাদের ধারণারও বাইরে! উপাচার্যকে তিনি ফোন করেছিলেন তা মানতে না চাওয়াটা তাঁর কাছ থেকে অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত।’

শুধু তাই নয়, অমর্ত্যবাবুকেই পাল্টা তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তা ফোন করা, না করার বিষয় টি প্রমান করার জন্য পাল্টা চাল দেন উপাচার্য।তাই সুকৌশলে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন,’ যে ফোনকলের ব্যাপারটা অধ্যাপক সেনের বিরক্তির কারণ হয়েছে। তা উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যেই প্রমাণিত হতে পারে তিনি উপাচার্যকে আদপে ফোন করেছিলেন কি না। সেই চেষ্টা না করে তিনি ই - মেল এবং প্রেস বিবৃতি দিয়ে খামোকা অর্থহীন প্রতিকূল বাগযুদ্ধ করে চলেছেন।’

সম্প্রতি অমর্ত্য সেনের জমি বিতর্কে এবং তাঁর ফোনালাপ নিয়ে উপাচার্যর মিথ্যাচারের অভিযোগে তোলপাড় চলছে দেশ দুনিয়ায়। এর প্রেক্ষিতে সাফাই দিতে মরিয়া বিশ্বভারতী। তাই বিশ্বভারতীর দাবি, ’আজকালকার এই উন্নত প্রযুক্তির যুগে কে কাকে ফোন করেছিলেন, কখন করেছিলেন, অধ্যাপক সেন। উপাচার্যকে আদৌ ফোন করেছিলেন কি না তা যথাযথ টেলিকম কর্তৃপক্ষের কাছে গেলেই জানা যায় ; এবং এভাবেই এই তর্কের চূড়ান্ত মীমাংসাও হতে পারে সহজেই।’

ফোন বিতর্কে এদিন বিশ্বভারতীর আচমকা অতিরিক্ত সংযোজন,’ অরবিন্দবাবু একজন সাংবাদিকবন্ধুর কাছে স্বীকারও করেছেন যে ২০১৯ সালের কোনও এক সময় অধ্যাপক সেন উপাচার্যকে ফোন করেছিলেন, তবে সেই ফোনালাপের বিষয়বস্তু তিনি স্মরণ করতে পারেননি।’

ফোনালাপ ইস্যুতে এর আগে যে বিবৃতি বিশ্বভারতী দিয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল ২০১৯ সালে ৪ অথবা ১৪ জুন অমর্ত্য সেনের সাথে কথা হয়েছে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর। পরে সাংবাদিক সম্মেলন করে শুধু বলা হয় জুন /জুলাই মাসে উপাচার্য সঙ্গে অধ্যাপক সেনের কথা হয়েছিল।বিশ্বভারতীর প্রেস বিবৃতিতে ফোনালাপের তারিখ সময় পাল্টে যাওয়া নিয়ে সোমবারের চিঠিতে বিষদগার করেছিলেন অমর্ত্যবাবু। তার পাল্টা হিসেবে অধ্যাপক সেনের একদা সাংবাদ মাধ্যমে দেওয়া বিবৃতিকে হাতিয়ার করে উপাচার্যের কটাক্ষ, ’অধ্যাপক সেন প্রথমে অস্বীকার করার চেষ্টা করছিলেন যে উপাচার্যের সঙ্গে কখনই অধ্যাপক সেনের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ঘটেনি ! পরে অবশ্য তিনি একটি প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন যে উপাচার্যের সঙ্গে বিশ্বভারতীর একটি সেমিনারে তাঁর দেখা হয় যেখানে উপাচার্য সভাপতিত্ব করছিলেন।’

ফোনালাপ বিতর্ককে ”সার্কাস” বলে কটাক্ষ করে পাল্টা অমর্ত্য কোর্টে বল ঠেলে দিয়েছেন উপাচার্য। তিনি বলেছেন, ’অমর্ত্য সেনের মত বিশ্বখ্যাতিসম্পন্ন বিদ্বানের কাছে আমাদের একান্ত নিবেদন, এই বাদানুবাদের পূর্ণচ্ছেদ ঘটিয়ে বিষয়টিকে তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করুন, যাতে তর্কের নামে এই সার্কাসের অবসান হয়।’

চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ’জমি পুনরুদ্ধাবের প্রসঙ্গ’ শিরোনামে উপাচার্য কেন আক্রমণের কেন্দ্র বিন্দু তার যুক্তি দিয়েছেন। পাশাপাশি বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ মিটিং এ তথ্য ফাঁস করার জন্য ভিবিউফা সভাপতি সুদীপ্ত ভট্টাচার্যকে ভৎসনা করা হয়েছে। চিঠিতে উপাচার্য যুক্তি দিয়েছেন আভ্যন্তরীণ মিটিং এ কোথাও কটু কথা বলা হয় নি। এই বিষয়ে চিঠিতে বলা হয়েছে, ’অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মত বিদ্বান এবং শিক্ষাজগতে পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বকে অভিযুক্ত করে তাঁর সম্পর্কে উপাচার্য কিছু বলেননি।’

বিশ্বভারতী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ’বিশ্ববিদ্যালয় নিজের থেকে জমি মাপামাপি বা ফোনকলের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে যাবে না কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিষয়গুলি অধ্যাপক সেন বা সংবাদমাধ্যমের কাছে নিয়ে আসা হয়নি।’ এই বিষয়ে বিশ্বভারতীর যুক্তি, ’ঘরোয়া সভায় বলা কথাগুলি বাইরে চাউর করেছিলেন একজন দুষ্ট সহকর্মী, অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য ; যার আইনি দায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বর্তায় না।’

এদিন জমি বিতর্কে ফের রাজ্য সরকারকে সার্ভেযার দিয়ে জমি মাপজোপের আবেদন করেছে বিশ্বভারতী। ঘুরিয়ে অমর্ত্যবাবুর পৈতৃক জমি রাজ্য সরকারের দ্বারা মাপজোপের প্রস্তাব দিলেন উপাচার্য। তিনি অমর্ত্যবাবু কে লিখেছেন,- ’বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেআইনিভাবে দখল হয়ে যাওয়ার যে অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় করেছে তারও সহজ নিষ্পত্তি হতে পারে যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও রাজস্ব দফতর থেকে সার্ভেযর এসে ওইসব বিতর্কিত জমির মাপজোক করে দেয়। এই বিতণ্ডার স্থায়ী মীমাংসার জন্য যত দ্রুত সম্ভব তা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় দাবি জানাচ্ছে।’

সোমবার অমর্ত্য সেন তার চিঠিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তার উপর অযথা হয়রানি করার। এদিন তার উত্তরে উপাচার্য সাফাই দিয়ে লিখেছেন, ’অধ্যাপক সেন নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কোনওভাবেই অপদস্থ করতে চায় না বা তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার খর্ব করতে চায় না।’ তবে বিশ্বভারতী যে বেহাত হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারে বদ্ধপরিকর তা স্পষ্ট করে দিয়েছে, পাশাপাশি সুকৌশলে এই ইস্যুতে অমর্ত্যবাবুর কোর্টে বল ঠেলে দিয়েছে উপাচার্য।তিনি লিখেছেন ’আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হল বিশ্বভারতীর ন্যায্য জমি পুনরুদ্ধার করা, যাতে নিশ্চয়ই অধ্যাপক সেনেরও সমর্থন আমরা পাব।’

একুশে ভয়ংকর খেলা হবে : অনুব্রত

মল্লারপুর, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): ’খেলা তো অনেক রকমের হয়। একুশে ভয়ংকর খেলা হবে’। মল্লারপুরে শিব বাড়ির মাঠে ময়ুরেশ্বর ১ ব্লকের সভা শেষে হেঁয়ালি করে ভয়ংকর খেলার ইঙ্গিত দিলেন অনুব্রত। কিন্তু কিছুতে কি সে খেলা? সাংবাদিকদের বার বার প্রশ্নেও খোলসা করলেন না! এ যেন কালিদাস পণ্ডিতের হেঁয়ালিকেও হার মানায়! অনুব্রত যেমন হরেক রকম খেলার কথা বলেছেন, তেমনি আবার বলেছেন ফাউল প্লের আশঙ্কার কথা। তাঁর দলীয় অনুগামী, সমর্থকরা তালে তালে হাত তালি দিয়ে স্লোগান তুললেন, ’বন্ধু ! খেলা হবে, খেলা হবে। খেদিয়ে পগার পার হবে’। না, ভুল ভাবার কোন কারন নেই, ব্রিসবেনের গাব্বায় অজিদের ৩২৮ রানে মুড়ি দেওয়ার ৭০ বছরের ভারতীয় রেকর্ডকেও ছাপিয়ে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ তো নয়ই! ঝেড়ে না কাশলেও, হেঁয়ালি করেই এদিন অনুব্রত শেষ মেশ বলেন, এখন নয়, ভোটের খেলা। খেলা তো অনেক ধরনের। ক্যারাম খেলা, ক্রিকেট খেলা, হাডুডু খেলা, ফুটবল খেলা। ব্যাখ্যা করে বলেন, ফুটবল খেলায় পায়ে লাথি মারা হয়। ক্রিকেটে বল হাঁটুতে লাগলে মালাইচাকি ভাঙতে পারে। হাডুডু খেলায় হ্যানা ধরে টানলে হাত ভাঙতে পারে। এভাবেই সমস্ত রকম ফাউল প্লের লিস্ট দেন অনুব্রত। আর হাসি ও করতালিতে ফেটে পরে দলীয় সমর্থকেরা। নির্বাচন বিধি লাগু হওয়ার ফলে বিগত দিনে এরকম অনেক হেঁয়ালি অনুব্রতের মুখে শোনা

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

চিংড়ির চটপটি

চিকেন মোল্টেন ফিঙ্গার
উপকরণ: বোনলেস চিকেন ব্রেস্ট (সরু করে কাটা) ৪ টুকরো, আদা-রসুন বাটা ২ চা চামচ, কালোমরিচ গুঁড়ো এক চিমটে, সরষে গুঁড়ো এক চিমটে, পাতিলেবুর রস ১ চা চামচ, নুন স্বাদ মতো, কাঁচা লঙ্কা কুচি আধ চা চামচ, পার্সলে পাতা কুচি ১/৪ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১/৪ চা চামচ, চিজ ২ টেবিল চামচ, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্বস (কোটিংয়ের জন্য), ডিমের সাদা অংশ (ফেটানো), ভাজার জন্য সাদা তেল।
প্রণালী: নুন, পাতিলেবুর রস, আদা-রসুন বাটা, মরিচ গুঁড়ো, সরষে গুঁড়ো দিয়ে চিকেন ম্যারিনেট করে রাখুন। চিজ, পার্সলে পাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি মিশিয়ে একটা পুর তৈরি করুন। এ বার চিকেন ব্রেস্টের মধ্যে সেটা ভরে রোল করে মুড়ে নিন। সেগুলো একে একে ডিমের সাদা অংশে ডুবিয়ে, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্বস মাখিয়ে কম আঁচে ডুবো তেলে ভেজে নিলেই তৈরি চিকেন মোল্টেন ফিঙ্গার।

চিংড়ির চটপটি
উপকরণ: চিংড়ি ২০০ গ্রাম, আদা-রসুন বাটা ২ চা চামচ, শা-মরিচ এক চিমটে, নুন স্বাদ মতো, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ৪ চা চামচ, ডিম (ব্যাটারের জন্য), সাদা তেল পরিমাণ মতো, নারকেল কোরা ২ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ চা চামচ, শুকনো লঙ্কা ২টি, ধনেপাতা কুচি ১ চা চামচ।
প্রণালী: ডিম, নুন, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, শা-মরিচ আর কর্নফ্লাওয়ার একসঙ্গে মিশিয়ে চিংড়িগুলো তাতে মাখিয়ে ডুবো তেলে ভেজে তুলে নিন। এ বার প্যানে আবার তেল গরম করে নারকেল কোরা, পেঁয়াজ কুচি, নুন, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা দিয়ে চিংড়িগুলো মিশিয়ে টস করে নিলেই তৈরি

স্টার্টার। গরম গরম পরিবেশন করুন।

মিষ্টি দই গলৌটি
উপকরণ: মিষ্টি দই (জল ঝরিয়ে নিতে হবে) ১৫০ গ্রাম, চিনি গুঁড়ো ২৫ গ্রাম, রোস্টেড চানা গুঁড়ো ২৫ গ্রাম, এলাচ গুঁড়ো এক চিমটে, ঘি পরিমাণ মতো।
প্রণালী: পুরো রান্নাটাই ঘিয়ে হবে। দই, চিনি, রোস্টেড চানা গুঁড়ো ও এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে প্যানে ঘি গরম করে অল্প আঁচে রান্না করে নিন। নামিয়ে একটু ঠান্ডা হলে চ্যাপ্টা কাবাবের আকারে গড়ে নিয়ে ফের ঘিয়ে শ্যালো ফ্রাই করুন। উপরে ক্রিম ও চকো চিপস দিয়ে পরিবেশন করুন।

লঙ্কা লইট্যা ফ্রিটার্স
উপকরণ: লোটে মাছ ৬টি, নুন স্বাদ মতো, শা-মরিচ এক চিমটে, রসুন বাটা ১ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ৫ চা-চামচ, ধনেপাতা বাটা ১ চা চামচ, ডিম (ব্যাটারের জন্য) ১টি, সাদা তেল পরিমাণ মতো, বেকিং পাউডার অল্প।
প্রণালী: লোটে মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে নিয়ে টুকরো করে নিতে হবে প্রথমে। নুন, কাঁচা লঙ্কা বাটা, মরিচ গুঁড়ো, রসুন বাটা দিয়ে লোটে মাছগুলো ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। এ বার ডিম, কর্নফ্লাওয়ার, কাঁচা লঙ্কা বাটা, ধনেপাতা বাটা আর নুন দিয়ে একটা সবুজ ব্যাটার তৈরি করে তার মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা মাছের টুকরোগুলো ডুবিয়ে ভেজে নিতে হবে। কাসুন্দির সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

চিংড়ি টফি
উপকরণ: চিংড়ি ৩০০ গ্রাম, লাল লঙ্কা বাটা ১/৪ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো এক চিমটে, নুন স্বাদ মতো, চিনি স্বাদ অনুযায়ী, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১/৪ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার অল্প, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ, পার্সলে পাতা কুচি আধ চা চামচ, ধনেপাতা কুচি আধ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ চা চামচ।
সসের জন্য: রসুন কুচি ১/৪ চা চামচ, আদা কুচি ১/৪ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা কুচি ১/৪ চা চামচ, শুকনো লঙ্কা (বীজ ছাড়ানো) বাটা আধ চা চামচ, টম্যাটো বাটা ২ চা চামচ, নুন স্বাদ মতো, পাতিলেবুর রস স্বাদ মতো, তেল ২-৩ চা চামচ।
প্রণালী: চিংড়ির সঙ্গে সব উপকরণ মিশিয়ে নিন। তার পরে টফির আকারে গড়ে ভেজে নিতে হবে। এর পরে প্যানে তেল গরম করে আদা কুচি, রসুন কুচি, লঙ্কা কুচি সতে করুন। টম্যাটো বাটা, লাল লঙ্কা বাটা মেশান। অল্প নুন দিয়ে নাড়াচাড়া করে সসটা তৈরি করে নিন। এ বার ভেজে রাখা মাছের টুকরোগুলি এই সসে টস করে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

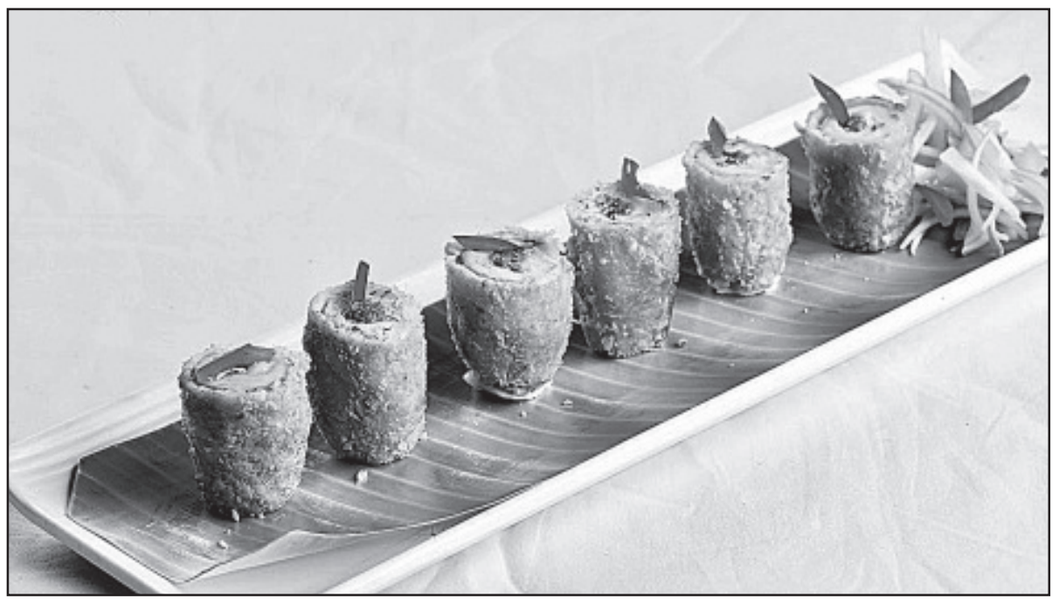

পনির ডেভিল
উপকরণ: পনির (চৌকো করে কাটা) ২০০ গ্রাম, আলু (মাঝারি মাপের) ৩টি, নুন স্বাদ মতো, চাট মশলা স্বাদ মতো, পেঁয়াজ (১টি) কুচি, আদা বাটা আধ চা চামচ, রসুন বাটা ১/৪ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা ২-৩ চা চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ চা চামচ, সাদা তেল ৪ টেবিল চামচ, পনির কোরানো ১ কাপ, শুকনো লঙ্কা ২টি, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো এক চিমটে, ধনে গুঁড়ো এক চিমটে, আমচুর পাউডার আধ চা চামচ, ব্যাটারের জন্য ডিম ও কর্নফ্লাওয়ার, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্বস ১৫০ গ্রাম।
প্রণালী: সামান্য চাট মশলা আর নুন মাখিয়ে পনিরের টুকরোগুলো ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। ননস্টিক ফ্রায়িং প্যানে সামান্য তেলে শুকনো লঙ্কা দিয়ে অল্প নেড়েচেড়ে পাশে সরিয়ে রাখুন। এ বার তাতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজুন। খানিক নরম হয়ে এলে রসুন বাটা দিন। রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেলে আদা বাটা আর কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দিন। বেশ কিছুক্ষণ ভাজার পরে বাদামি রং ধরলে কোরানো পনির মিশিয়ে দিন। নুন, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আমচুর পাউডার মিশিয়ে নিন। গ্রেটেড পনিরের সঙ্গে পুরো মশলাটা যেন ভাল ভাবে মিশে যায়। এ বার আলু সিদ্ধ দিন, যাতে ডেভিলের পুরের বাঁধুনিটা শক্ত হয়। ভেজে রাখা শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো করে দিয়ে দিন, ধনেপাতা কুচি দিন। পুরো মিশ্রণটা মেখে নিন ভাল করে। নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। ম্যারিনেট করে রাখা পনিরের টুকরোগুলোর গায়ে এই মিশ্রণ মাখিয়ে ডিম্বাকৃতি আকারে গড়ে নিন। এ বার ডিম-কর্নফ্লাওয়ারের ব্যাটারে ডুবিয়ে ব্রেড ক্রাম্বস বা বিস্কিট গুঁড়ো মাখিয়ে ভেজে নিলেই তৈরি পনির ডেভিল।

মিষ্টি হোক নতুন বছর

শীত আর গুড়ের সম্পর্ক যেন অবিচ্ছেদ্য। এ সময়ে বাজারে গুড়ও ওঠে নানা রকমের। একটু দেখেশুনে গুড় কিনে তা দিয়ে তৈরি করে ফেলতে পারেন নানা ধরনের সুস্বাদু পদ।

পাটালি গুড়ের ক্যানোলি
উপকরণ: ক্যানোলির জন্য: ময়দা ২৫০ গ্রাম, পাটালি গুড় ৩০০ গ্রাম, মাখন ৩০ গ্রাম, নুন পরিমাণ মতো, জল প্রয়োজন মতো, ক্যানোলি মোল্ড ৩-৪টি, সাদা তেল ৫ কাপ। রিকোটা ফিলিংয়ের জন্য: রিকোটা চিজ ৩০০ গ্রাম, পাটালি গুড় ৮০ গ্রাম।
প্রণালী: প্রথমে রিকোটা চিজ আর গুড় ব্লেন্ডারে নিয়ে ভাল করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে, যাতে একটা সিল্কি টেক্সচার হয়। তার পর রিকোটা চিজের ফিলিংটা পাইপিং ব্যাগে ভরে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা। এ বার একটা বড় বাটিতে ময়দা, নুন, মাখন আর গুড় নিয়ে ভাল করে মেশানোর পর, জল দিয়ে একটা ময়দার মণ্ড তৈরি করে নিন। মণ্ডটি ফ্রিজে রেখে দিন এক ঘণ্টা। ফ্রিজ থেকে বার করে লুচির মতো বেলে নিয়ে তারপর ক্যানোলি মোল্ডের মধ্যে জড়িয়ে জল লাগিয়ে মুখ দুটো জুড়ে দিতে হবে। এ বার কড়াইয়ে সাদা তেল হালকা গরম করে মোল্ডসহ ক্যানোলি তেলে ভেজে নিতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে তেল থেকে তুলে নিয়ে মোল্ড থেকে ক্যানোলি বার করে নিন। তার পর তা ঠান্ডা হলে রিকোটা চিজের ফিলিং ভরে পরিবেশন করুন।
তবে গুড় জ্বাল দেওয়ার সময়ে তা ধরে গেলে সেই গুড়ে তিতকুটে ভাব চলে আসে। তাই গুড় কেনার সময়ে ভাল করে দেখে নিন, রান্নার সময়েও খেয়াল রাখুন।

ভেলি গুড়ের পানা কোটা
উপকরণ: হুইপড ক্রিম ১ কাপ, ভেজ জিলাটিন ৩/৪ টেবিল চামচ, জল ১/৪ কাপ, ভেলি গুড় ৩ টেবিল চামচ।
প্রণালী: প্রথমে একটি পাত্রে জল আর ভেজ জিলাটিন নিয়ে মিশিয়ে আঁচে বসিয় একটু গরম করে নিন। ক্রিম আর গুড় দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিতে হবে। মিশ্রণটা মোল্ডে ঢেলে ঠান্ডা করে নিয়ে ফ্রিজে ৩-৪ ঘন্টা রেখে পরিবেশন করুন ভেলি গুড়ের পানা কোটা।

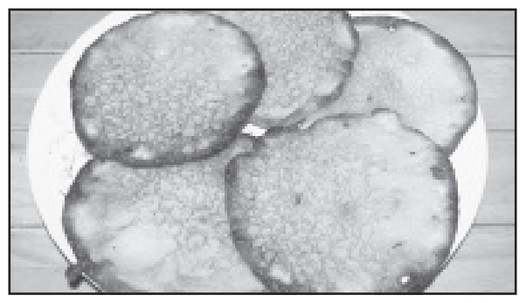

নলেন গুড়ের আইসক্রিম
উপকরণ: হুইপড ক্রিম ২ কাপ, কনডেন্সড মিল্ক ১/২ কাপ, নলেন গুড় ২ কাপ, নলেন গুড়ের সন্দেশ ৫-৬টি।
প্রণালী: প্রথমে সামান্য হুইপড ক্রিম দিয়ে তাতে কনডেন্সড মিল্ক, নলেন গুড় আর সন্দেশ ভাল করে মিশিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। অন্য একটা পাত্রে বাকি হুইপড ক্রিম নিয়ে সেটা হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। তার পর ফ্রিজ থেকে গুড়ের মিশ্রণটি বার করে ওই ক্রিমের মধ্যে মিশিয়ে এয়ার টাইট পাত্রে ঢেলে সারা রাত ফ্রিজে রেখে দিন। মাঝেমাঝে বার করে উপর-নীচে করে দিতে হবে। সকালে উঠেই পেয়ে যাবেন নলেন গুড়ের আইসক্রিম।

তালপাটালির সুফলে
উপকরণ: ডিম ৪টি (কুসুম আর সাদা অংশ আলাদা করা) তালপাটালি আধ কাপ, ময়দা ১/৩ কাপ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ টেবিল চামচ, মাখন ২ টেবিল চামচ, দুধ সওয়া এক কাপ।
প্রণালী: মাঝারি আঁচে প্রথমে কড়াইয়ে মাখন দিয়ে তার মধ্যে ময়দা দিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন। অল্প অল্প করে দুধ ঢেলে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। দুধ ফুটে ঘন হয়ে এলে একটা মণ্ড হয়ে আসবে। তখন আঁচ থেকে নামিয়ে নিন। যখন মণ্ডটা ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন এক-এক করে ডিমের কুসুম আর ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে ভাল করে মেশাতে হবে। অন্য একটা পাত্রে ডিমের সাদা অংশটা নিয়ে ভাল করে হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে ফেটিয়ে নিন। এ বার এই সাদা অংশটা আস্তে আস্তে ময়দার মণ্ডটির মধ্যে কাট অ্যান্ড ফোল্ড মেথডে মিশিয়ে নিন। এর পর মিশ্রণটা বেকিং পাত্রে ঢেলে ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২০ মিনিট বেক করে নিলেই তৈরি তালপাটালির সুফলে।

আখের গুড়ের চিকেন উইংস
উপকরণ: চিকেন উইংস ৫০০ গ্রাম, আদা রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, নুন স্বাদ মতো, শুকনো লঙ্কা কুচি ১ চা চামচ, টম্যাটো সস ১ চা চামচ, চিলি সস ১ চা চামচ, সয়া সস ১/২ চা চামচ, রসুন কুচি ১/২ চা চামচ, আখের গুড় ১ টেবিল চামচ, ভিনিগার ১/২ চা চামচ, ভাজার জন্য সাদা তেল পরিমাণ মতো, জল অল্প।
প্রণালী: একটা বাটিতে জল নিয়ে গুড় গুলে নিন। চিকেন উইংসে আদা-রসুন বাটা, নুন দিয়ে মাখিয়ে রাখতে হবে ৩০ মিনিট। তার পর সাদা তেলে ভেজে নিতে হবে। অন্য প্যানে উইংস ভাজার থেকে সামান্য তেল নিয়ে তাতে রসুন আর শুকনো লঙ্কা কুচি দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিন। এর মধ্যে সব সস আর ভিনিগার দিয়ে ভাল করে নেড়ে নিতে হবে। ভাজা উইংসগুলো সসের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এর পর আখের গুড় দিয়ে নাড়াচাড়া করে বেশ মাখামাখা হলে গ্যাস বন্ধ করে নামিয়ে নিলেই তৈরি চিকেন স্পাইসি উইংস।

নলেন গুড়ের ক্যানাপি
উপকরণ: ময়দা দেড় কাপ, নলেন গুড় দেড় কাপ, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, মাখন ১ কাপ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ টেবিল চামচ, ডিম ২টি।
প্রণালী: প্রথমে ময়দা, বেকিং পাউডার ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। তার পর অন্য পাত্রে মাখন, নলেন গুড়, ভ্যানিলা এসেন্স আর ডিম দিয়ে ভাল করে হ্যান্ড ব্লেন্ডারে মিক্স করে নিতে হবে। এর পর ডিমের মিশ্রণের মধ্যে অল্প অল্প করে ময়দার মিশ্রন দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিন। মিশ্রণটা এ বার একটা কেকের মোল্ড নিয়ে ওটিজিতে ১৮০ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ৪৫ মিনিট বেক করে নিতে হবে। কেক ঠান্ডা হলে কুকি কাটার দিয়ে কেটে, উপরে হুইপড ক্রিম দিয়ে ফ্রস্টিং করে নিজের মতো করে পরিবেশন করুন নলেন গুড়ের কেক ক্যানাপি।

গরম স্যুপ

বাজারে থরে থরে সাজানো শীতের সবজি। সবুজ, লাল, কমলা, হলুদ সব রঙে রঙিন এখন সবজির বাজার। এই রং আর মিষ্টি-ঝাল স্বাদ নিয়ে আসা যায় গরম স্যুপের পেয়ালাতেও। রেসিপি দিয়েছেন ফারাহসুবর্ণা।

আলু-ভুট্টার স্যুপ
উপকরণ: আলু ২ কাপ (খোসা ফেলে কিউব করে কাটা), ভুট্টার দানা ১ কাপ (মাঝারি আকারের ভুট্টা থেকে দানা খুলে নিন), মুরগির কিউব ১টা, ময়দা ১ টেবিল চামচ, তরল দুধ আধা কাপ, গোলমরিচ স্বাদমতো, মাখন দেড় টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, পানি প্রয়োজনমতো ও পেঁয়াজপাতা সাজানোর জন্য।
প্রণালি: মুরগির কিউব পানিতে মিশিয়ে তাতে আলু আর ভুট্টার দানা ভালোমতো সেদ্ধ করে নিন। সেই পানিতেই আলু আধা ভাঙা করে নিতে হবে। তারপর অন্য একটা পাত্রে মাখন গরম করে নিন। ময়দা ভেজে তরল দুধ মিশিয়ে ঘন সাদা সস তৈরি করে নিন। আস্তে আস্তে পানিসহ সেদ্ধ আলু-ভুট্টা, স্বাদমতো লবণ, গোলমরিচের গুঁড়া ভালোমতো মিশিয়ে নিন। ফুটিয়ে নিয়ে পছন্দমতো ঘনত্বে এলে নামিয়ে নিন। ওপরে পেঁয়াজপাতার কুচি আর অল্প লেবুর রস ছড়িয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

বিট স্যুপ
উপকরণ: বিট দেড় কাপ (খোসা ফেলে ছোট কিউব করে কাটা), পাকা টমেটো আধা কাপ (কিউব করে কাটা), পেঁয়াজ ১টি (মাঝারি আকারের পেঁয়াজ, কিউব করে কাটা), রসুন কিমা আধা চা-চামচ, মাখন দেড় টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া স্বাদমতো, লবণ স্বাদমতো, পানি প্রয়োজনমতো ও ক্রিম সাজানোর জন্য।
প্রণালি: অল্প মাখনে পেঁয়াজ নরম না হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এরপর তুলে রাখুন। কেটে রাখা বিট ও টমেটো আধা লিটার পানিতে ভালোমতো সেদ্ধ করে নিন। কিছুটা ঠান্ডা করে ভেজে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। এবার একটা প্যানে মাখন গরম করে তাতে রসুন ও কিমা হালকা করে ভেজে নিন। ব্লেন্ড করে রাখা বিট ও টমেটো দিয়ে ফুটিয়ে নিন। সঙ্গে দিতে হবে স্বাদমতো লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া। যদি স্যুপ বেশি পাতলা বা ঘন মনে হয়, তাহলে প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে পাতলা করে নিতে পারেন। অথবা আরও কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে ঘন করেও নেওয়া যাবে। স্যুপ হয়ে গেলে পরিবেশন পাত্রে দিয়ে ওপরে ক্রিম দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

আকর্ষণ ফিউশন পাটিসাপ্টা

সুগারের সমস্যা থাক বা না থাক, সংক্রান্তিতে নলেন গুড় দিয়ে পিঠে না খেলেই নয়। যাঁদের সুগারের সমস্যা বেশি, তাঁরাও দু'-একটা পিঠেপুলি খেতে পারেন অনায়াসে। তবে প্রত্যেক পিঠে রসিকের জেনে রাখা উচিত, এ দেশের প্রথম মিষ্টির নাম। বেদের সময় থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ মিষ্টিপ্রেমী। প্রায় ৮০০০

বছর আগে এ দেশের প্রথম বাড়িতে তৈরি মিষ্টির নাম আপুপা। এই মিষ্টিরই পরে নাম হয় মালপোয়া। সেই সময় যবের আটা ঘি দিয়ে মেখে, গাওয়া ঘিয়ে ভেজে, মধুতে ডুবিয়ে পরিবেশন করা হত। পরে এটিই হয়ে দাঁড়ায় জগন্নাথ দেবের ৫৬ ভোগের অন্যতম মালপোয়া। বাংলা, বিহার ছাড়াও নেপালের মানুষও মালপোয়া প্রেমী। উপাদানে কিছু ফারাক থাকলেও স্বাদে খুব বদল নেই।

টু ইন ওয়ান মালপোয়া
নারকেল, ক্ষীর আর কলার সঙ্গে কাজু আর কিসমিসের টুকরো দিয়ে বানান এই মালপোয়া। গরম হোক বা ঠাণ্ডা, দুই ক্ষেত্রেই অসাধারণ স্বাদে ভরা। বড় এলাচ আর মৌরির স্নিগ্ধ গন্ধে খিদে আরও বেড়ে যায়। ওড়িশার বিলাখাউরানি গ্রামের গৃহবধু সঞ্জুলতা সামল জানালেন এই বিখ্যাত মালপোয়ার রেসিপি।

উপকরণ
ক্ষীর১/২ কাপ, ময়দা১ কাপ, সুজি১/২ কাপ, পাকা কলা১ টি, বেকিং সোডা১ চামচ, নারকেল কোরা১/২ কাপ, নুনসামান্য, দুধ১ কাপ, ভাঙা কাজু১/২ কাপ, কিসমিস১/৪ কাপ
চিনি৩ কাপ, মৌরি২ চামচ
বড় এলাচ১/২ চামচ
গাওয়া ঘি৩০০ গ্রাম

প্রণালী
দুধ ভাল করে ফুটিয়ে নিয়ে ক্ষীর দিয়ে ঘন করে নিন।

কলা ভাল করে মেখে নিয়ে, এর সঙ্গে সুজি মেশান। দুধে ময়দা-সুজি-কলার মিশ্রণ ভাল করে মিশিয়ে পাতলা ঘন ব্যাটার বা গোলা বানিয়ে রাখুন। বড় এলাচ খোসা ছাড়িয়ে মিশ্রণে দিন। এবারে কাজু, কিসমিস, মৌরি ও বেকিং সোডা দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে রাখুন। অন্য একটি পাত্রে চিনির রস বানিয়ে রাখতে হবে। প্যানে ঘি গরম করে অল্প আঁচে বাদামি করে মালপোয়া ভেজে নিয়ে চিনির রসে ফেললেই রেডি গরমাগরম মালপোয়া।

ডার্ক রাম পাটিসাপ্টা
সংক্রান্তিতে বানিয়ে ফেলুন ডার্ক রামের আগুনে ঝলসানো ফিউশন পাটিসাপ্টা। পেশায় রিস্ক ম্যানেজার, প্রকৃত অর্থে ভূপর্যটক অনির্বাণ দত্ত। নিজেকে 'শেফ বাই প্যাশন' বলতে ভালবাসেন তিনি। তাঁর পছন্দের পদ রাম ফ্ল্যাম্বেল পাটিসাপ্টা। সঙ্গতে নলেন গুড়ের সস। নারকেলের সঙ্গে খোয়া ক্ষীর আর কাজু বাদামের মিঠে স্বাদের মিশ্রন। সঙ্গে গাওয়া ঘি আর ডার্ক রামের যুগলবন্দি। মুখে দিলেই ম্যাজিক। নলেন গুড়ের সঙ্গে ফ্রেশ কোকোনাট ক্রিমের মিশ্রনে বানানো সসের সঙ্গতে জমে উঠবে সংক্রান্তি।

উপকরণ
নারকেল কোরা১ কাপ, ক্ষীর১/২ কাপ
নতুন গুড়ের পাটালি২০০ গ্রাম, কাজু১/৪ কাপ,
ক্রেপের জন্যে, চাল গুঁড়ো২ কাপ, দুধ১ কাপ, জলঅল্প
নুনসামান্য, গাওয়া ঘি৪ বড় চামচ
ডার্ক রাম১ কাপ, প্রণালী
নারকেল, গুড় ও ক্ষীর দিয়ে পুর বানিয়ে নিয়ে নামানোর আগে ভাঙা কাজু মিশিয়ে রাখুন। দুধ ফুটিয়ে তার মধ্যে চাল গুঁড়ো দিন। সামান্য নুন দেবেন। জল দিয়ে পাতলা ব্যাটার বানিয়ে নিন। নন স্টিক প্যানে ঘি দিয়ে হাতায় করে ব্যাটার ছড়িয়ে দিতে হবে। এর মধ্যে পুর দিয়ে পাটিসাপ্টার আকারে গড়ে নিন। নামিয়ে রাখুন। সব পাটিসাপ্টা বানানো হয়ে গেলে স্যুপ ল্যাডেলের মধ্যে রাম ঢেলে গ্যাসে বসিয়ে অল্প কাত করলে আগুন জ্বলতে শুরু করবে। এবারে এই আগুন জ্বলা রাম, প্যানে সাজিয়ে রাখা পাটিসাপ্টার ওপর ঢেলে দিন। ব্যাস রেডি নয়া কৌশলে বানানো পাটিসাপ্টা। গুড় আর নারকেলের ক্রিম ভাল করে মিশিয়ে বানানো সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন রাম ফ্ল্যাম্বেল্ড পাটিসাপ্টা।

ঝাড়গ্রাম : থার্ড লাইন কাজের জন্য বন্ধ রেল গেট, সমস্যায় কৃষিজীবীরা

ঝাড়গ্রাম, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): রেলের থার্ড লাইন কাজের জন্য বন্ধ রয়েছে রেল গেট। আর তার জেরে চরম সমস্যায় পড়েছেন কৃষিজীবী মানুষজনেরা। রেল গেট বন্ধ থাকায় জমির ফসল তুলে রীতিমত প্রান হাতে নিয়ে লাইন পারা করছেন এলাকার মানুষেরা।তাদের দাবি অবিলম্বে রেল গেটটি খুলে দিয়ে স্থায়ী সমাধানের লক্ষে একটি আন্ডারপাশ করে দেওয়া হোক।এলাকার আদিবাসী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের কৃষিজীবি মানুষেরা রীতিমত প্রানের ঝুঁকি নিয়ে চলা ফেরা করছেন।এবার স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের দাবি জানিয়ে দক্ষিন-পূর্ব রেলওয়ের খড়্গপুর ডিভিশন্যাল ম্যানেজারের দফকরে গনস্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন।

ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের গিধনি রেল শহর বলেই পরিচিত। গিধনি রেল স্টেশন সংলগ্ন লাইনের উত্তর দিকে রয়েছে কয়েকশো বিঘা চাষের জমি।এদিকে রেলের তৃতীয় লাইনের কাজ চলছে।আর তার জন্য স্টেশনের পূর্ব কেবিনের কাছে রেলে গেট টি বন্ধ করা হয়েছে দুর্গা পূজার সময় থেকে।এই লাইনের দক্ষিন দিকে রয়েছে বেশ কিছু গ্রাম।এই সব গ্রামের কৃষিজীবি মানুষের চাষের জমি গুলি রয়েছে লাইনের অপর পারে তথা উত্তর দিকে।লাইনের দক্ষিন দিকের গিধনি সাঁওতাল পাড়া, কানাইশোল, তেতলা, শালপাতড়া সহ বিভিন্ন গ্রামের কৃষকরা রেল গেটটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এক তীব্র সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। রেলের তৃতীয় লাইনের কাজ হওয়ার ফলে লাইন চাষের জমির অনেক কাছেও চলে আসছে বলে অভিযোগ।এর ফলে বিশেষ করে কৃষকদের চাষের জামি থেকে কৃষি পন্য নিয়ে লাইন পারাপার করে নিয়ে আসতে হচ্ছে। রেল গেট বন্ধ থাকার ফলে গাড়ি নিয়ে পন্য নিয়ে যাওয়া যাচ্ছেনা বলে স্থানীয় মানুষ জনের অভিযোগ।তারা বাধ্য হচ্ছেন প্রানের ঝুঁকি নিয়ে মাথায় করে পন্য নিয়ে লাইন পারাপার করছেন।এই অবস্থায় স্থানীয় কৃষক সহ অন্যান্য বাসিন্দাদের দাবি রেলের পক্ষ থেকে একটি আন্ডারপাশ করে দেওয়া হোক।তাতে করে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলে মনে করছেন তারা।পাশাপাশি রেল গেটটি খুলে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন স্থানীয়রা রেলের কাছে।

এই বিষয়ে রেলের তৃতীয় লাইনের কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থ আরভিএনএলের প্রজেক্ট ডিরেক্টর,এজিএম বিজয় কুমার বলেন "এটি রেলের বিষয় আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারব না।" অন্যদিকে দক্ষিন পূর্ব রেলের খড়্গাপুরের সিনিয়ার ডিসিএম আদিত্য চৌধুরী বলেন, "আমার বিষয়টি দেখছি।"

গিধনি সাঁওতাল পাড়ার বিসিন্দা মহাদেব টুডু বলেন "আমারা তীব্র সমস্যার মধ্যে রয়েছি।প্রান হাতে নিয়ে কৃষি দ্রব্য মাথায় নিয়ে লাইন পারাপার করতে হচ্ছে।কয়েক শো বিঘা জমি রয়েছে লাইনের অপর প্রান্তে।রেল গেট বন্ধ রয়েছে।আমাদের দাবি একটি আন্ডরপাশ করে দেওয়া হোক স্থানীয় সমাধানের লক্ষ্যে।তার সাথে রেলগেটি খুলে দেওয়া হোক।আমরা বিষয়ি নিয়ে ডিআরএমের দফতরে জানিয়েছি।"

ফের দুর্গাপুরে বন্ধ কারখানার আবাসনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন, ক্ষোভ

দুর্গাপুর, ১৯ জানুয়ারি(হি. স.): ফের বন্ধ কারখানার আবাসনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। এবার রাজ্য সরকারের দুর্গাপুর কেমিক্যাল লিমিটেডের (ডিসিএল)। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় বিপাকে পড়েছে ডিসিএল কলোনির বাসিন্দারা। প্রতিবাদে সরব হয়েছে, সিপিএম কংগ্রেস। বিদ্যুৎ ও জলের দাবি জানায় স্থানীয় প্রশাসনের দারস্ত বাসিন্দারা। খবর পেয়ে প্রশাসন তড়িঘড়ি এলাকাবাসী''কে জল পরিষেবা দেওয়া শুরু করে।

উল্লেখ্য, ডিসিএল এর বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় রবিবার দুপুরে ডব্লুবিএসইডিসিএলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ডিসিএল কারখানায় দীর্ঘদিন আগেই উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওই কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগ থেকেই ডিসিএল কলোনিতে পরিষেবা দেওয়া হত। ফলে কারখানার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বিপাকে পড়েছে প্রায় ২০০ টি পরিবার। রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে কারখানার গেটে বিক্ষোভ দেখায় বাম কংগ্রেস জোট।

দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক সন্তোষ দেব রায় বলেন, 'রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা "দুর্গাপুর কেমিক্যাল লিমিটেড" কারখানাকে বেসরকারিকরণ করার চক্রান্ত চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এমন অবস্থায় কারখানা কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ বিল বাকি রাখায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। যা সম্পূর্ণ অমানবিক।' উল্লেখ্য, মাস কয়েক আগে দুর্গাপুর ডেয়ারী কলোনীতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ উঠেছিল। তারপর এদিনের ঘটনায় স্বভাবতই রাজ্য সরকারের দিকে প্রশ্ন উঠেছে।

বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি লক্ষন ঘড়ুই জানান, 'কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি নিয়ে রাজ্যের শাসক দল সমালোচনা করে। এদিনের ঘটনা রাজ্য সরকারের অমানবিকতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আলো সাঁতরা বলেন, 'ডিসিএল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা দুটিই সরকারের। তাই সরকার সমস্যা মেটাতে যে সিদ্ধান্ত নেবে আমরা মেনে নেব। ওই কলোনিতে জলের সমস্যা ছিল। আমরা জলের পরিষেবা দিচ্ছি।' দুর্গাপুর মহকুমাশাসক অর্ঘ্য প্রসূন কাজি বলেন, 'ডিসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

বিজেপির পথসভায় হামলা চালানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, উত্তেজনা জয়নগরে

জয়নগর, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাসাত মোড়ে বিজেপির এক পথসভায় আচমকা হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মঞ্চ, চেয়ার, সাউন্ড বক্স ভাংচুরের পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদেরকে মারধোর করা হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির। ঘটনার প্রতিবাদে কুলপি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিকেলে কেন্দ্রের নতুন কৃষি আইনের সমর্থনে বিজেপির একটি পথসভা ছিল দক্ষিণ বারাশাত মগরাহাট মোড়ে। অভিযোগ সেই সভা শুরু হতেই সেখানে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা হামলা চালায়। চেয়ার ও সভার অন্যান্য সামগ্রী ভাঙচুর করা হয়। পাশাপাশি সেখানে উপস্থিত বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালে জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই হামলার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ শুরু করেছেন বিজেপি কর্মীরা। তৃণমূলের দাবি পাশেই তাঁদের দুয়ারে সরকার কর্মসূচী চলছিল, সেই কর্মসূচী পন্ড করতেই বিজেপি এলাকায় মাইক বাজিয়ে সভা শুরু করে। সেই কারণেই অশান্তি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৪১২জন, মৃত্যু ১১ জনের

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪১২জন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ৫১৩জন। সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৭.০২শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৭.৩৬শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন।মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬হাজার ৭৮১জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ৬৬হাজার ৭৩জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫লাখ ৪৯হাজার ২১৮জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ১০হাজার ৭৪জনের।

এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১০৫জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ১১৬জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১জনের। বর্তমানে এখন করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৩৩৯জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতাকে ছাপিয়ে গেছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। এই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ১১৫জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫১জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৩০হাজার ৩৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৬লাখ ৯৬হাজার ২৭২টি। এখন রাজ্যে ১০১টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশকে ২০ লক্ষ করোনার ভ্যাকসিন দেবে ভারত

ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি(হি. স.): বাংলাদেশকে ২০ লক্ষ ডোজ করোনার ভ্যাকসিন দেবে ভারত। আগামীকাল অর্থাৎ বুধবারই বাংলাদেশে পৌঁছচ্ছে ভারতের উপহার দেওয়া ২০ লক্ষ করোনার ভ্যাকসিন। একথাই জানা গিয়েছে বাংলাদেশের করোনার ভ্যাকসিন সরবরাহ সংক্রান্ত দফতরের এক আধিকারিকের সূত্রে। ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে উৎপাদিত অক্সফোর্ডের ওই 'কোভিশিল্ড' ভ্যাকসিন ঢাকাকে উপহার দিচ্ছে নয়াদিল্লি। মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠকও করেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

এপ্রসঙ্গে সোমবার বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. জাহিদ মালিক বলেন, "ভারত বাংলাদেশকে করোনা ভ্যাকসিনের কিছু ডোজ উপহার দিচ্ছে। যেকোনও সময়ে ওই টিকাগুলি আমাদের দেশে এসে পৌঁছবে।" যদিও ঠিক কত পরিমাণ ভ্যাকসিন এই মুহূর্তে পাঠানো হচ্ছে সেবিষয়ে কিছু জানাননি তিনি।

আরও জানা গিয়েছে, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই ভ্যাকসিন পৌঁছবে। তার আগে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে যথাযথ পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখতে বলেছে বাংলাদেশ সরকার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছরের শেষে ভারতের বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশ সফরে গিয়ে জানান, ভারত বাংলাদেশকে করোনার ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেবে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আশাবাদী বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ১৯।। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে মিয়ানমারকে আরও অধিকতর চাপ প্রয়োগ এবং বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে এ প্রত্যাবাসন শুরু করতে "সতর্কতার সাথে আশাবাদ" ব্যক্ত করেছে বাংলাদেশ।

প্রত্যাবাসনের অবস্থা তৈরিতে উভয় দেশের মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে একটি যৌথ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হবে। পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন,ব্যক্তিগতভাবে আমি বলব, আমি সতর্ক ও আশাবাদী। আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাব। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং চীনের মধ্যে ত্রিপীয় আলোচনা শেষে পররাষ্ট্র সচিব জানান, আগের দুটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকে শি নিয়ে তারা এগিয়ে যেতে চান, যাতে সফলভাবে এবার প্রত্যাবাসন শুরু করা যায়।

প্রত্যাবাসন প্রচেষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততাকে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং মিয়ানমার এর বিরোধিতা করেনি। কোভিড-১৯ মহামারি এবং মিয়ানমারের সাধারণ নির্বাচনের কারণে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা গত এক বছর স্থগিত ছিল।

বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। চীনের ভাইস মিনিস্টার লুও ঝাওহুই বেইজিং থেকে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের প্রতিনিধিদের সাথে ভাচ্যুয়ালি বৈঠকে যোগ দেন।

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনই এ সঙ্কটের একমাত্র সমাধান বলে মনে করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং যত দ্রুত সম্ভব প্রত্যাবাসন শুরু করতে চায় বাংলাদেশ।

রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট নিরসনে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে আলোচনার প্রাক্কালে, সংলাপের ত্রিপীয় আলোচনার প্রস্তাবকারী চীন বলেছে, শিগগিরই ও টেকসই সমাধানের জন্য অন্যান্য দুই দেশকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে। এ অঞ্চলে শান্তি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি বজায় রাখারও আশ্বাসও দিয়েছে চীন।

গত সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সাথে স্যাত করেন চীনের ভাইস মিনিস্টার লুও ঝাওহুই এবং এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন বলেন,যাচাই বাছাইয়ের জন্য ৮ লাখ ৪০ হাজার রোহিঙ্গার একটি তালিকা মিয়ানমারের কাছে হস্তান্তর করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু মিয়ানমার মাত্র ৪২ হাজার মানুষের তথ্য যাচাই করেছে। এ বিষয়ে তাদের গুরুত্বের অভাব রয়েছে। ড় মোমেন বলেন, বাংলাদেশ যথাযথভাবে তার দায়িত্ব পালন করলেও মিয়ানমার তা করছে না। তবে প্রত্যাবাসন শুরুর বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। কারণ ১৯৭৮ এবং ১৯৯২ সালে নিজ নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়েছিল মিয়ানমার।

মানুষ স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে। রোহিঙ্গা শরণার্থীরাও স্বপ্ন দেখেছিল ২০২০ সালে মর্যাদার সাথে তাদের নিজ মাতৃভূমি মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের। কিন্তু তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এখন শুরু হয়েছে নতুন একটি বছর, আবারও স্বপ্ন দেখছেন তারা। মিয়ানমার সরকারের প্রতি রোহিঙ্গাদের আস্থার অভাবের কারণে ২০১৮ সালের নভেম্বরে এবং ২০১৯ সালের আগস্টে দুবার প্রত্যাবাসন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর প্রত্যাবাসন চুক্তিতে স্বার করে। ২০১৮ সালের ১৬ জানুয়ায়ারি "ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট" সম্পর্কিত একটি চুক্তিতেও স্বার করে ঢাকা-নেপিদো, যা রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে সহায়ক হবে বলে মনে করা হয়েছিল।

বাংলাদেশকে বৃহস্পতিবার ২০ লাখ ভ্যাকসিন 'উপহার' দেবে ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ১৯।। অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৈরি ২০ লাখ ডোজ করোনাভাইরাস ভ্যাকসিন বৃহস্পতিবার (২১ জানুয়ারি) "উপহার" হিসেবে বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে ভারত সরকার। মঙ্গলবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে এক সিনিয়র কর্মকর্তা গনমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে সোমবার বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার করোনাভাইরাস ভ্যাকসিনের প্রথম চালান আগামী ২৫-২৬ জানুয়ারি দেশে আসবে। তিনি বলেন,সরকার ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামটা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে চায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নীতিমালা অনুসারে যারা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন, আগে তাদের ভ্যাকসিন দেয়া হবে। সেখানে বয়স্কদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তবে যাদের বয়স ১৮ বছরের নীচে তাদের ভ্যাকসিন দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা জাহিদ মালেক।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন।

বাংলাদেশের সব সাংবাদিকদের যথাসময়ে ভ্যাকসিন দেয়া হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ভ্যাকসিন যথাযথভাবে দেয়ার জন্য আইসিটি বিভাগ একটি অ্যাপ তৈরি করেছে। জনগণকে সেখানে নিবন্ধনের মাধ্যমে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেয়া হবে। জাহিদ মালেক বলেন,আমরা অন্যদের (অন্যান্য দেশের) তুলনায় স্বল্প সময়ের মধ্যে ভ্যাকসিন দেয়ার জন্য গত নভেম্বরে (ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের সাথে) একটি চুক্তি স্বার করেছিলাম। আমরা এখন কোভিড- ১৯ এর ভ্যাকসিন পাওয়ার অপোয় রয়েছি। আমরা রাশিয়া, চীন ও অন্যান্য দেশের সাথেও ভ্যাকসিনের জন্য আলোচনা করছি, বলেন তিনি।

জনগণকে যথাযথভাবে ভ্যাকসিন দেয়ার জন্য ইতমধ্যে ৪ হাজার ২০০ জনকে প্রশিণ দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন,কারা আগে ভ্যাকসিন পাবে, এ জন্য আমরা একটি উচ্চ মতা সম্পন্ন জাতীয় কমিটি তৈরি করেছিলাম। প্রত্যেক সাংবাদিক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার কারণে তারাও আগে ভ্যাকসিন পাবেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, দেশে করোনাভাইরাস আসার প্রথম থেকেই প্রাণঘাতী ভাইরাসটিকে প্রতিরোধে সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছিল। ফলে মহামারিটির দ্বিতীয় ঢেউ চলাকালে দেশে মৃত্যু হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

'তাণ্ডব'ওয়েব সিরিজের বিরুদ্ধে সরব মায়াবতী

লখনউ, ১৯ জানুয়ারি(হি. স.): যে দৃশ্য ধর্মীয় ও জাতিগত অনুভূতিতে আঘাত করছে তা বাদ দেওয়া উচিৎ। ওয়েব সিরিজ 'তাণ্ডব-এর বিরুদ্ধে সরব হয়ে একথা বলেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী।

নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানালেন 'তাণ্ডব' ওয়েব সিরিজের বিরুদ্ধে সরব হন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। টুইটারে মায়াবতী লেখেন, 'ওয়েব সিরিজ 'তাণ্ডব'-র যে দৃশ্য ধর্মীয় ও জাতিগত অনুভূতিতে আঘাত করছে, যা আপত্তিজনক দৃশ্য নিয়ে সকলের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মেছে, তা ওয়েব সিরিজ থেকে বাদ দেওয়া উচিত। দেশের যে কোনও জায়গায় শান্তি, সম্প্রীতি এবং পরিবেশকে নষ্ট করছে এমন দৃশ্য না রাখাই উচিত'।

সম্প্রতি এই ওয়েব সিরিজ নিয়ে শুরু হওয়া বিভিন্ন সমালোচনার মধ্যে 'তাণ্ডব'এর পরিচালক আলি আব্বাস জাফর টুইটে ক্ষমা প্রার্থনা করে লেখেন, এই ওয়েব সিরিজ একেবারেই কল্পনার উপর ভিত্তি করে তৈরি। শিল্পীদের কারোরই জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তি, ধর্ম, সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দলের ভাবাবেগে আঘাত হানার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

দুর্বৃত্তদের হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করাই পুলিশের কর্তব্য : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিল্লি পুলিশের প্রধান কার্যালয় পৌঁছিয়ে প্লাজমা দাতাদের সঙ্গে দেখা করে নিজের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, সবার প্রথমে দিল্লি পুলিশের কর্তব্য হচ্ছে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা। পাশাপাশি বিক্ষোভরত কৃষকদের সঙ্গেও শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ভালো কাজ করে গিয়েছে দিল্লি পুলিশ। আইন-শৃঙ্খলা দেখভালের দায়িত্ব পুলিশের। সেই নিরিখে প্রশাসনিক বিভাগগুলির মধ্যে পুলিশ বিভাগ সবার আগে থাকবে। উন্নয়নের দিকে তখনই রাজ্য এগিয়ে যেতে পারে যখন সমাজে আইন ব্যবস্থা ঠিক থাকে।

এদিন দিল্লি পুলিশের কমিশনার এসএম শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, পুলিশের মধ্যে ব্যবহার করা প্রযুক্তির নিরন্তন পরিবর্তন ও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য পুলিশ টেকনোলজি সেল তৈরি করা হয়েছে। এই সেল কোন প্রযুক্তির প্রয়োজন পড়লে বিদেশ থেকে আমদানি করতে পারবে। এমনকি প্রযুক্তির ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করতে পারবে।

৫ নম্বর বদরপুর আসনে টিকিটের দাবিদার অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রশিদ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ৫ নম্বর বদরপুর আসনে কংগ্রেসের টিকিটের দাবি নিয়ে মাঠে নামলেন এআইসিসির সদস্য তথা অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-র সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রশিদ চৌধুরী। অসম বিধানসভা নির্বাচন দেড়গোড়ায়। রাজ্যের ১২৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে চলছে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জোরদার প্রচার অভিযান। দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রেও বিভিন্ন দলের টিকিট প্রত্যাশীদের তালিকা ধীরে ধীরে লম্বা হচ্ছে।

২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে জেলার পাঁচটি আসনের মধ্যে বিজেপি এবং কংগ্রেস দুটি করে আসনে জয়ী হয়েছিল। একটি আসন এআইইউডিএফের দখলে যায়। মিশন ১০০ প্লাসের লক্ষ্যে এবার শাসকদল বিজেপি জেলার পাঁচটি আসনেই জয়ের লক্ষ্য নিয়ে রণকৌশল তৈরি করছে। জেলার প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেস দলও ভালো ফলের আশায় ইতিমধ্যেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। উত্তর করিমগঞ্জ এবং বদরপুর আসন পুনরায় নিজেদের দখলে রাখতে জেলা কংগ্রেস মাটি অঁকড়ে পড়ে রয়েছে। এই দুটি আসন নিজেদের দখলে রাখার পাশাপাশি জেলার অন্য তিন আসনেও দলীয় প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত করতে জেলা কংগ্রেসের পদাধিকারীরা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে জনসম্পর্ক অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। উত্তর করিমগঞ্জে কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের বিকল্প নেই। প্রার্থিত্বের শক্ত দাবিদার তিনিই। তবে বদরপুর আসনের বর্তমান বিধায়ক জামালউদ্দিন আহমেদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় এবার এই আসনে লড়াইয়ের ময়দানে নামলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র আমিনুর রশিদ চৌধুরী। মুক্তাদির চৌধুরী দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনে চারবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এমন-কি উত্তর করিমগঞ্জ আসনেও একবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছিলেন আব্দুল মুক্তাদির। তাই রাজনীতিতে পারিবারিক অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রীপুত্র আমিনুর রশিদের।

বদরপুরের তিনবারের বিধায়ক জামালউদ্দিনের বিরুদ্ধে এবার প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়াও রয়েছে। বিধায়ক পুত্রকে মাঠে নামাতে একটি মহল তৎপর। তবে খোদ বিধায়কই বারবার এতে বাধা দিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় বদরপুর আসনে দলীয় কর্মী সমর্থকরা বেশ কিছুদিন থেকে নতুন মুখের সন্ধানে ছিলেন। ইদানীং আমিনুর রশিদকে নিয়ে বদরপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে জোরদার প্রচারও দেখা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকার বেশকিছু অঞ্চল বদরপুরের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমিনুর রশিদ বদরপুর বিধানসভা কেন্দ্র সম্পর্কে ভালোই ওয়াকিবহাল। এ ব্যাপারে আমিনুর রশিদ চৌধুরী জানান, তিনি নিজে থেকে ভোটের ময়দানে নামতে আগ্রহী ছিলেন না। বদরপুরের বেশ কয়েকজন প্রবীণ কংগ্রেস কর্মীর পরামর্শ এবং অনুরোধে সম্মতি জানিয়েছেন। নির্বাচিত হলে বদরপুরের জনগণের মৌলিক সমস্যাবালি সমাধান করাই হবে তাঁর প্রাথমিকতা, জানান আমিনুর। বলেন, বর্তমান বিধায়ক জামালউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে তাঁর কোনও মতবিরোধ বা মতান্তর নেই। বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় বর্তমান বিধায়ক অনেক বড়।

দেশপ্রেম দিবস হলে ভাল হতো, দাবি নেতাজি গবেষকের

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তীকে স্মরণীয় করে রাখতে পরাক্রম দিবসের ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক। বিষয়টিকে মন্দের ভালো বলে আখ্যা দিয়েছেন বিশিষ্ট নেতাজি গবেষক ড় জয়ন্ত চৌধুরী।

মঙ্গলবার তিনি জানিয়েছেন, মন্দের ভালো। স্বাধীনতার পর থেকে নেতাজির জন্য কিছুই হয়নি। দেশপ্রেম দিবস হলে ভালো হত। কারণ দেশপ্রেম এর বিকল্প দেশপ্রেমই। যেমন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিকল্প নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নিজে। পরাক্রম অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে। পরাক্রমের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু দেশপ্রেমের মধ্যে মাতৃভূমির মুক্তির উপাদান রয়েছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজে হিন্দু, শিখ, মুসলমান, খ্রিস্টান সহ সকল ধর্মের মানুষ ছিলেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী নিজে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে " প্যাট্রিয়ট অফ প্যাট্রিয়টস " বলে সম্বোধন করেছিলেন। বিশিষ্ট গবেষক আরও জানিয়েছেন, নেতাজির জন্মজয়ন্তী উদযাপন করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনিতা বসুকে রাখা উচিত হয়নি। তার সঙ্গে নেতাজির কোন রকমের সম্পর্ক নেই। এই ঐতিহাসিক সত্যকে সামনে আনার সময় এসেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার অনুপ্রেরণা জোগাতে সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফ থেকে ২৩ জানুয়ারি পরাক্রম দিবস হিসেবে উদযাপন করার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে।

আধ্যাত্মিকতা ও জনসেবার মাধ্যমের শেষ হল মিথিলা সেবা ট্রাস্টের বার্ষিক উৎসব

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শেষ হল কলকাতায় বসবাসরত মৈথিলী ভাষীদের সামাজিক সংগঠন মিথিলা সেবা ট্রাস্টের দুই দিনের বার্ষিক উৎসব।গত ১৬ জানুয়ারি বাগুইআটির জর্দা বাগানের বন্ধুমহল ক্লাব প্রাঙ্গনে শুরু হয় দুই দিনের এই বার্ষিক উৎসব। মালতী ঝা দীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসবের শুভ সূচনা করেন। প্রথম দিন, সম্মিলিত হনুমান চালিশা পাঠ হয় এবং চব্বিশ ঘন্টা অখণ্ড নামসংকীর্তন শুরু হয়। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৭ জানুয়ারি মহান মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির স্মরণে মৈথিলী বিভূতি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে মৈথিলী সামাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানিত হয়।

মিথিলা সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রমাকান্ত ঝা জানিয়েছেন, বার্ষিক অনুষ্ঠানে মিথিলা সংকীর্তন মণ্ডলী সম্মান দেওয়া হয়েছে প্রহ্লাদ সিংকে এবং বাবু সাহেব চৌধুরী সম্মান দেওয়া হয়েছে গঙ্গা নারায়ণ ঝাকে।

তিনি বলেন যে, বার্ষিক উতবের মধ্য দিয়ে নর কে নারায়ণ হিসাবে অনুভবের সঙ্গে জনসেবা এবং জাতিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির বার্তা দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের পরিচালনা করেছেন রমাকান্ত ঝা, দ্বিতীয় পর্বে এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন মিথিলা রত্ন বিভূষিত রামসেবক ঠাকুর।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রূপেশ তায়ানথ, মালতী ঝা, নবীন ঝা, প্রেম ঝা, প্রহ্লাদ সিং, পার্থ সরকার, সোমেশ্বর বাগুই, অভয় ঝা, অরুণ সিং, শিবচরণ শুক্লা প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে দরিদ্রদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

সাফল্যের সঙ্গে এই বার্ষিক উতব আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সুনীল কুমার ঝা, অমরনাথ মিশ্র, শশীকান্ত ঝা, বিজয় ঝা, লালন রাই, রাকেশ, শ্যাম, রমেশ, নবীন ঝা, ধনঞ্জয় ঝা, উগ্র নাথ প্রমুখ।

ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে ২৮ থেকে ৩০ জানুয়ারি রাজ্য জুড়ে বাস মিনিবাস ধর্মঘট

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি(হি. স.): আগামী ২৮ থেকে ৩০ জানুয়ারি রাজ্য জুড়ে বাস মিনিবাস ধর্মঘটের ডাক দিল পাঁচটি বেসরকারি বাস সংগঠন। মঙ্গলবার বাস মালিকদের সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়।

বাস মালিকরা দাবি করেছে, অবিলম্বে বাস ভাড়া পুনর্বিন্যাস করতে হবে রাজ্য সরকারকে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও ডিজেলের দামের উপরে জিএসটি বসানোর দাবি করা হয়েছে। জিএসটি বসালে পেট্রোল- ডিজেলের দাম কমলে তাঁদের সমস্যার অনেকটাই সুরাহা হবে বলে আশাবাদী বাস মালিকরা।

বাসের ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে অনেক দিন থেকেই নিজেদের মত জানিয়েছে বেসরকারি বাস সংগঠনগুলি। জ্বালানির দাম যে হারে বাড়ছে তাতে এই ভাড়ায় তাদের গাড়ি চালাতে অসুবিধে হচ্ছে জানিয়ে বারবার সরব হয়েছেন তাঁরা। সেই কারণে ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে সরব হয়ে আগামী ২৮ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত বাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সংগঠন গুলি।

প্রসঙ্গত, ফের রেকর্ড গড়ল জ্বালানির দাম। মঙ্গলবার কলকাতায় পেট্রোলের দাম যাচ্ছে লিটারপ্রতি ২৪ পয়সা বেড়ে হল ৮৬ টাকা ৬৩ পয়সা। অন্যদিকে শহরে আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ২৫ পয়সা বেড়ে হয়েছে ৭৮ টাকা ৯৭ পয়সা। হঠাৎ করে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় কপালে ভাঁজ পড়েছে আমজনতার।

পরাক্রম স্বাগত, দেশপ্রেম দিবসকেও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত : চান্দ্রকুমার বসু

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীকে পরাক্রম দিবস হিসেবে এখন থেকে প্রতি বছর উদযাপন করা হবে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফ থেকে গেজেট নোটিফিকেশন জারি করে এই ঘোষণা করা হয়েছে। বসু পরিবারের তরফ থেকে কেন্দ্রে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন চন্দ্রকুমার বসু।

মঙ্গলবার চন্দ্রকুমার বসু জানিয়েছেন, পরিবারের তরফ থেকে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাই। তবে পশ্চিমবঙ্গ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দেশপ্রেম দিবস হিসেবে এ দিনটিকে পালন করে আসা হচ্ছে। দেশপ্রেম দিবসের স্বীকৃতি কেন্দ্রের তরফ থেকে দিলে ভাল হত। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী নিজে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে ” প্যাট্রিয়ট অফ দা প্যাট্রিয়ট ” হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন। কয়েক মাস আগেই জাতির জনকের ১৫০ বছর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। ফলে জাতির জনকের সেই ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে দেশপ্রেম দিবস হিসেবে ঘোষণা করা উচিত। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রপৌত্র চন্দ্রকুমার বসু জানিয়েছেন, নেতাজি যা বলতেন তাই করে দেখাতেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করেই তাঁর আজাদ ফৌজ গড়ে উঠেছিল। বর্তমান ভারতে তার আদর্শকে কার্যকর করা মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তৈরি হয়েছে তা নেতাজির আদর্শের মাধ্যমে দূর করা উচিত। নেতাজি নিছক বাঙালির আইকন ছিলেন না। তিনি প্রকৃত অর্থেই বিশ্ব নেতা ছিলেন। জাপান তাঁকে হিরো অফ এশিয়া বলে অভিহিত করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে সাহস যুগিয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আর পাঁচজন গড়পড়তা নেতার তুলনা করা উচিত নয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অদম্য সাহস এবং আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানাতে ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার সাহস তৈরি করতে এবার থেকে তাঁর জন্মদিনে পরাক্রম দিবস উদযাপন করা হবে।

স্বনির্ভর শিক্ষক গোষ্ঠীর বিক্ষোভ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

পুরুলিয়া, ১৯জানুয়ারি(হি. স.): মঙ্গললবার পুরুলিয়ার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বক্তৃতা দেওয়ার সময় হঠাৎ করেই স্থায়ীকরণের দাবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রশিক্ষকরা। এই ঘটনার জেরে সবার মাঝখানে কার্যত মেজাজ হারান মুখ্যমন্ত্রী। যদিও পরে মাথা ঠাণ্ডা করে তাদের সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভা চলাকালীন আচমকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রশিক্ষকরা মাসিক বেতনের দাবিতে সরব হন। মুখ্যমন্ত্রী বক্তৃতা দেওয়ার সময় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। এ বিষয়টিতে মেজাজ হারিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ’ বসুন তো । শিখিয়ে নিয়ে আসে কেউ। মিটিংয়ের মধ্যে বিরক্ত করবেন না’ ।

যদিও এই পুরো বিষয়টিতে বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি। জানিয়েছেন, ’বিজেপি শিখিয়ে দিচ্ছে আর আমার মিটিংয়ে এসে ডিস্টার্ব করছেন ! এসব আমি জানি, আমিও এবার বিজেপির মিটিংয়েও লোক পাঠিয়ে দেব ডিস্টার্ব করতে, সিপিআইএমের মিটিংয়ে লোক পাঠিয়ে দেব, চালাকি বুঝিয়ে দেব । একহাতে তালি বাজে না।’

যদিও বেশ কিছুক্ষণ পরে মেজাজ শান্ত হয় তাঁর। ঠিক অভিভাবকের মতো তিনি বলেন, ’বকেছি কিছু মনে করো না’। দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভকারীদের থেকে দাবিসনদ সংগ্রহের নির্দেশ দেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনায় মৃত কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অ্যানাটমি বিভাগীয় প্রধান

কলকাতা, ১৯জানুয়ারি(হি. স.): করোনার কবলে প্রাণ গেল আরও এক চিকিৎসকের। মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার দুপুর একটা দশ নাগাদ মারা যান কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অ্যানাটমি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান চিকিৎসক যাদব চট্টোপাধ্যায়। প্রায় একমাস ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

চিকিৎসকের পরিবার সূত্রে খবর, প্রায় একমাস আগে করোনা আক্রান্ত হয়ে ছিলেন তিনি। তখন তাঁকে মেডিকেল কলেজের সুপার স্পেশালিটি ব্লকে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেখানে তিনদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর তাঁর অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। তখন তাঁকে বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এই বেসরকারি হাসপাতালেও তাঁর অবস্থার উন্নতি খুব একটা হয়নি। বরং বিগত ১৫ দিন ধরে তাঁর অবস্থার আরও অবনতি হতে শুরু করে। তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে একমো সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। এরপর মঙ্গলবার দুপুর ১.১০ নাগাদ মারা যান এই চিকিৎসক। তাঁর মৃত্যুতে স্বাভাবিক ভাবেই শোকের ছায়া চিকিৎসক মহলে।

নির্দ্বিধায় প্রতিষেধক নিন, আর্জি নীতি আয়োগের সদস্যের

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): নির্দ্বিধায় করোনা প্রতিষেধকের টিকা নেওয়ার জন্য দেশবাসীর আহ্বান করলেন নীতি আয়োগ এর সদস্য ডাঃ ভি কে পাল। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, ভারত স্বাচ্ছন্দ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। দুটি করোনা প্রতিষেধক সুরক্ষিত। ফলে নির্দ্বিধায় টিকা নিন। টিকা গ্রহণের সময় দ্বিধাদ্বন্দ্ব করলে করোনা নির্মূল করা যাবে না।

সাংবাদিক সম্মেলন থেকে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকা গ্রহণের আহ্বান করে ডাঃ ভি কে পাল জানিয়েছেন, টিকা গ্রহণ না করলে সামাজিক কর্তব্য থেকে পিছিয়ে আসার সমান হবে। গোটা বিশ্ব প্রতিষেধকের চাহিদায় মাতোয়ারা। অবিলম্বে চিকিৎসক এবং নার্সদের টিকা নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। এখনও পর্যন্ত যা পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে তাতে করে টিকা নিরাপদ। পার্শ প্রতিক্রিয়া যে সামনে এসেছে তার নগণ্য। ভারত স্বচ্ছন্দ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকে তরফ থেকে জানানো হয়েছে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ০৪৯ টিকা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যপালের দ্বারস্থ মুকুল রায়

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): যেভাবে বারবার বিজেপি নেতা-কর্মীদের উপর আক্রমণ হচ্ছে তাতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন কীভাবে সম্ভব? রাজভৰন থেকে বেরিয়ে এমনটাই প্রশ্ন তুললেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়।

সোমবার দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপির মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সংশ্লিষ্ট এলাকা। অভিযোগের আঙ্গুল ওঠে শাসক দলের দিকে। এরপর এই ঘটনার নালিশ জানিয়ে এদিন রাজ্যপালের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা মুকুল রায়।

এদিন দীর্ঘক্ষণ রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বেরিয়ে মুকুলবাবু বলেন, ’যেভাবে বারবার বিজেপি নেতা-কর্মীদের উপর আক্রমণ হচ্ছে তাতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন কীভাবে সম্ভব? বাংলায় গতকাল শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলা হয়। খেজুরিতে আজ হয়েছে। শান্তিপূর্ণ ভোট করাটা প্রয়োজন। বাংলায় যে অরাজকতা চলছে’।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, আগামীকালই রাজ্যে পা রাখতে চলেছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ।আগামীকাল তিনি নির্বাচন কমিশনেও হাজির হবেন বলে জানিয়েছেন। সেদিক থেকে মুকুল রায় কমিশন আধিকারিকদের উপস্থিতিতে কী বলেন, সেদিকেই নজর থাকছে রাজনৈতিক মহলের।

ব্যাপারী

● প্রথম পাতার পর

করে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে। দুই নেশা কারবারিকে আটক করার সংবাদে এলাকার জনমনে স্বস্তি ফিরেছে।

আটকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। উল্লেখ্য গত বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকায় নেশা কারবারিদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভয়ঙ্কর নেশার কবলে পড়ে এলাকার যুবসমাজ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছিল। সে কারণেই তাদেরকে আটক করার জন্য এলাকার লোকজন তৎপর হয়ে ওঠে।শেষ পর্যন্ত যুব মোর্চার সদস্যরা তাদেরকে আটক করতে সক্ষম হয়।যুব মোর্চার পক্ষ থেকেও আটক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

ভারত

● প্রথম পাতার পর

কোটি বোনাস ঘোষণা করছে বিসিসিআই। এই জয়ের মূল্য কোনও সংখ্যার থেকে বেশি। বিসিসিআই সচিব জয় শাহ জানিয়েছেন, টিমের জন্য ৫ কোটি বোনাস ঘোষণা করছে বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেটে বিশেষ মুহূর্ত।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সরকার একসঙ্গে কাজ করলে অনেক বড় বড় সমস্যা সমাধান করা সহজ হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বল্প সঞ্চয় অধিকর্তা ড. বিশাল কুমার। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অর্থ সচিব অপূর্ব রায়, স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের ডেভেলপমেন্ট অফিসার তাপস কুমার বসাক, মল সেভিংস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নিলিমা ঘোষ।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

আসা হয়। মঙ্গলবার তাকে আদালতে সোপর্দ করে আমবাসা থানার পুলিশ। যার কেইস নম্বর ঙ্ক্ষছ ০০১/২১। ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে ৩০২। তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে ধলাই জেলা আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। উল্লেখ্য প্রকাশ্য দিবালোকে জামাতা নারায়ণ দাস খুন করেছিল শাশুড়ি ও স্ত্রীকে।

প্রতিষ্ঠাতা ভি শান্তা

আটের পাতার পর

হয়েছিলেন ডাঃ ভি শান্তা। মঙ্গলবার ভোরেই জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। প্রয়াণের পর তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় পুরানো ক্যান্সার ইনস্টিটিউট চত্বরে।

১৯৮৬ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০০৬ সালে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন ডাঃ ভি শান্তা। তিনি চেন্নাইয়ের ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান এবং কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান ছিলেন। ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা, ক্যান্সার রোগ নিয়ে পড়াশোনার জন্যই নিজের ৫০ বছরের মেডিক্যাল জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তিনি।

সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

আটের পাতার পর

কলকাতায় একাধিক অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশাপাশি জাতীয় গ্রন্থাগারে নেতাজির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। তার আগে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হল, এবার থেকে প্রতিবছর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন ”পরাক্রম দিবস” হিসাবে পালিত হবে।

করোনা আক্রান্ত অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তী

কলকাতা,১৯ জানুয়ারি (হি স): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। ইতিমধ্যেই করোনা হানা দিয়েছে টলিউডের অন্দরমহলে। আর এবার করোনা আক্রান্ত আরও এক অভিনেত্রী। এবার করোনা আক্রান্ত হলেন অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তী।

যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি করোনা থাবা বসাচ্ছে সেলেবদের শরীরেও। ইতিমধ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী, অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। আর এবার করোনা আক্রান্ত হলেন অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তী। জানা যাচ্ছে, বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর আসছিল বর্ষিয়ান অভিনেত্রীর। আর তারপরেই করোনা পরীক্ষা করা হলে সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। বর্তমানে হোম আইসোলেশন রয়েছেন লিলি চক্রবর্তী। শ্বাসকষ্টের সমস্যা না থাকায় হাসপাতালে ভর্তি হননি তিনি।

শুভেন্দু কথা রাখলে ওকে রাজনীতি ছেড়ে দিতে হবে : ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): একুশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। যতদিন এগিয়ে আসে নির্বাচনে ততই বিজেপি-তৃণমূল তরজা তুঙ্গে। এরই মাঝে গতকাল নন্দীগ্রাম থেকে সভা করে একুশের নির্বাচনে নন্দীগ্রামে পার্থী হতে চান বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই গতকাল বিকেলে দিলীপ-শুভেন্দু রোড শো শেষে রাসবিহারীতে সভা করে ”নন্দীগ্রামে তৃণমূলনেত্রীকে হারাবই, না হলে রাজনীতি ছেড়ে দেবো” বলে ওপেন চ্যালেঞ্জ জানান শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার শুভেন্দু অধিকারীর চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমকে প্রশ্ন করা হলে ”শুভেন্দু কথা রাখলে ওকে রাজনীতি ছেড়ে দিতে হবে” কটাক্ষ করেন পুরমন্ত্রী।

শুভেন্দু অধিকারীকে কটাক্ষ করে ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, ” শুভেন্দু কথা রাখলে ওকে রাজনীতি ছেড়ে দিতে হবে। ও বাচ্চা ছেলে সাম্প্রদায়িক দলে নাম লিখিয়ে ভুল করেছে। মত পরিবর্তন করতে পারত। হঠাৎ ও যেভাবে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে ফেলল, তাতে ওকে রাজনীতিটাই ছেড়ে দিতে হবে। ওঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছি। ও ভুল করছে। কালীদাস হয়ে যে ডালে বসে ছিল, সেই ডালই কেটে ফেলেছে। বিপথে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে, কোন ভয়ে যাচ্ছে, তা জানি না”।

প্রসঙ্গত, গতকাল রাসবিহারীর সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নন্দীগ্রামে প্রার্থী হওয়ার বিষয়কে কটাক্ষ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ”ভোট এলে নন্দীগ্রামে যান তৃণমূল নেত্রী। নন্দীগ্রামের মানুষের জন্য আপনি কি করেছেন? গণতান্ত্রিকভাবে তৃণমূলকে ছুড়ে ফেলবো। আজকের সভায় মাত্র ৩০ হাজার লোক হয়েছিল। বিহারের ঠিকাদারের বুদ্ধিতে চলছেন উনি। লিখে রাখুন বাংলার ভোটে যদি মাননীয়কে হারাতে না পারি, নন্দীগ্রামে যদি তৃণমূল নেত্রীকে হারাতে না পারি তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেব। আধ লাখ ভোটে মমতাকে হারাবো”।

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

পালন করে চলেছে। এ ধরনের ঘটনায় তীব্র নিন্দাজনক বলে জানান তিনি। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন চলার পর রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তিনি ব্যস্ত আছেন। আগামী বুধবার বা বৃহস্পতিবার বিরোধী দলের নেতৃত্বদের সাথে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, সিপিআইএম আহ্বায়ক বিজন ধর সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

রাজস্বমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পর দশক আমরা এই ভাষাকে কতটা সমৃদ্ধ করতে পেরেছি তার মূল্যায়ন আগে করতে হবে।

অনুষ্ঠানে রাজস্বমন্ত্রী দেববর্মা বলেন, একটা ভাষাকে পরিপূরকভাবে উন্নতি করতে হলে তার প্রতিবেশী ভাষাকে সঙ্গে নিতে হবে। সেদিক দিয়ে ককবরক ও বাংলা ভাষা একে অপরের পরিপূরক। সাহিত্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ককবরক ভাষা আরও বিকশিত হবে। তিনি আরও বলেন, ককবরক ভাষার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর ভাষার উন্নয়নেও সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। যাতে সকল ভাষার সমভাবে উন্নতি হতে পারে।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা কোনও ভাবে বিঘ্নিত হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কেন্দ্র আরও জানিয়েছেন, নয়া পলিসি অনুযায়ী যেভাবে বিজনেস অ্যাকাউন্টের সঙ্গে হওয়া তথ্য ফেসবুক কোম্পানিদের দেওয়ার কথা চলছে তাহলে কার্যত হোয়াটসঅ্যাপ ও ফেসবুকের মধ্যে কোনও ফারাক থাকবে না। এই দুটি জনপ্রিয় অ্যাপ যত সংখ্যক ভারতীয় ব্যবহার করেন, সেগুলি এক জায়গায় হলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি আরও বাড়বে। কোনও ভাবে পলিসি না মানার যে বিকল্প নেই, সেটারও সমালোচনা করা হয়েছে।

এর ফলে হোয়াটসঅ্যাপ যারা ব্যবহার করেন, তাদের কাছে কোনও বিকল্প থাকবে না বলে জানায় মন্ত্রক। যেভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকর্তাদের জন্য আলাদা পলিসি আছে, সেই নিয়েও অসন্তুষ্ট মন্ত্রক। ভারতীয়দের গোপনীয়তার অধিকার সম্বন্ধে কী হোয়াটসঅ্যাপ সচেতন নয়, সেই প্রশ্নও করেছে মোদী সরকার।

আহত তিন

● প্রথম পাতার পর

দুটি অটোর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধলে অতুল দেববর্মা নামে ওই ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন।

খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা এসে আহত অতুল দেববর্মাকে উদ্ধার করে প্রথমে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়।তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কল্যাণপুর হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। কলানপুর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটো দুটি আটক করেছে কল্যাণপুর থানার পুলিশ।চালকদের অসাবধানতা ও দ্রুতগামী তার কারণেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। এদিকে উদয়পুরে একটি টমটম ও মিনি ট্রাক এর মধ্যে সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে টমটমে করে রমেশ স্কুলের দুই ছাত্রী স্কুলে যাচ্ছিলো। একটি মিনি ট্রাক এসে টমটমকে ধাক্কা দেয়। মিনি ট্রাকের ধাক্কায় টমটম থেকে ছিটকে পড়ে ওই দুই ছাত্রী। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন।

খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত ছাত্রীদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তারা বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রাধা কিশোর পুর থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাস্থল থেকে টমটম এবং মিনি ট্রাক আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।মিনি ট্রাক চালকের অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন।

ক্ষমতা থাকলে সায়নীর গায়ে হাত দিক, মমতা

পুরুলিয়া, ১৯জানুয়ারি(হি. স.): সায়নী ঘোষ ও তথাগত রায়ের টুইট যুদ্ধে কার্যত সায়নীর পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন পুরুলিয়ার সভা থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, সাহস থাকলে সায়নীর গায়ে হাত দিয়ে দেখাক।

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। দিন রাতে একটি টক শোয়ে অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ জয় শ্রীরাম ধ্বনি নিয়ে মন্তব্য করেন। বলেন, ’যেভাবে জয় শ্রীরাম স্লোগানকে রণধ্বনিতে পরিণত করা হয়েছে তা অত্যন্ত ভুল। ঈশ্বরের নাম ভালোবেসে নেওয়া উচিত’। এরপর এই শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে যায় মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বিজেপি নেতা তথাগত রায় এর সঙ্গে সায়নীর টুইটযুদ্ধ। এর জেরে পুলিশের কাছে সায়নীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তথাগত বাবু।

অভিযোগে তথাগত বাবু জানিয়েছেন, টুইটারের ২০১৫ সালে সায়নী একটি ছবি পোস্ট করেছিল। সেখানে দেখা যাচ্ছে, শিবলিঙ্গের মধ্যে কন্ডোম পড়ানো হচ্ছে। ক্যাপশন হিসেবে লেখা ছিল ”বুলাদির শিবরাত্রি”। এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করে তথাগত বাবু জানিয়েছেন, হিন্দু ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট করেছে সায়নী। যদিও এই পুরো বিষয়টি অস্বীকার করেছেন অভিনেত্রী। সেই সময় তার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছিল বলেও দাবি করেছেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে এদিন সায়নীর পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ’সায়নী একটা মেয়ে বলে তাকে বিজেপি ধমকাচ্ছে। কেন? তুমি উত্তরপ্রদেশে ধমকাও, বিহারে ধমকও, বাংলায় ধমকানোর ক্ষমতা আসে কোথা থেকে। বাংলায় ধমকাল মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে দেবো।’ পরে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ’ক্ষমতা থাকলে সায়নীর গায়ে হাত দিয়ে দেখাও’। মুখ্যমন্ত্রী এ দিন তথাগত রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আরও বলেন, ’বয়স হয়ে গেছে তাও ভীমরতি যায় না। নাতনির বয়সী মেয়েকে প্রতিদিন থ্রেট করছে। তার কি স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার নেই?’

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহান ভূমিপুত্রের সম্মানে প্রতি বছর সুভাষ উৎসব পালন করে আসছে, পরাক্রম দিবস নিয়ে মন্তব্য ডেরেকের

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.): রাজ্যজুড়ে হাওয়া বইছে নির্বাচনের। কিন্তু এরই মাঝে সোমবার আগামী ২৩ জানুয়ারি দেশনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে ওই দিনটিকে পরাক্রম দিবস হিসেবে পালন করার কথা জানিয়েছে কেন্দ্র। আর তারপরেই কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ জানিয়ে টুইট করে ”পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহান ভূমিপুত্রের সম্মানে প্রতি বছর সুভাষ উৎসব পালন করে আসছে” বলে দাবি করলেন তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র ডেরেক ও”ব্রায়েন।

এই প্রসঙ্গে এদিন টুইট করে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপক্ষে ডেরেক ও”ব্রায়েন আরও লেখেন, ”পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহান ভূমিপুত্রের সম্মানে প্রতি বছর সুভাষ উৎসব পালন করে আসছে। ২০১৪ সাল থেকে দার্জিলিংয়ে সরকারি পর্যায়ের অনুষ্ঠান হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ জানুয়রিকে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন”।

উল্লেখ্য,এদিন নেতাজির জন্মদিনকে ”পরাক্রম দিবস” ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেখানেই ২৩ জানুয়ারি দিনটিকে ”পরাক্রম দিবস” হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ভোটের সময় বঙ্গাল, ভোট ফুরোলেই কঙ্গাল, বিজেপিকে কটাক্ষ মমতাব

পুরুলিয়া, ১৯ জানুয়ারি(হি. স.): মঙ্গললবার পুরুলিয়ার সভা থেকে বিজেপিকে দাঙ্গাবাজ, লুটেরাবাজ বলে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, ’ভোটের আগে মন্ডা-মিঠাই খাওয়ায় বিজেপি, ভোট ফুরোলেই আম-জনতার জন্য বরাদ্দ থাকে ‘কাঁচকলা”।

লোকসভা নির্বাচনে পুরুলিয়ায় ভালো ফল করতে পারেনি রাজ্যের শাসক দল। লোকসভা নির্বাচনে কার্যত সেখানে নিজেদের আধিপত্য কায়েম রেখেছে গেরুয়া শিবির। এই কারণে বিধানসভা নির্বাচনের আগে পুরুলিয়ায় ঘাস ফুল ফোটাতে উঠে-পড়ে লেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন পুরুলিয়ার সভায় তাই আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানে একগুচ্ছ আশ্বাসের পাশাপাশি বিজেপিকে একাধিক ইস্যুতে নিশানা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ’ভোটের আগে বাংলায় এসে বঙ্গাল, বঙ্গাল বলে চিৎকার করে। এদিকে ঠিক করে বাংলাটা পর্যন্ত বলতে পারে না। ভোটের সময় বঙ্গাল, ভোট ফুরোলেই কঙ্গাল।’ তাঁর কথায়, ’লোকসভায় যাঁকে ভোট দিয়েছিলেন তিনি তো ভোট নিয়ে দিল্লি পালিয়ে গিয়েছেন। কোনও উন্নয়ন করেননি। নির্বাচনের আগে খাওয়াবে, আর ভোট মিটলে কাঁচকলা দিয়ে চলে যাবে। বিজেপি এলে পুরুলিয়া থাকবে না। আবার আসবে মাওবাদীরা। বিজেপি মাওবাদীদের থেকেও ভয়ঙ্কর’।

মমতার ‘মুখ’ মৃগাঙ্ক মাহাতোকে পিছনে ফেলে সেই ভোটে পুরুলিয়ায় গেরুয়া ঝড় তোলেন জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। লোকসভার ফলাফল এর পুনরাবৃত্তি যাতে পুরুলিয়ায় বিধানসভা ভোটে না হয় সেই কারনেই বিজেপির একাধিক দোষ ক্রুটি তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ’বিজেপি মাওবাদীদের থেকেও ভয়ংকর। বিষাক্ত সাপ, এক ছোবলেই শেষ। বীরসা মুণ্ডাকে অপমান করেছে, অন্যের ছবিতে মালা দিয়েছে।’

ভিভিএস লক্ষ্মণের

তিনের পাতার পর

প্রয়োজন, তখন তরুণরা নিজেদের প্রমাণ করলেন। গিল এবং পন্ত একেবারে সামনের সারিতে থাকবেন। এই ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য রবি শাস্ত্রী এবং সাপোর্ট স্টাফদের নতমস্তকে সম্মান জানাচ্ছি। এই দলের খেলোয়াড়দের জন্য সবথেকে বেশি গর্বিত। এটা দীর্ঘদিন থেকে যাবে।”অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানেরও প্রশংসা করেন প্রাক্তন ভারতীয় তারকা। তিনি বলেন, ”দুর্দান্তভাবে দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন অজিঙ্কা রাহানে। তরুণদের অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন। পূজারা আবারও নিজের লৌহ-ইস্পাত জেদের প্রমাণ দিলেন। তরুণ বোলিং বিভাগকেও ভোলা যাবে না। দুর্দান্ত দলগত চেষ্টা।”

অনুব্রত

তিনের পাতার পর

গেছে। এবার সেটা আগাম শুনতে পাচ্ছেন অনেকেই।

এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতির’ মারতে শুরু করা’ প্রসঙ্গে অনুব্রত বলেন, মারতে এলে হাতটা থাকবে তো? গোটা বক্তব্য জুড়ে অনুব্রত বলেন, নিরব মোদী কি করে চোদ্দ হাজার কোটি টাকা নিয়ে পালালো? আদানি কার আমলে এত ফুলে ফেঁপে উঠলো? মঙ্গলবারের সভায় অনুব্রত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অসিত মাল, দলীয় জেলা সহ সভাপতি অভিজিৎ সিনহা, জেলা সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

ভারতের ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের পরই ট্রেন্ডিং রাহুল দ্রাবিড় কুর্নিশ জানাচ্ছে নেটদুনিয়া

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: গাব্বা টেস্টে ঐতিহাসিক জয়ের পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং হয়ে ওঠেন রাহুল দ্রাবিড় । অনেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের 'দ্য ওয়াল'-এর ছবি পোস্ট করে লিখতে থাকেন, 'আপনার হাতেই সিরিজ সেরার পুরস্কার ওঠা উচিত।' মিস্টার ডিপেন্ডেবল'কে কুর্নিশ জানায় ক্রিকেট অনুরাগীরা।

কেন? কারণটা সব ক্রিকেটপ্রেমীরই জানা। আসলে ব্রিসবেনে যে দল অজি-বাহিনীকে দুরমুশ করে আরও একবার বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি ঘরে তুলল, সেই দলের বেশিরভাগ ক্রিকেটারকেই গড়ে-পিঠে মানুষ করেছেন কিংবদন্তি দ্রাবিড়ই। ভারতীয় জুনিয়র দলের একঝাঁক তারকা নিয়েই তো অসাধ্য সাধন করেছেন রাহানে। শুভমান গিল থেকে মহম্মদ সিরাজ, অনূর্ধ-১৯ কিংবা ভারতীয় 'এ' দলের কোচ হিসেবে এঁদের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন 'মিস্টার ডিপেন্ডেবল'ই। সেই পরিশ্রমের মর্যাদা রেখেছেন তাঁরা। ঐতিহাসিক সিরিজ জিতে গুরুর মাথা উঁচু করেছেন শিষ্যরা। সেই কারণেই রবি শাস্ত্রীকে ছাপিয়ে এদিন আলোচনার শীর্ষে উঠে আসেন দ্রাবিড়ই।

বর্ডার-গাভাসকর সিরিজ চলাকালীনই হনুমা বিহারী, সুন্দরদের মুখে শোনা গিয়েছিল দ্রাবিড়ের প্রশংসা। জানিয়েছিলেন, নিজেদের ভাল পারফরম্যান্সের জন্য তাঁরা প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের কাছে কতখানি কৃতজ্ঞ। একসময় টেস্টে 'টিম ইন্ডিয়া'র ব্যাটিং স্তম্ভ ছিলেন দ্রাবিড়। তাঁর সেই ধৈর্য্য আর একনিষ্ঠতার পাঠ নিয়েই গিল, শার্দুল, সুন্দর, সিরাজ, নবদীপ সাইনি, ঋষভ পন্থরা আজ সাফল্যের শিখরে। কোহলি, ভুবনেশ্বর, বুমরাহ, শামি, জাদেজারা ফিট হয়ে দলে ফিরলে এই তরুণ ব্রিগেডের অনেককেই হয়তো প্রথম একাদশে দেখা যাবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের চিন্তা না করে বর্তমানেই নিজেকে উজার করে দেওয়ার শিক্ষা তো দ্রাবিড়ই দিয়েছিলেন। তাই তো বিদেশের মাটিতে দেশের পতাকা ওড়াতে সফল তাঁরাও। ভারতের এই আত্মবিশ্বাস থেকে শিক্ষা নিলেন অস্ট্রেলিয়ার কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারও। রাখঢাক না করেই বলে দেন, "অসাধারণ খেলেছে ভারত। যোগ্য দল হিসেবেই জিতেছে ওরা। ভারতকে কখনও খাটো করে দেখা উচিত নয়। সিরিজটা থেকে এই শিক্ষাই পেলাম আমরা।" সত্যিই আজ আক্ষরিক অর্থেই ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিল।

সুন্দরদের সুন্দরের অভিনন্দন

অস্ট্রেলিয়া থেকে টেস্ট সিরিজ জিতে ফেরাটা যেকোনো দলের জন্যই অবিস্মরণীয় এক উপলক্ষ। যেকোনো দলই অস্ট্রেলিয়া থেকে টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরলে পুরো ক্রিকেট বিশ্বেরই প্রশংসায় ভাসে। এবার ভারতের অস্ট্রেলিয়া—জয়ের মাহাত্ম্যটা আরও বেশি। প্রথম সন্তানের জন্মের সময় স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলে দেশে ফিরে গেছেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। এরপর সিরিজের মাঝে ভারত দলে হানা দিয়েছে চোট। ব্রিসবেনে সিরিজের চতুর্থ ও শেষ টেস্টের আগে তারা চোটের কাছে হারিয়েছে যশপ্রীত বুমরা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজাকে। সব মিলিয়ে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচটা ভারত খেলতে নেমেছে একটি অনভিজ্ঞ দল নিয়ে। সেই দলই কিনা ব্রিসবেন টেস্ট জিতিয়ে ভারতকে এনে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ জয়ের স্বাদ!

এমন এক কীর্তির পর প্রশংসায় তো ভেসে যাওয়ারই কথা ভারতীয় খেলোয়াড়দের। ভারতের খেলোয়াড়েরা প্রশংসায় ভাসছেনও। বিশেষ করে ওয়াশিংটন সুন্দর, শার্দুল ঠাকুর, মোহাম্মদ সিরাজ, নটরাজন, ঋষভ পন্তদের মতো তরুণ ক্রিকেটারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পণ্ডিত থেকে শুরু করে সাধারণ ক্রিকেট অনুসারীরা। শচীন টেন্ডুলকার, ভিভ রিচার্ডসদের মতো কিংবদন্তিরা ভারতের তরুণ ক্রিকেটারদের প্রশংসা করতে বেছে নিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

ব্রিসবেন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর ভারত দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সার্চ ইঞ্জিন গুগলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুন্দর পিচাই।ফাইল ছবি: এএফপি সার্চ ইঞ্জিন গুগলের প্রধান নির্বাহী সুন্দর পিচাই এই দলের মানুষ নন। তবে ক্রিকেট খেলাটা অনুসরণ করেন তিনি। ব্রিসবেনে ভারদের ঐতিহাসিক জয়ের পর পিচাইও প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ভারতের খেলোয়াড়দের। অন্যদের মতো সুন্দর পিচাইও সুন্দর-শার্দুলদের প্রশংসা করতে বেছে নিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে। ব্রিসবেন টেস্ট শেষ হতেই তিনি টুইট করেছেন, 'সর্বকালের অন্যতম সেরা টেস্ট সিরিজ জয়। অভিনন্দন ভারত দলকে।' ভারত দলের প্রশংসা করলেও সুন্দর পিচাই কৃতিত্ব দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকেও, 'অস্ট্রেলিয়াও ভালো ক্রিকেট খেলেছে। অসাধারণ এক সিরিজই দেখলাম।' অ্যাডিলেডে প্রথম টেস্টটি হেরে গিয়েছিল ভারত। সেই ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে কোহলির দল অলআউট হয়েছিল ৩৬ রানে, যেটা ভারতের টেস্ট ইতিহাসে সর্বনিম্ন রানের দলীয় স্কোর। সেই ধাক্কা কাটিয়ে কোহলিবিহীন ভারত মেলবোর্নে জিতে নেয় দ্বিতীয় টেস্ট। সিডনি তৃতীয় ম্যাচটি হয়েছে ড্র। আজ ব্রিসবেনে ৩ উইকেটে জিতে ভারত সিরিজ জিতে নেয় ২-১ ব্যবধানে। ভারতকে সিরিজ জেতাতে ব্রিসবেন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অভিজ্ঞ চেতেশ্বর পূজারা করেছেন ফিফটি। তরুণ শুভমান গিল খেলেছেন ৯১ রানের সাহসী এক ইনিংস। ঋষভ পন্ত করেছেন অপরাজিত ৮৯ রান। এর আগে দুই ইনিংসেই ভালো বোলিং করেছে ভারতের অনভিজ্ঞ পেস আক্রমণ।

সব মিলিয়ে ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৩২৮ রানের লক্ষ্যে ৭ উইকেট হারিয়েই পৌঁছে যায় ভারত। ১৯৮৮ সালে 'অপ্রতিরোধ্য' ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার 'অভেদ্য' দুর্গ ব্রিসবেনে টেস্ট জয়ের কীর্তি গড়েছে ভারত।

'রোনালদোর চেয়ে লুকাকু ভালো'

আজ এমন এক রাত, যেসব রাতের জন্য ফুটবলপ্রেমীরা অপেক্ষা করে থাকেন চাতক পাখির মতো। তিন দেশে তিনটা মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হতে যাচ্ছে, বড় দলগুলোর শিরোপাপ্রাপ্তির হিসাব-নিকাশ বদলে দেওয়ার সামর্থ্য আছে যে ম্যাচগুলোর। ইংল্যান্ডেই যেমন, পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ওঠার লড়াইয়ে রাত সাড়ে ১০টায় লড়বে লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। রাত দুইটায় স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা নিজেদের করে নেওয়ার লড়াইয়ে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে মাঠে নামবে লিওনেল মেসির বার্সেলোনা। লিওনেল মেসির চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোও আজ নামবেন বড় এক পরীক্ষা দিতে। ইন্টার মিলানের বিপক্ষে রোনালদোর জুভেন্টাসের ম্যাচটা যে অনেকটাই বলে দেবে, এবার শিরোপা পাওয়ার লড়াইয়ে ক্লাব দুটোর অবস্থান কোথায় থাকবে মৌসুম শেষে!

ইন্টার মিলান ও জুভেন্টাস ম্যাচের আবেদন সব সময়েই ছিল। ম্যাচটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাচটাকে 'ডার্বি ডি ইতালিয়া' বা 'ইতালির ডার্বি' বলা হয়ে থাকে। গোটা ইতালিই যেন ভাগ হয়ে যায় এই ম্যাচের সময়ে। আর এবার এই ম্যাচের ওপরেই নির্ভর করছে জুভেন্টাস এবারও লিগ জিতবে কি না, সেটি। পয়েন্ট তালিকায় চতুর্থ স্থানে আছেন রোনালদোরা, শীর্ষে থাকা মিলানের চেয়ে ছয় পয়েন্ট পিছিয়ে। যদিও মিলানের চেয়ে একটা ম্যাচ কম খেলেছে তারা। ইন্টারের বিপক্ষে ম্যাচটা তাই বেশ গুরুত্বপূর্ণ জুভেন্টাসের জন্য। সে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগেই একটা বাঁকা কথা শুনলেন রোনালদো।

ম্যাচটাকে অনেকে জুভেন্টাসের রোনালদো ও ইন্টারের বেলজিয়ান স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকুর লড়াই হিসেবে দেখছেন। এই লড়াইয়ে যে জিতবেন, ম্যাচ জেতার সম্ভাবনাও তাদেরই বেশি থাকবে। এর মধ্যে ইন্টার ও জুভেন্টাসের সাবেক ইতালিয়ান স্ট্রাইকার রবের্তো বোনিনসেনিয়া বলেছেন, লুকাকুর সঙ্গে রোনালদো পেরেই উঠবেন না!বোনিনসেনিয়ার মতে, বর্তমান সময়ে রোনালদোর চেয়ে লুকাকুই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার ক্ষমতা বেশি রাখেন, 'হিসাব করে দেখুন, ফিওরেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচটায় লুকাকু ওদের রক্ষণভাগের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। লুকাকু ও ক্রিস্টিয়ানোদুজনই অসাধারণ খেলোয়াড়। কিন্তু আমার মনে হয় বড় ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার ক্ষমতার দিক দিয়ে এখন লুকাকু রোনালদোর চেয়ে এগিয়ে।' কিন্তু এমনটা কেন মনে হচ্ছে বোনিনসেনিয়ার? সেটার একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ১৯৭০ সালে ইতালির হয়ে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলা এই স্ট্রাইকার, 'ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো অসাধারণ খেলোয়াড় ছিল। কিন্তু এখন আমার কাছে মনে হয়, ওর বয়স বেড়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর ফর্মও এখন পড়তির দিকে। ওই হিসাবে লুকাকুই এগিয়ে। আর আমার চোখে এ নিয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।'বোনিনসেনিয়া নিজেও এই দুই ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। তবে তুলনামূলকভাবে ইন্টারের জার্সি গায়েই মাঠ মাতিয়েছেন বেশি দিন। সাত বছর নীল-কালো জার্সি গায়ে চড়িয়েছেন, ১৯৭ ম্যাচে গোল করেছেন ১১৩টি। ওই হিসাবে বরং জুভেন্টাসের জার্সি গায়েই খেলেছেন কম সময়। তিন মৌসুমে ৫৮ ম্যাচ খেলে ২২ গোল করেছেন। সে কারণেই কি না, লুকাকুর ইন্টারের প্রতি বোনিনসেনিয়ার দরদটা একটু বেশিই রোনালদোর জুভেন্টাসের চেয়ে! দেখা যাক, বোনিনসেনিয়ার এই সমালোচনায় আবার নতুন করে তেতে ওঠেন কি না রোনালদো!

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

পিএসজির নজরে মেসি

মেসি কি বার্সেলোনায় থাকবেন? নাকি থাকবেন না? প্রায় এক বছর ধরেই ফুটবল বিশ্বের 'হট টপিক' এটা। মেসির প্রকাশ্যে বার্সা ছাড়তে চাওয়াটা সে আগুনে সলতে দিয়েছে আরও। কিন্তু মেসি যদি বার্সা ছাড়েনও। কোথায় যাবেন? অনেকের মতে, সাবেক গুরু পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি হতে পারে গন্তব্য। কেউ আবার পূর্বসূরি ডিয়েগো ম্যারাডোনার মতো মেসিকেও দেখছেন ইতালির পথ ধরতে। কিন্তু সবচেয়ে বড় গুঞ্জন চলছে পিএসজিকে ঘিরেই। নেইমার, এমবাপ্পেদের দল মেসিকেও দলে টানবে, অনেকেই অনুমান করছেন এটা। পিএসজি-মেসি সম্ভাব্য গাঁটছড়া নিয়ে দিস্তা দিস্তা কাগজ খরচ হয়েছে, হচ্ছে। তা সত্ত্বেও পিএসজি বা মেসি, এই প্রসঙ্গে কেউই প্রকাশ্য কিছু বলেননি। সে দিন আর নেই। এবার পিএসজির পক্ষ থেকে খোলাখুলিই জানিয়ে দেওয়া হলো, মেসিকে চায় তারা।

মরিসিও পচেত্তিনো পিএসজির কোচ হওয়ার পর থেকেই কীভাবে কার্যকর খেলোয়াড় দলে এনে শিরোপা জেতা যায়, সে নিয়ে পরিকল্পনা করা শুরু করে দিয়েছে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। আর সে লক্ষ্যে যে মেসিও আছেন বেশ ভালোভাবে, সেটাই বোঝা গেল। পিএসজির ব্রাজিলিয়ান ক্রীড়া পরিচালক লিওনার্দো জানিয়েছেন, মেসিকে দলে চান তাঁরা।

আগামী জুনের শেষে বার্সেলোনার সঙ্গে মেসির চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে। নতুন চুক্তি সই করার ব্যাপারেও মেসির কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। আর এই সুবিধাটাই নেওয়ার চেষ্টা করবে পিএসজি বলে জানিয়েছেন লিওনার্দো, 'মেসির মতো শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সব সময়েই পিএসজির সম্ভাব্য খেলোয়াড়ের তালিকায় থাকবেন। কিন্তু এ নিয়ে স্বপ্ন দেখার বা কথা বলার সময় নয়। তবে আমরা ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করছি। মেসির চুক্তিতেও আর চার মাস আছে। ফুটবল বিশ্বে চার মাসে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আপাতত আমরা শুধু পর্যবেক্ষণ করছি।'

এখন এমনিতেই আসন্ন সভাপতি নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটছে বার্সেলোনায়। নতুন সভাপতি না আসা পর্যন্ত বার্সেলোনা চাইলেও মেসির সঙ্গে নতুন চুক্তি নিয়ে কথা বলতে পারবে না, টাকাপয়সার এতটাই দৈন্যদশা। এর মধ্যে লিওনার্দোর এই কথা বার্সা---সমর্থকদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেবে নিশ্চিত!

ঘোষিত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ২ টেস্টের ভারতীয় দল, ফিরছেন কোহলি-হার্দিক

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: টিম ইন্ডিয়ার ঐতিহাসিক জয়ের দিনই আসন্ন ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুটি টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (ক্ষঙ্খঙ্খজ্জ)। করোনা পরবর্তী কালে দেশের মাটিতে প্রথম ক্রিকেট সিরিজে প্রত্যাশা মতোই বিরাট কোহলির নেতৃত্বে খেলবে টিম ইন্ডিয়া। চোট সারিয়ে দলে ফিরছেন ইশান্ত শর্মা ও জশপ্রীত বুমরাহ। কামব্যাক করছেন হার্দিক পাণ্ডিয়াও। তবে ১৮ জনের দলে জায়গা হয়নি পার্থিব প্যাটেলের।

একনজরে দেখে নিন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুই টেস্টের ঘোষিত দল:

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, অজিঙ্ক রাহানে, শুভমান গিল, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, চেতেশ্বর পূজারা, ঋদ্ধিমান সাহা, হার্দিক পাণ্ডিয়া, কেএল রাহুল (ফিটনেসের উপর ভিত্তি করে), ঋষভ পন্থ, বুমরাহ, ইশান্ত শর্মা, মহম্মদ সিরাজ, শার্দুল ঠাকুর, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর ও অক্ষর প্যাটেল।

ঘোষিত দল দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এখনও চোট সারিয়ে সম্পূর্ণ ফিট হননি মহম্মদ শামি ও রবীন্দ্র জাদেজা। হনুমা বিহারী সুস্থ হয়ে উঠলেও হয়তো ম্যাচ ফিট নন এখনও। কেএল রাহুলেরও ফিটনেস পরীক্ষা করা হবে।

ভয়ংকর ইব্রা ভয় দেখানোর নতুন সঙ্গী পাচ্ছেন

দুই দশকের লম্বা ক্যারিয়ার। এর মধ্যে কত ক্লাবেই না খেলেছেন। বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ইন্টার মিলান, এসি মিলান, জুভেন্টাস, পিএসজি, আয়াক্সশুধু বড় দলের সংখ্যা গুনতেই হাতের আঙুলের কমতি পড়ে যায়। কিন্তু ক্যারিয়ারের সেরা ফর্মটা যেন দ্বিতীয় দফায় এসি মিলানে খেলার জন্যই ধরে রেখেছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে এসে ইব্রাহিমোভিচের এমন ফর্মই পুনর্জন্ম দিয়েছে এসি মিলানের। বহুদিন পর ইতালিয়ান ফুটবলের চূড়ায় দেখা যাচ্ছে তাদের।

গতকাল আরও একবার ইব্রার তেজ টের পেয়েছে সিরি 'আ'। জোড়া গোল করেছেন। তাঁর জোড়া গোলেই ১০ জনের মিলান ২-০ গোলে হারিয়েছে কালিয়ারিকে। প্রতিপক্ষের মাঠে ইব্রার এমন পারফরম্যান্সে আবার লিগের শীর্ষস্থান এককভাবে বুঝে নিয়েছে স্তেফানো পিওলির দল। গত পরশুই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জুভেন্টাসকে ২-০ গোলে হারিয়ে আন্তোনিও কন্তের ইন্টার মিলান শীর্ষস্থানে ভাগ বসিয়েছিল। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ইব্রার সেটা পছন্দ হয়নি।

এক ইব্রাহিমোভিচেই প্রতিপক্ষের মনে আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন। এবার নতুন এক আতঙ্ক যোগ করতে চাইছে মিলান। আপাতত কোনো দলে না থাকা মারিও মানজুকিচকে দলে নিচ্ছে তারা। আক্রমণে মানজুকিচের যোগ হওয়ার খবরকে স্বাগত জানিয়েছেন সুইডিশ স্ট্রাইকার। লিগে এ মৌসুমে ১২ গোল হয়ে গেছে ইব্রাহিমোভিচের। গোলের দিক থেকে এখন ইন্টার জুটি লাওতারো মার্তিনেজ ও রোমেলু লুকাকুর পাশে আছেন মিলান স্ট্রাইকার। এই তিনজনের চেয়ে এগিয়ে আছেন শুধু ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তবে এঁদের মধ্যেও ইব্রা ব্যতিক্রম। কারণ, চোট ও করোনায় লিগের শুরুতেই অনেক ম্যাচ খেলা হয়নি তাঁর। ফলে তাঁর ১২ গোল এসেছে মাত্র ৮ ম্যাচে। তাতেই করেছেন নতুন এক রেকর্ড। মিলানের হয়ে গত ২৮ বছরে প্রথম ৮ ম্যাচে এত গোল করেননি কেউ। সর্বশেষ ১৯৯২-৯৩ মৌসুমে মার্কো ফন বাস্তেনের রেকর্ডটি ছিল ৮ ম্যাচে ৮ গোল।

গত মৌসুমের মাঝপথে ইব্রার মিলানে যোগ দেওয়ার পর থেকেই ক্লাবটির পারফরম্যান্সে উন্নতি হচ্ছে। এর মাঝেই আরেকটি রেকর্ড হলো তাঁর। দুই মৌসুম মিলিয়ে টানা ৯ লিগ ম্যাচে গোল করলেন এই স্ট্রাইকার। দুই দশকের ক্যারিয়ারে এর আগে যেটা কখনো করতে পারেননি। যুক্তরাষ্ট্রে মেজর লিগ সকারে যেখানে ইউরোপের সব খেলোয়াড় গিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করেন, সেখান থেকে ফিরেই এসব কীর্তি করছেন। মিলানে ফেরার সিদ্ধান্ত যে কতটা সঠিক ছিল, সেটা প্রমাণ করতে পেরেছেন বলেই খুশি এই স্ট্রাইকার, 'আমি খুব খুশি। মিলানে এই ফেরাটা আমাকে বদলে দিয়েছে এবং আমি খুব খুশি।'

এর মধ্যেই তাঁকে আরও খুশি করার চেষ্টা করছে মিলান। মাঝেমধ্যেই মিলানকে বিশ্রাম দিতে হচ্ছে কোচ পিওলিকে। কারণ চাইলেই তো আর চল্লিশে পা রাখা এক ফুটবলারকে সপ্তাহে দুইবার মাঠে নামানো যায় না। এমন অবস্থায় তাঁর অনুপস্থিতিতে মাঠে একজন নেতার অভাব টের পাওয়া যায়। সে ঘাটতি পূরণে মানজুকিচকে আনার চেষ্টা চলছে। গোল করার জন্য ইব্রার মতো খ্যাতি না থাকলেও মাঠে উপস্থিতি, নেতৃত্ব ও অভিজ্ঞতায় ৩৪ বছর বয়সী মানজুকিচ বিশ্ব ফুটবলে বেশ আকাঙ্ক্ষিত নাম। জুভেন্টাস থেকে কাতারের আল দুহাইলে গিয়েছিলেন মানজুকিচ। কিন্তু গত জুলাইয়ে তাদের সঙ্গে চুক্তি শেষ করে দিয়েছেন ক্রোয়েশিয়ান স্ট্রাইকার। প্রায় ছয় মাস খেলার মধ্যে না থাকলেও মানজুকিচকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার আশা করছেন ইব্রাহিমোভিচ, 'আমি খুব খুশি (এ খবরে)। তাহলে দুজন থাকবে যাদের প্রতিপক্ষ ভয় পায়। লিগ শিরোপা জেতার জন্য ভালো একটা স্কোয়াডের গুরুত্ব জানা আছে তার, এখন পর্যন্ত আমরা ভালোই করছি। লিগের অর্ধেক প্রায় হয়ে গেছে এবং এখন ম্যাচগুলো কঠিন হওয়া শুরু করবে। এটা খুব কঠিন এক মৌসুম হবে। কিন্তু এখন মানজুকিচ ও মেইতে (সোয়ালিহো) যোগ হচ্ছে, আমি জানি না আর কেউ আসবে কিনা; এখন কোচের হাতে অনেক খেলোয়াড় থাকবে। উনিও অদলবদল করে খেলাতে পারবেন।'

কোচ পিওলি জানিয়েছেন ইব্রাহিমোভিচ ও মানজুকিচকে একসঙ্গে পেয়ে আশাবাদী হয়ে উঠছেন, 'ইব্রা বলেছে সে মানজুকিচকে আড়ালেই ফেলে রাখবে (হাসি)। আমি খুশি, তার মানে ক্লাব উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তারা মিলানকে শীর্ষে দেখতে চায়। মানজুকিচের ক্লাবে যোগ দেওয়া এরই সাক্ষ্য দেয়। অনেক শর্ত ও কঠিন পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে আমাদের অনেক খেলোয়াড় দরকার। আমি তাদের বলি, কত মিনিট খেলছে সেটার চেয়ে কত ভালো খেলছে সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যখন ক্লাব আমাকে এ প্রস্তাব দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বলেছি। আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি। সে খুবই অনুপ্রাণিত, সে একজন বিজয়ী।'

দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ মেসি

লিওনেল মেসি লাল কার্ড দেখেছেনএটাই ছিল সবার কাছে বিস্ময়কর এক ব্যাপার। মেসি—ভক্তদের জন্য এবার এল আরও এক হতাশার খবর। যদিও সবারই এটা জানা ছিল যে মেসি একাধিক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হতে পারেন। এরপরও মাঠে ও মাঠের বাইরে অমায়িক আচরণের জন্য প্রায় সন্তর কাতারে পড়া আর্জেন্টাইন তারকার লাল কার্ড দেখা আর এর জন্য একাধিক ম্যাচ নিষিদ্ধ হওয়াটা মেনে নেওয়া তাঁর ভক্তদের জন্য একটু কঠিনই। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, তাদের এটা মেনে নিতে হচ্ছে যে আথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে দেখা লাল কার্ডের জের ধরে দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন মেসি। বার্সেলোনার হয়ে এটি মেসির প্রথম লাল কার্ড। লাল কার্ডটি তিনি দেখেছেন গত পরশু, আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে। অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ম্যাচটি ৩---২ গোলে হেরেছে। স্প্যানিশ পরিসংখ্যানবিদ মার্তিন তামায়ো অবশ্য নথি ঘেঁটে বের করেছেন, এর আগেও বার্সেলোনার জার্সিতে লাল কার্ড একটি দেখেছেন মেসি। তবে সেটি সিনিয়র দলের হয়ে নয়। ১৫ বছর আগে সেই লাল কার্ডটি তিনি দেখেছিলেন তৃতীয় বিভাগের এক ম্যাচে, বার্সেলোনার রিজার্ভ দলের জার্সিতে। বার্সেলোনার মূল দলের হয়ে ৭৫৩ ম্যাচ খেলে প্রথম লাল কার্ড দেখলেও আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসি লাল কার্ড দেখেছেন দুবার। তা প্রথম বা দ্বিতীয়, বার্সেলোনার হয়ে মেসির যত নম্বর লাল কার্ডই হোক, এটির জন্য তিনি আগামী পরশু কোপা দেল রেতে করনেয়ার বিপক্ষে ম্যাচসহ খেলতে পারবেন না লা লিগায় আগামী রোববার এলচের বিপক্ষে ম্যাচেও। লাল কার্ডটি মেসি দেখেছেন ম্যাচের একদম শেষ মুহূর্তে। অতিরক্ত সময়ের শেষ মুহূর্তের খেলা চলছিল তখন। দল ৩-২ গোলে পিছিয়ে ছিল। এমন সময়ে আক্রমণে উঠে এসেছিলেন মেসি। মেসির কাছে হয়তো সেটা ছিল গোল করার শেষ সুযোগ। আথলেতিক বিলবাওয়ের বক্সের সামনে থেকে বাঁ প্রান্তে বল বাড়িয়েছিলেন তিনি। এরপর দৌড় দেন, যেন বিলবাও বক্সের ভেতরে কিংবা বলের কাছাকাছি থাকতে পারেন। এমন সময় প্রতিপক্ষ স্ট্রাইকার আসিয়ের ভিয়ালিব্রে তাঁকে বাধা দিতে সামনে এসে পড়ায় মেজাজটা আর ধরে রাখতে পারেননি বার্সা তারকা। ডান হাত দিয়ে চাটি মেরে বসেন! ভিয়ালিব্রে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিলেন। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) সাহায্যে বার্সা তারকাকে লাল কার্ড দেখান মাঠের রেফারি জেসাস গিল মানজানো। ভিয়ালিব্রের গায়ে হাত তোলার সময় মেসির পায়ে বল ছিল না। 'অফ দ্য বল' মুহূর্তে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের সঙ্গে এমন আচরণ কোনোভাবেই বিধিসম্মত ছিল না।

No. F. I .(11)-GDP/UDP/Estt.(Proc.)/2021/Books/
Date: 16/01/2021

StIORT NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed rate quotations with percentage of discount and oilers are hereby invited from bonafied, experienced and resourceful publishers / suppliers / distributors for supply of "Text and Reference Books" at Gomati District Polytechnic, Fulkumari, Udaipur, Gomati Tripura. Detail information regarding necessary terms & conditions and requisite documents may be downloaded from the website https://highereducation.tripurasov.in Interested bidders may send or drop their bids and offers to the "Principal, Gomati District Polytechnic. Fulkumari" in sealed cover superscripting "Quotation for Supply of Text and Reference Books" latest by 2' February, 2021 upto 3:00 P.M. The quotations will be opened on the same day at 3:30 PM, it' possible, in presence of intending bidders. Quotations received after the due date and time will not be taken into consideration.

(Suraj Deb Barma)
Principal-in-charge Gomati District
Polytechnic Fulkumari Udaipur,
Gomati Tripura

ICA/C-2859/21

NOTICE INVITING E-TENDER

The Director, Youth Affairs & Sports, Govt. of Tripura invites online Bids on two bid system from reputed & registered caterers/agencies/ contractors/individuals/ traders /Co-op Societies / SHG/Companies/Hoteliers/ Restaurants owners having minimum annual turnover of Rs.50.00 lakh each for last 3(three) years (2017-18, 2018-19, 2019-20) & having not less than 3 years experience for providing catering services (early morning snacks, Breakfast, lunch, Tiffin & Dinner etc.) to the trainees/guest/ faculty etc. of Tripura Sports School, Badharghat, Agartala as per weekly diet chart initially for a period of 2(two) year w.e.f. (April 01, 2021 to 31 March,2023) and may be extended for 1(one) year subject to satisfactory performance of the authority of Youth Affairs & Sports Department. Tender document can be seen on website www.tendersagyAi and www.tripuratenders. oagn, however, Bid can only be submitted on-line at State Government e-Procurement Portal — www.tripuratenders.gov in by uploading the relevant documents as specified by the Department. Start date of online bid submission from 15/01/2021 at 5:30PM and End date of online bid submission upto 30/01/2021 at 5:00 PM.

(Sayddindu Chaudhuri)
(Director Youth Affairs & Sports
Department, Govt of Tripura

ICA/C-2852/21

জাগরণ 20 January, 2021, Wednesday আগরতলা ২০ জানুয়ারি, ২০২১ ইং, ■ ৬ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

মঙ্গলবার স্বল্প সঞ্চয়ের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি-নিজস্ব।

আধ্যাত্মিকতা ও জনসেবার মাধ্যমে শেষ হল মিথিলা সেবা ট্রাস্টের বার্ষিক উৎসব

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): আধ্যাত্মিকতা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শেষ হল কলকাতায় বসবাসরত মৈথিলী ভাষীদের সামাজিক সংগঠন মিথিলা সেবা ট্রাস্টের দুই দিনের বার্ষিক উৎসব।গত ১৬ জানুয়ারি বাগুইআটির জর্দা বাগানের বন্ধুমহল ক্লাব প্রাঙ্গনে শুরু হয় দুই দিনের এই বার্ষিক উৎসব। মালতী ঝা দীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসবের শুভ সূচনা করেন। প্রথম দিন, সম্মিলিত হনুমান চালিশা পাঠ হয় এবং চব্বিশ ঘন্টা অখণ্ড নামসংকীর্তন শুরু হয়। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৭ জানুয়ারি মহান মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির স্মরণে মৈথিলী বিভূতি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে মৈথিলী সামাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানিত হয়।

মিথিলা সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রমাকান্ত ঝা জানিয়েছেন, বার্ষিক অনুষ্ঠানে মিথিলা সংকীর্তন মণ্ডলী সম্মান দেওয়া হয়েছে প্রহ্লাদ সিংকে এবং বাবু সাহেব চৌধুরী সম্মান দেওয়া হয়েছে গঙ্গা নারায়ণ ঝাকে।তিনি বলেন যে, বার্ষিক উতবের মধ্য দিয়ে নর কে নারায়ণ হিসাবে অনুভবের সঙ্গে জনসেবা এবং জাতিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির বার্তা দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের পরিচালনা করেছেন রমাকান্ত ঝা, দ্বিতীয় পর্বে এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন মিথিলা রত্ন বিভূষিত রামসেবক ঠাকুর। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রূপেশ তায়ানথ, মালতী ঝা, নবীন ঝা, প্রেম ঝা, প্রহ্লাদ সিং, পার্থ সরকার, সোমেশ্বর বাগুই, অভয় ঝা, অরুণ সিং, শিবচরণ শুক্লা প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে দরিদ্রদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

সাফল্যের সঙ্গে এই বার্ষিক উতব আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সুনীল কুমার ঝা, অমরনাথ মিশ্র, শশীকান্ত ঝা, বিজয় ঝা, লালন রাই, রাকেশ, শ্যাম, রমেশ, নবীন ঝা, ধনঞ্জয় ঝা, উগ্র নাথ প্রমুখ।

আইজিএম হাসপাতালে করোনার টিকাকরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। আইজিএম হাসপাতালে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে কো ভ্যাকসিন পদান করা হয়।পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক কো ভ্যাকসিন প্রদান উপলক্ষে আইসিএম হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন।উল্লেখ্য গত ১৬ জানুয়ারি থেকে প্রথম পর্যায়ে আইজিএম হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্থানে কোন ভ্যাকসিন প্রদান শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার আইজিএম হাসপাতালে কো ভ্যাকসিন প্রদান উপলক্ষে উপস্থিত থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মী সাফাই কর্মী এবং সাংবাদিকদের এই কোন ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।আইজিএম হাসপাতালে মঙ্গলবার যারা কো ভ্যাকসিন নিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই উৎফুল্ল বলে জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন ভারতবাসী হিসেবে আমরা এখন গর্বিত। লক ডাউন এর সময় অনেকে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।তাদের মধ্যে যারা প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন তাদেরকে প্রথম পর্যায়ে ভেকসিন প্রদান করা হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্যদের ভ্যাকসিন দেওয়া হবে বলে জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরো বলেন বিশ্বের বড় বড় দেশ যা করতে পারেনি ভারত বর্ষ তা করতে সক্ষম হয়েছে। করোনা ভাইরাসকে আমরা ভারতবাসী সবাই মিলে হারিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি।আগামী দিন নিজেদের শক্তিশালী করতে ও মনোবল বাড়াতে এ ধরনের কো ভ্যাকসিন প্রদান করা হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।ভারতবর্ষে করোনা সংক্রমনের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেছেন তাদেরকে এবং যারা এই ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ভারতের রাষ্ট্র নায়কদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ কালে জরুরী ভিত্তিতে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলেই ভারতবর্ষে করোনাভাইরাস তেমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারেননি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সময়কালীন যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে তিনি শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দেশের জনগণ প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করার ফলেই আমাদের দেশ ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। করুণা ভাইরাস সংক্রমণে আমাদের দেশে প্রাণহানির ঘটনা ঘটলেও আশঙ্কার তুলনায় অনেকটাই কম বলেও তিনি মনে করেন।পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলেই সাফল্য মিলেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।করোনা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে আমাদের রাজ্যে ও ভ্যাকসিন প্রদানের যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে সকলকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে আহ্বান জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। এ বিষয়ে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে সমালোচনার ঊর্ধে উঠে সমাজকে ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হবে বলেও তিনি মনে করেন।

ধর্মনগরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের হরিচাঁদ দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগে কাজে লাগিয়ে চোরের দল ঘরের দরজার তালা কেটে ভিতরে ঢুকে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে। বাড়ির মালিকের নাম নেপাল নাথ।জানা যায় চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে পরিবারের লোকজনরা গত একমাস ধরে আগরতলায় অবস্থান করেন। বাড়িতে ফিরে গিয়ে তারা লক্ষ্য করেন ঘরের দরজা তালা ভাঙ্গা। ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখেন আলমারি ভেঙ্গে মূল্যবান জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় নিয়ে গেছে চোরেরা। পরিবারের তরফ থেকে বিষয়টি ধর্মনগর থানার পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে ধর্ম নগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।তবে চুরি যাওয়া জিনিস পত্র উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

আঠারমুড়ার নয়নদ্বীপ পাড়ার বাসিন্দারা নানা সমস্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জানুয়ারি।। প্রত্যন্ত পাহাড়ী জনপদে বসবাসকারী গিরি বাসীরা কেমন রয়েছেন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা কতটুকু উন্নয়নের শিখরে পৌঁছেছে তা ঐ সকল এলাকা গুলিতে পা না রাখলে বোঝা একেবারেই দায়।এমনই এক চিত্র উঠে এলো তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের রামকৃষ্ণপুর এডিসি ভিলেজের ১৮ মুড়া পাহাড় এর ২৯ মাইল নমনদ্বীপ পাড়া থেকে। বর্তমানে ওই পাড়াতে ৩৫ টি পরিবারের বসবাস।প্রত্যেকটি পরিবার বনের লতাপাতা সহ লাকড়ি বিক্রির পাশাপাশি জুম চাষের উপর নির্ভর করে সংসার প্রতি পালন করে থাকে। তবে ওই এলাকার অধিবাসীরা অন্যান্য সমস্যার কথা না বলে থাকলেও যোগাযোগের ব্যবস্থা কেবলমাত্র অন্তরায়,সেটাই তুলে ধরেন প্রতিবেদক এর কাছে।দীর্ঘ কয়েক দশক পূর্বে এলাকা বাসিদের দাবি অনুসারে ইটের সলিং প্রশাসনের উদ্যোগের তৈরী করা হয়েছিল।কিন্তু কয়েক দিন কাটাতে না কাটাতেই ইটের সলিং চলাচলে অযোগ্য হয়ে পরেছে।ফলে বর্ষাকালে চলাচল করতে গিয়ে এলাকাবাসীরা খুবই মরণফাঁদে মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে।বিশেষ করে অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা হচ্ছে।এলাকাবাসীরা আরো জানান নিজেদের উদ্যোগে অস্থায়ী কাঠের সেতু করা হয়ে থাকলেও মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে।সেই সেতু দিয়ে স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে যাতায়াত করে স্কুলে আসা যাওয়া করতে হয়।আর সেই সেতু দিয়ে পারাপারের সময় দুর্ঘটনা কবলে পড়তে হচ্ছে।বিশেষ করে বসার সময় অস্থায়ীভাবে নির্মাণ করা কাঠের সেতুটি অস্তিত্ব হারিয়ে যাই। এলাকাবাসীদের মধ্য থেকে দাবি উঠেছে প্রশাসনিক তরফে যেন ভগ্ন যাতায়াতের ব্যবস্থা পূর্ণ সংস্কারে।এখন দেখার বিষয় প্রশাসনিক তরফে যাতায়াতের ব্যবস্থা ভূমিকা গ্রহণ করেন সংস্কারের জন্য কতটুকু ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মাতৃ ভাষাকে ভিত্তি করেই উন্নত হয় জাতি ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। মাতৃ ভাষাকে ভিত্তি করেই উন্নত হয় জাতি। মাতৃ ভাষা যদি হারিয়ে যায় তাহলে কোনদিন জাতি সমৃদ্ধ হতে পারেনা। আজ লেফুঙ্গা ব্লকের শচীন্দ্র দেববর্মণ ম্যামোরিয়্যাল হলে মোহনপুর মহকুমা ভিত্তিক ৪৩ তম ককবরক ভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী লেফুঙ্গা বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, ১৯৭৯ সালের ১৯শে জানুয়ারি রাজ্যে ককবরক ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আমাদের রাজ্যে ৮ লক্ষের উপর মানুষের মাতৃভাষা ককবরক। ককবরকে সর্বপ্রথম উপন্যাস লেখেন সুধন্বা দেববর্মা। বর্তমানে ককবরক ভাষায় কবিতা, গান, ছড়া, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ রচিত হচ্ছে। সুধন্বা দেববর্মা, শ্যামলাল দেববর্মা, নগেন্দ্র জমাতিয়া, নন্দকুমার দেববর্মা, চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং, নরেশ চন্দ্র দেববর্মা, হরিপদ দেববর্মা, অতুল দেববর্মা এদের লেখনীর মাধ্যমে ককবরক ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে। তাছাড়াও শান্তিময় চক্রবর্তী, কুমুদকুণ্ড চৌধুরী, নিতাই আচার্য, স্নেহময় রায় চৌধুরী, মনোর'ন মজমদার, প্রভাস চন্দ্র ধর ককবরক ভাষার বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বাংলা ভাষীরাও ককবরক ভাষা নিয়ে চর্চা করছেন। সরকার রাজ্যে ভাষানীতি রূপায়ণের কথাও চিন্তাভাবনা করছে। এরফলে রাজ্যের ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠির ভাষাগুলি উপকৃত হবে। গত আড়াই বছরে রাজ্যে ক্লাস এইট পর্যন্ত ৪৫টি স্কুলে, ৫৯টি হাইস্কুলে ও ২২টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পাঠ্যক্রমে ককবরক ভাষা চালু করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরক ভাষায় পি এইচ ডি কোর্স চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ককবরক ভাষায় টেট পরীক্ষাও দেওয়া যায়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক তরুণ দেববর্মা ও অধ্যাপক মনি দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রতি দেববর্মা, পদ্ম দেববর্মা, প্রদীপ দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ রাখেন ডিসিএম মাণিক চাকমা। সভাপতিত্ব করেন লেফুঙ্গা বিএসি চেয়ারম্যান প্রণজিৎ দেববর্মা। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ দুস্থদের মধ্যে ৫০টি কম্বল বিতরণ করেন এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে স্কুল ব্যাগ দেওয়া হয়।

সুরাটে ডাম্পার ট্রাকের দৌরাত্ম্য! চাকায় পিষে মৃত্যু শিশু-সহ ১৫ জনের

সুরাট, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): ঠাণ্ডার মধ্যেই রাস্তার ধারে ফুটপাথে ঘুমিয়েছিলেন রাজস্থানের বাসিন্দা কমপক্ষে ২১ জন শ্রমিক। ঘুমের মধ্যেই ডাম্পার ট্রাকের চাকায় পিষে মৃত্যু হল ১৫ জনের। মৃতদের মধ্যে ৭ জন পুরুষ, ৭ জন মহিলা এবং এক বছরের একটি শিশু রয়েছে। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ৬ জন শ্রমিক। সোমবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাটের সুরাট জেলায়, সুরাট শহর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে কোসাম্বা গ্রামের কাছে কিম-মান্ডভী রোডে। ডাম্পার ট্রাকের চাকায় পিষে দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১২ জন শ্রমিকের, পরে আরও ৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ঘাতক ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বিপরীত দিক থেকে আসা আখবোঝাই একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে প্রথমে ধাক্কা মারে ডাম্পার ট্রাকটি। সুরাটের পুলিশ সুপার উষা রাডা জানিয়েছেন, আখবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে ধাক্কা লাগায় ডাম্পার ট্রাকের সামনের জানলার কাঁচ ভেঙে যায়, তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে ফুটপাথে ঘুমিয়ে থাকা শ্রমিকদের পিষে দেয় ট্রাকটি। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১২ জন শ্রমিকের, ৯ জনকে গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ৩ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। বাকি ৬ জনের চিকিৎসা চলছে। মৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি রাজস্থানের বন্সওয়াড়া জেলায়।

সুরাটে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ মোদী, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা গুজরাটের সুরাটে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সুরাটে ট্রাক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের। মৃতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও) থেকে জানানো হয়েছে, সুরাটে দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আহতদের ৫০ হাজার টাকার করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

শোকস্তব্ধ রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী

সুরাটে ডাম্পার ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে রাজস্থানের ১৫ জন বাসিন্দার মৃত্যুতে ব্যথিত রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। অশোক গেহলট জানিয়েছেন, সুরাটে রাস্তার ধারে ঘুমিয়ে থাকা রাজস্থানের বন্সওয়াড়া জেলার শ্রমিকদের মৃত্যুর খবর শুনে ব্যথিত। মৃতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

দুঃখপ্রকাশ রূপানির, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

সুরাটে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। গুজরাট সরকারের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

৯৩-বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ভি শান্তা

চেন্নাই, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ এবং আদায়র ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের চেয়ারপার্সন ডাঃ ভি শান্তা। মঙ্গলবার ভোরে চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বিশিষ্ট এই ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। বুকের ব্যথায় সোমবার রাতেই চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি

ছয়ের পাতায় দেখুন

ঘন কুয়াশায় দিল্লির জনজীবন বেহাল, ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): মাত্রাতিরিক্ত কুয়াশার দাপটে মঙ্গলবারও দুর্ভোগে পড়তে হল দিল্লিবাসীকে। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে এতটাই কুয়াশা ছিল যে, শুন্য মিটারে পৌঁছে যায় দৃশ্যমানতা। ফলে যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত হয়। কুয়াশার পাশাপাশি কনকনে ঠাণ্ডা এখনও বজায় রয়েছে রাজধানীতে। ঘন কুয়াশার কারণে মঙ্গলবারও উত্তর ভারতজুড়ে বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন চলাচল। উত্তর রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতার অভাবে ১৯ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) দেরিতে চলাচল করেছে ১৬টি ট্রেন।

গত কয়েকদিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল রাজধানী দিল্লি। সিংঘু সীমান্ত, কাশ্মীরি গেট, মঞ্জু কা টিল্লা, আর কে পুরম, পঞ্জাবি বাগ, রাজপথ প্রভৃতি এলাকা ছিল কুয়াশার চাদরে ঢাকা। মঙ্গলবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লির সফদরজংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পালমে ৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, দিল্লি ছাড়াও এদিন সকাল ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত ঘন কুয়াশার আস্তরণ ছিল পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডীগড়, উত্তর প্রদেশ-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য।

আইএমডি জানিয়েছে, সকাল ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত অমৃতসর, গঙ্গানগর, পাতিয়ালা, জয়সেলমের, আগ্রা, গোরক্ষপুরে ০-২৫ মিটার ছিল দৃশ্যমানতা, বিকানের, চুরু, সুলতানপুর, বারাণসী, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, পাটনা ও গয়ায় দৃশ্যমানতা ছিল ৫০ মিটার, হিসার, দিল্লি (সফদরজং ও পালম), বরেলি, বাইরাইচ এবং গোয়ালিয়রে ২০০ মিটার।

ভারতে ১৮.৭৮-কোটি করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী কমে ১.৯০-শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): স্বস্তি দিয়ে ভারতে প্রতিদিনই কমছে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা। পাশাপাশি খুব দ্রুত না হলেও, বাড়ছে করোনা-টেস্টের সংখ্যাও। ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১৮.৭৮-কোটির বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,০৯,৭৯১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৮,৭৮,০২,৮২৭-এ পৌঁছে গেল। ভারতে সুস্থতার হার দ্রুত বাড়ছে। সোমবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৭,৪১১ জন, দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৬.৬৬ শতাংশ। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫২,৫৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৩৭ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০২,২৮,৭৫৩ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২,০০,৫২৮ জন করোনা-রোগী (১.৯০ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নেতাজির জন্মদিন পালিত হবে পরাক্রম দিবস হিসাবে, সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): এবার থেকে প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন ''পরাক্রম দিবস'' হিসাবে পালিত হবে। নেতাজির জন্মদিন ''পরাক্রম দিবস'' হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিবছর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন, ২৩ জানুয়ারি ''পরাক্রম দিবস'' হিসাবে পালিত হবে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়, স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির অবদানকে স্মরণ করে এবার থেকে তাঁর জন্মদিনকে (২৩ জানুয়ারি) ''পরাক্রম দিবস'' হিসাবে পালন করবে কেন্দ্রীয় সরকার। উল্লেখ্য, আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজির ১২৫ তম জন্মদিনে

ছয়ের পাতায় দেখুন

১১তম জন্মবার্ষিকী

আভা দেবনাথ

জন্ম ২০.০১.২০১০

আসুন ফিরে এমন দিন হোক না তোমার সব রঙিন,
জনম জনমের তরে, তোমার এই শুভ জন্মদিনে
বারে বারে পড়ছে মনে, যতই থাকি না দূরে।

আশীর্বাদান্তে
হারাধন দেবনাথ (বাবা), অর্চনা দেবনাথ (মা)
চড়িলাম (মধ্যপাড়া), সিপাহীজলা

মঙ্গলবার শ্যামসুন্দর কোং আয়োজিত প্রয়াত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ করা হয়। ছবি-নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।